পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 148 Tuesday, 29 April, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৪৮ সংখ্যা ✱ ১৫ বৈশাখ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

দিঘার জগন্নাথ মন্দির পরিদর্শনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

খতিয়ে দেখলেন প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৮ এপ্রিলঃ সমুদ্র তো রয়েইছে। সেই সঙ্গে দিঘায় এবার তৈরি হল জগন্নাথের মন্দিরও। মঙ্গলবার দিনভর হবে যজ্ঞ। বুধবার উদ্বোধন। যা নিয়ে ইতিমধ্যে সৈকত শহরে উন্মাদনা তুঙ্গে। ভিড় সামলে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে সব ধরনের ব্যবস্থা করেছে জেলা প্রশাসনও। সোমবার দুপুরেই দিঘায় পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুরে পুরোহিতদের সঙ্গে একপ্রস্ত কথা বলার পর বিকেলে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে নবনির্মিত মন্দির চত্বরে পৌঁছে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মন্দিরের প্রস্তুতি পরিদর্শনে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার-সহ অন্যান্যরা। দিঘার মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে 'নয়নপথগামী' জয় জগন্নাথ স্বামী' গান লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুরও তাঁর দেওয়া। গানটি গেয়েছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। গানের সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরের বিভিন্ন দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী যখন মন্দির পরিদর্শন করছেন, তখন সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের লেখা ওই গানটি বাজতে শোনা যায়। উদ্বোধনের দিনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ও সুর দেওয়া এই গানটি বাজবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''অবশ্যই এই মন্দির দিঘার মুকুটে নতুন পালক যোগ করবে, দিঘা আরও উচ্চ শিখরে যাবে। পর্যটকরা যেমন ভ্রমণের জন্য আসবেন তেমন তারা তীর্থস্থানও দেখে যাবেন। অধ্যাত্মবাদ এবং সম্প্রীতি'র মিলনস্থলে পরিণত হল দিঘা, আগামী দিনে যা আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নেবে।'' সমুদ্রের জন্য বিখ্যাত দিঘা। সেখানে বছরভরই লক্ষ লক্ষ পর্যটকের সমাগম হয়। জগন্নাথ মন্দিরের দৌলতে সেখানে যে আরও বেশি করে মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাবে তা বলাইবাহুল্য। উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সৈকতশহরে মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। জানা যাচ্ছে, সোমবার অশ্বযজ্ঞ হবে। উদ্বোধনের আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার বিভিন্ন পুণ্য ক্ষেত্রের জল দিয়ে মহাযজ্ঞ শুরু হবে। তাতে পুরীর মন্দিরের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ইসকনের সদস্যরাও অংশ নেবেন। পুরো যজ্ঞপর্বে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রীও। তারপর বুধবার অক্ষয় তৃতীয় পুণ্যলগ্নে মন্দিরের উদ্বোধন হবে। ইতিমধ্যে ওল্ড ও নিউ দিঘা ঘিরে সাজ সাজ রব। সোমবার থেকেই হাজার হাজার পর্যটক দিঘামুখী। বিপুল জনসমাগমের সম্ভাবনা থাকায়, তা সামলাতে ইতিমধ্যে রণকৌশলও ঠিক করে ফেলেছে প্রশাসন। তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। তবে সোমবার থেকে নিজে হাতে পুরো বিষয়টির তদারকি করবেন মুখ্যমন্ত্রীও। তিনি নিজেই আগে একথা জানিয়েছিলেন। সে কারণেই আগাম পৌঁছেও গেছেন দিঘায়। মন্দির পরিদর্শনের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

নজরে ২০০টি ভিডিও ক্লিপ

আরজি কর কাণ্ডে শিয়ালদহ কোর্টে তৃতীয় 'স্টেটাস রিপোর্ট' দিল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় শিয়ালদহ আদালতে তৃতীয় 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমা দিল সিবিআই। তদন্তকারীদের একাংশের সূত্রে খবর, স্টেটাস রিপোর্টে নতুন করে ১২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণের উল্লখ করা হয়েছে। নজরে রাখা হয়েছে ২০০টি ভিডিও ক্লিপের উপরেও। এর আগে আদালতে তিন পাতার 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমা দিয়েছিল সিবিআই। তদন্তকারীরা তখন জানিয়েছিলেন, নতুন ২৪ জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। হাসপাতালের আরও কিছু জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নতুন করে তিন জনের কল ডিটেলস দেখা হচ্ছে বলেও আগের রিপোর্টে জানানো হয়েছিল। গত ১৬ এপ্রিল সন্দীপ এবং অভিজিৎকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আরজি কর-কাণ্ডে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মামলায় দু'জনকেই গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই সময়মতো চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। ওই মামলায় দু'জনেই জামিন পেয়েছেন।

অভিজিতের জেলমুক্তি ঘটেছে। কিন্তু আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়ে সন্দীপ এখনও জেলে। আরজি কর-কাণ্ডে সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে একেবারে প্রথম থেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিল নির্যাতিতার পরিবার। এই মামলায় প্রথম যে চার্জশিট সিবিআই দেয়, তাতে একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে সঞ্জয় রায়কেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেই চার্জশিট অনুযায়ী বিচারপ্রক্রিয়া এগোয় এবং কলকাতা পুলিশের ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাঁকে আজীবন কারাবাসের সাজা দেওয়া হয়। নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, এই ঘটনায় একা সঞ্জয় জড়িত নন। বাকি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারির দাবি জানান তাঁরা। আদালতে তাঁরা আরও জানিয়েছিল, সিবিআইয়ের তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে তারা জানতে পারছে না। তার ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি মাসে তদন্তের অগ্রগতির প্রথম রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। দ্বিতীয় দফায় তিন পাতার 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমার পর সোমবার তৃতীয় 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমা দিল সিবিআই।

বিকাশ, ফিরদৌসদের ভয় দেখানোর চেষ্টা! হাইকোর্টে আইনজীবীদের প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের চেম্বারের বাইরে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের সুপারনিউমেরারি পদ নিয়ে নির্দেশের পরেও উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগ মামলার কোনও অগ্রগতি হয়নি হাইকোর্টে। এজন্য বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সঙ্গে আইনজীবী বিকাশরঞ্জনের 'আঁতাঁত' রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন তাঁরা। এরই প্রতিবাদে সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে পাল্টা মিছিল করলেন আইনজীবীদের একাংশ। নেতৃত্বে ছিলেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিম। বিকাশরঞ্জন বলেন, ''আইনজীবীদের ভয় দেখানের চেষ্টার মাধ্যমে গোটা বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত এবং কলঙ্কিত করার চেষ্টা হয়েছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ওরা ভেবেছিলেন ভয় দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দেবেন, ওরা জানেন না পশ্চিমবঙ্গের আইনজীবীদের। গুন্ডামির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে আইনজীবীদের দমানো যায় না, সেটা সেদিনই প্রমাণিত হয়েছে।'' আরও একধাপ এগিয়ে শুক্রবারের ঘটনার জন্য তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে আক্রমণ করে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ''কুণালই রয়েছে এর পিছনে। এর আগেও ও জেলে গিয়েছিল, আবারও জেলে যাবে! এ ব্যাপারে চাকরিপ্রার্থী বা তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। প্রতিক্রিয়া এলে প্রতিবেদনে আপডেট করে দেওয়া হবে।'' ঘটনার সূত্রপাত, শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার বিষয়ে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি নিয়ে বেনিয়মের অভিযোগে মামলা গড়িয়েছিল হাইকোর্টে। ওই মামলায় তীব্র সওয়াল করেছিলেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। এরপরই মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজি বসুর পর্যবেক্ষণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সিবিআই তদন্ত হচ্ছে না, ঠিক আছে। কিন্তু অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির যে সিদ্ধান্ত, সেটা কাদের জন্য? মৌখিক নয়, লিখিতভাবে রাজ্যকে কারণ জানাতে বলে আদালত। এরপরই রাতে বিকাশের চেম্বার ঘেরাও করেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।

৭ মে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা, জানিয়ে দিল কাউন্সিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ ৭ মে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা হতে চলেছে। সোমবার বিকেলে সেই খবরই দিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বেলা সাড়ে ১২টায় পরীক্ষার্থীরা ফলাফল জানতে পারবে বলে জানানো হয়েছে। দুপুর ২টো থেকে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপে রেজাল্ট দেখা যাবে। ডাউনলোডও করা যাবে। ৮ মে মার্কশিট ও শংসাপত্র দেওয়া হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশের দুই থেকে আড়াই সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশ করা হবে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল। এমনটা আগেই জানিয়েছিলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। বলা হয়েছিল মে মাসের মাঝামাঝি উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বের হতে পারে। পুরো প্রক্রিয়াটাই হবে অনলাইনে। যাতে কোনও ত্রুটি না হয় সেদিক খেয়াল রাখা হবে। দ্রুত অথচ নিখুঁত ফলপ্রকাশ করাই তাঁদের লক্ষ্য বলে জানান সভাপতি। যদিও দেখা গেল মে মাসের মাঝামাঝি নয়, বরং তার আগেই ফল প্রকাশ হচ্ছে। চলতি বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি ছিল। প্রায় ৪৭ হাজার ৫৭১ জন বেশি ছাত্রী পরীক্ষায় বসেন। তবে গত বছর যেখানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৯০ হাজার, এবার সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৫ লক্ষ ৯ হাজার। রেজিস্ট্রেশন করেও পরীক্ষায় বসেননি এমন পড়ুয়ার সংখ্যা ৫৫ হাজারেরও বেশি। ঘাটতির ব্যাপারে সংসদের বক্তব্য ছিল, এরা কোনও দিন উচ্চমাধ্যমিক দেবেন না এমনটা নয়। যাঁরা অনুপস্থিতি তাঁরা সামনে বছর বসতে পারেন। যদিও কেন তাঁরা পরীক্ষায় বসলেন না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও কারণ জানাতে পারেনি সংসদ। বস্তুত, নকল রুখতে এবছর একাধিক পদক্ষেপ করে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

MINISTRY OF EDUCATION
Government of India
সত্যমেব জয়তে
WADHWANI FOUNDATION

ঐক্যবদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্র, শিল্প এবং উদ্ভাবকদের
একত্রিত করার জন্য বিকশিত ভারত @ ২০৪৭

YUGM
যুগম
উদ্ভাবন সম্মেলন
29 April 2025
ভারত মান্দাপাম, নয়াদিল্লি
বেলা ১১টা থেকে

প্রধান অতিথি
শ্রী নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

CBC 21201/13/0005/2526

১৪০০০ কোটি টাকারও বেশি যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে গবেষণা ও উদ্ভাবন
জোরদার করার জন্য বাণিজ্য ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিনিময়

মোদী সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মাধ্যমে দেশব্যাপী একটি শক্তিশালী গবেষণা ও উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলছে-

- এআই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স
- অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (এএনআরএফ)
- প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ফেলোশিপ (পিএমআরএফ)
- গবেষণা উদ্যান
- এক জাতি এক সাবস্ক্রিপশন (ওএনওএস)
- গবেষণা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন (আরডিআই) তহবিলের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকা

ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার

চারধাম যাত্রার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন, সুখবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

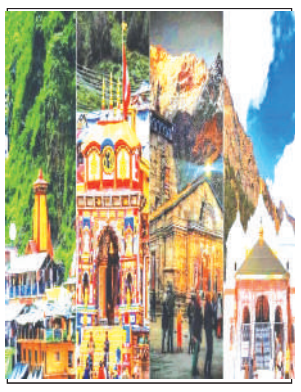

ঋষিকেশ, ২৮ এপ্রিল ঃ চারধাম যাত্রার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে, সোমবার এই সুখবর দিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুণ্যার্থীদের জন্য পরিবহন, পানীয় জল এবং থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আয়োজকরাও ভক্তদের স্বাগত জানাতে খুবই উদ্গ্রীব। ইতিমধ্যেই ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে কেদারনাথ মন্দির। সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বদ্রীনাথ মন্দিরও। হরিদ্বারে শুরু হয়েছে অফলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াও।সোমবার ঋষিকেশে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, চারধাম যাত্রার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রী ধামের দরজা ৩০ এপ্রিল, কেদারনাথ ধামের দরজা ২ মে এবং বদ্রীনাথ ধামের দরজা ৪ মে খোলা হবে। পরিবহন, পানীয় জল এবং থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভক্তদের স্বাগত জানাতে আয়োজকরাও খুবই উদ্গ্রীব।

দিঘায় পৌঁছে শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথপ্রেমের কথা স্মরণ মমতার

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৮ এপ্রিলঃ আধ্যাত্মিকতার টানে দিঘার পর্যটনে আরও বিকাশ ঘটবে। শুধু বেড়াতে নয়, এবার থেকে পুণ্যার্থীরাও ভিড় করবেন দিঘায়। দিঘায় পৌঁছে শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথপ্রেমের কথা স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, তীর্থযাত্রা ঘিরে নতুন মাত্রা পাবে পর্যটন ব্যবসা। এরপরই তাঁর কথায় উঠে এল সম্প্রীতি, শান্তির বার্তা। মনে করালেন জগন্নাথপ্রেমে শ্রীচৈতন্যের সমুদ্রপথে লীন হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। জানালেন, এদিন তিনি নবনির্মিত মন্দিরটি ভালোভাবে ঘুরে দেখবেন। বুধবার দুপুরে মন্দিরের দ্বারোদঘাটন।গত বৃহস্পতিবার থেকে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে চারটি কুণ্ডের মাঝে মহাকুণ্ড জ্বালিয়ে চলছে যজ্ঞ। চলছে মন্ত্রোচ্চারণ। গর্ভগৃহে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবতাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে জগন্নাথদেবের বসার পিঁড়ির পুজো। দুগ্ধস্নান সম্পন্ন হয়েছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এবং সুদর্শনের। লক্ষ্মী, বিমলা, সত্যভামা-সহ সমস্ত দেবদেবীর মূর্তিকেও দুগ্ধস্নান করানো হয়েছে।দিঘা জুড়ে মাইকে বাজছে মাঙ্গলিক সানাইয়ের সুর। মঙ্গলবার হবে মহাযজ্ঞ। ওই দিন পর্যন্ত রোজই হোমযজ্ঞ চলবে বলে মন্দির সূত্রে খবর।

প্ররোচনামূলক প্রচার! ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল নিষিদ্ধ ভারতে

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক খবর প্রচারের অভিযোগে ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল নিষিদ্ধ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। পাকিস্তানের প্রথম সারির কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেল ছাড়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের ইউটিউব চ্যানেলও।সরকারি সূত্রের খবর, নিষিদ্ধ হওয়া পাক ইউটিউব চ্যানেলগুলিতে ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বিষয়বস্তু প্রচার করা হচ্ছিল। এমনকি ভারতের সেনাবাহিনী সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে ওই চ্যানেলগুলির বিরুদ্ধে। তাই ইউটিউব চ্যানেলগুলি নিষিদ্ধ করেছে কেন্দ্র, খবর সূত্র জানা গেছে

মুম্বই-কলকাতা জাতীয় সড়কে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৪ জনের

ভাণ্ডারা, ২৮ এপ্রিল ঃ মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা জেলায় মুম্বই-কলকাতা জাতীয় স।কে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। এই দুর্ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। রবিবার রাত ১০.৪৫ মিনিট নাগাদ ভাণ্ডারার বেলা গ্রামের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, একটি বোলেরো গাড়ি ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

পহেলগাম হামলার তীব্র নিন্দা জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায়, দুই মিনিট নীরবতা পালন, অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বিধানসভার কার্যক্রম

জম্মু, ২৮ এপ্রিল ঃ পহেলগাম হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানালো জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা। দুই মিনিটের জন্য সোমবার নীরবতা পালন করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় এদিন পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা প্রস্তাব পাস হয়।প্রস্তাব পাসের পর বিধানসভার কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ এদিন বলেছেন, আমি এই মুহূর্তটি রাজ্যের দাবিতে ব্যবহার করব না। পহেলগামের পর, কোন মুখ দিয়ে আমি জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য রাজ্যের মর্যাদার দাবি করতে পারি? মেরি কেয়া এতনি সস্তি সিয়াসত হ্যায়? আমরা অতীতেও রাজ্যের মর্যাদার কথা বলেছি এবং ভবিষ্যতেও তা করব, কিন্তু কিন্তু এটা আমার জন্য লজ্জাজনক হবে, যদি আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলি ২৬ জন মারা গেছেন, এখন

আমাকে রাজ্যের মর্যাদা দিন।মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমরা কেউই এই আক্রমণকে সমর্থন করি না। এই আক্রমণ আমাদের ফাঁপা করে দিয়েছে। আমরা এর মধ্যে আলোর রশ্মি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, গত ২৬ বছরে, আমি কখনও মানুষকে এই ধরণের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখিনি। ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, এই ঘটনা পুরো দেশকে প্রভাবিত করেছে। আমরা অতীতে এমন অনেক হামলা দেখেছি... বৈসরনে ২১ বছর পর এত বড় আকারের হামলা চালানো হয়েছে, আমি জানতাম না কিভাবে নিহতদের পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইব, পর্যটকদের নিরাপদে ফেরত পাঠানো আমার কর্তব্য ছিল। আমি তা করতে পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার ভাষা আমার কাছে নেই।জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দরর চৌধুরী বলেছেন, এই বিধানসভা দ্ব্যর্থহীনভাবে এই জঘন্য, কাপুরুষোচিত কাজের নিন্দা জানায়, যার ফলে নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই সদন ক্ষতিগ্রস্তদের এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করে। এই সদন শহীদ সৈয়দ আদিল হুসেন শাহের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানায়, যিনি পর্যটকদের বাঁচানোর সাহসিকতার সাথে চেষ্টা করার সময় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৮ এপ্রিলঃ এআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । তিন সপ্তাহ শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে। প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকা (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের একটি অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক

কাশ্মীর ও মুর্শিদাবাদে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে ১১টি জেলায় স্মরণসভা

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ সংস্কার ভারতী (পশ্চিমবঙ্গ) দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় পশ্চিমবঙ্গের ১১টি জেলার একাধিক স্থানে একযোগে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা আয়োজিত হয়। হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদীয়া, বর্ধমান-সহ একাধিক জেলায় সংগঠনের সদস্যরা ও সাধারণ মানুষ নিহতদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ প্রজ্বলন ও নীরবতা পালন করেন।সম্প্রতি কাশ্মীরে ও মুর্শিদাবাদে নিরীহ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও সাধারণ মানুষের উপর বর্বর সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিবাদে ও তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান মদতপুষ্ট এই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদের অঙ্গীকার নিয়েই এই প্রতিবাদ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র গীতা পাঠের মাধ্যমে, উপস্থিত সকল মায়েরা সম্মিলিতভাবে শঙ্খধ্বনি করেন। 'শপথ পাঠ'-এর মধ্যে দিয়ে উপস্থিত সকলে দেশপ্রেম, বলিদান ও সন্ত্রাসবিরোধী দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন।সন্ধ্যা ৭ঃ৩০টায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে ২৬টি মাটির প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়, প্রতিটি প্রদীপ এক-একজন বলিদান দেওয়া ব্যক্তির আত্মত্যাগের প্রতীকরূপে প্রজ্জ্বলিত হয়। পরে দু'মিনিটের নীরবতা পালন করে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংস্কার ভারতীর কার্যকর্তা এবং প্রদেশের খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী ও নাট্যশিল্পীরা, যারা তাঁদের সৃজনশীল প্রকাশের মাধ্যমে বলিদান ও দেশপ্রেমের বাণী সকলের হৃদয়ে গেঁথে দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দেশপ্রেম, বলিদান ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক জীবন্ত দলিল হয়ে ওঠে। সকল অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এক প্রবল আবেগ, দৃঢ় সংকল্প ও ঐক্যবদ্ধতার আবহ লক্ষ্য করা যায়। সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামীদিনেও দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই ধরনের জনজাগরণমূলক অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হবে।

ওয়েভস বাজার প্রথম ন'টি ভাষার ১৫টি প্রকল্পকে ' শীর্ষ বাছাই' হিসেবে প্রকাশ

মুম্বাই(পিআইবি), ২৮ এপ্রিলঃদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা প্রতিভার সুবাদে মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রে ভারত আধিপত্য বিস্তারকারী এক স্থানে রয়েছে। তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে ভারত আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। ১-৪ মে মুম্বাইতে অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ড অডিও-ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট (ওয়েভস) মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রে এক মাইলফলক হয়ে উঠতে চলেছে। এই শীর্ষ সম্মেলন বিষয়বস্তু তৈরি, বিনিয়োগের গন্তব্য এবং ' ইন ইন্ডিয়া' সুযোগের বিস্তারের মাধ্যমে ভারতকে বিশ্বের সামনে এক পছন্দের গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরবে।ওয়েভস বাজার হল মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পের এক প্রধান বিশ্বব্যাপী বাজার। এটি এমন এক মঞ্চ যার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপিত হয়, সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং বিকাশ গতি লাভ করে। চলচ্চিত্র নির্মাতা ও এই শিল্পের পেশাদাররা এই মঞ্চের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, নিজের দক্ষতা প্রদর্শন এবং তাঁদের পেশাদার নেটওয়ার্ক প্রসারিত করার সুযোগ পান।ভিউইং রুম হল ওয়েভস বাজারের একটি সুনির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম। এখানে সারা বিশ্বের সদ্যনির্মিত চলচ্চিত্র এবং পোস্ট-প্রোডাকশনে থাকা প্রকল্পগুলি প্রদর্শন করা হয়। এর মাধ্যমে এই চলচ্চিত্রগুলি বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব, বিশ্বব্যাপী বিক্রয়, বিতরণ সংক্রান্ত অংশীদারিত্ব এবং অর্থের যোগানের সুবিধা পায়।চলচ্চিত্র প্রোগ্রামার, পরিবেশক, বিশ্ব বিক্রয় প্রতিনিধি এবং শিল্পের অন্য পেশাদারদের জন্য ভিউইং রুম এমন এক পরিসর তৈরি করে, যেখানে ওয়েভস বাজারে যোগ দেওয়া প্রতিনিধিরা এই চলচ্চিত্রগুলি দেখতে পান, প্রকল্প সংক্রান্ত বিশদ তথ্যের নাগাল পান এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।এই প্রথম ওয়েভস বাজারে ভারত, শ্রীলঙ্কা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, জার্মানি, মরিশাস ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী - এই আটটি দেশের মোট ১০০টি চলচ্চিত্র ভিউইং রুম লাইব্রেরিতে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। এখানে এনএফডিসি প্রযোজিত ও সহ-প্রযোজিত ১৮টি চলচ্চিত্র এবং ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়াতে সংরক্ষিত আটটি ধ্রুপদী চলচ্চিত্র রয়েছে। এছা।া এখানে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (এফটিআইআই, পুণে) এবং সত্যজি রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই, কলকাতা)-এর ছাত্রছাত্রীদের তৈরি ১৯টি ছবিও স্থান পেয়েছে।ওয়েভস বাজারের ভিউইং রুমে যে ১৫টি চলচ্চিত্রকে ' শীর্ষ বাছাই' হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ৯টি কাহিনীচিত্র, দুটি তথ্যচিত্র, দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র এবং দুটি ওয়েব সিরিজ। ওয়েভস বাজারের সময়ে ২ মে মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড সেন্টারে এগুলি প্রযোজক, বিক্রয় প্রতিনিধি, পরিবেশক, উৎসব আয়োজক এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সামনে উপস্থাপন করা হবে।ওয়েভস বাজার শীর্ষ বাছাই ২০২৫ ।(১) দ্য ওয়েজ কালেক্টর - তামিল, ভারত, কাহিনীচিত্র।পরিচালক - ইনফ্যান্ট সুসাই, প্রযোজক - ভগবতী পরিমল।(২) পুতুল - হিন্দি, ভারত, কাহিনীচিত্রপরিচালক - রাধেশ্যাম পিপালওয়া, প্রযোজক - শরদ মিত্তল(৩) দুসরা ব্যাহ (লেভির) - হরিয়ানভি, হিন্দি, ভারত, কাহিনীচিত্র।পরিচালক - ভগ সিং সাইনি, প্রযোজক - পরভীন সাইনি।(৪) পাখুঁদিয়াঁ (বাতাসে ওড়া পাপড়ি) - হিন্দি, ভারত, কাহিনীচিত্র।পরিচালক - আব্দুল আজিজ, প্রযোজক - আব্দুল আজিজ, জোস্না রাজপুরোহিত(৫) খিরকি গাভ (যদি কোনো শীতের রাতেই) - মালয়ালাম, ভারত, কাহিনীচিত্র।পরিচালক - সঞ্জু সুরেঃ দ্রন, প্রযোজক - ডঃ সুরেন্দ্রন এম এন।(৬) সূচনা - দ্য বিগিনিং - বাংলা, ভারত, কাহিনী চিত্রপরিচালক - পৌষালি সেনগুপ্ত, প্রযোজক - অভিনন্দা সেনগুপ্ত(৭) স্বহা ইন দ্য নেম অফ ফায়ার - মাগাহি, ভারত, কাহিনীচিত্র। পরিচালক - অভিলাষ শর্মা, প্রযোজক - বিকাশ শর্মা।(৮) গোতিপুয়া - বিয়ন্ড বর্ডার্স - ইংরেজি, হিন্দি, ওড়িয়া, ভারত, তথ্যচিত্রপরিচালক ও প্রযোজক - চিন্তর পারেখ।(৯) ফ্রম ইন্ডিয়া - ইংরেজি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র।পরিচালক ও প্রযোজক - মঃদার আপতে।(১০) থার্ড ফ্লোর - হিঃদ, ভারত, স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র।পরিচালক - আমনদীপ সিং, প্রযোজক - আমনদীপ সিং(১১) জাহাঁ - হিন্দি, ভারত, স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্রপরিচালক ও প্রযোজক - রাহুল শেট্টি।(১২) প্ল্যানেট ইন্ডিয়া - ইংরেজি, হিন্দি, ভারত, টিভি শো।পরিচালক - কলিন বাটফিল্ড, প্রযোজক - তামসিল হুসেন।(১৩) ভারতী অউর বিবো - হিন্দি, ভারত, অ্যানিমেশন ওয়েব সিরিজ টিভিপরিচালক - স্নেহা রবিশঙ্কর, প্রযোজক - ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ও পাপ্পেটিকা মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড(১৪) আচাপ্পাস অ্যালবাম - মালয়ালাম, ভারত, কাহিনীচিত্র।পরিচালক - দীপ্তি পিল্লাই শিভন, প্রযোজক - ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন(১৫) দুনিয়া না মানে - হিন্দি, ভারত, কাহিনী চত্রপরিচালক ও প্রযোজক - ভি শান্তারাম।ওয়েভস সম্পর্কে প্রথম ওয়ার্ল্ড অডিও-ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট (ওয়েভস) মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রের এক শীর্ষ অনুষ্ঠান। মহারাষ্ট্রের মুম্বাইতে ১-৪ মে, ২০২৫ ভারত সরকার এর আয়োজন করেছে।আপনি পেশাদার, বিনিয়োগকারী, স্রষ্টা বা উদ্ভাবক - যাই হোন না কেন, এই শীর্ষ সম্মেলন আপনাকে বিশ্বের মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রের পেশাদারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতা বৃদ্ধির এবং উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ করে দিচ্ছে।ওয়েভস ভারতের সৃজনশীল সামর্থ্য, বিষয়বস্তু সৃষ্টি, মেধাস্বত্ব এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার সুযোগ করে দিচ্ছে। সম্প্রচার, প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিভিশন, রেডিও, চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্ট, গেমিং, কমিক্স, সাউন্ড অ্যান্ড মিউজিক, বিজ্ঞাপন, ডিজিটাল মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, জেনারেটিভ এআই, অগমেন্টেড রিয়ালিটি, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, এক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর এই সম্মেলনে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে মনে হয়।

রাজধানীতে আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা চালু মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিলঃ দিল্লিতে শুরু হলো আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা যোজনা। সোমবার এই প্রকল্প চালু করে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, আজ আমরা দিল্লির বয়স্কদের জন্য কেউ প্রকল্প শুরু করতে পেরে খুশি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০ বছরের বেশি বয়স্করা সমস্ত স্বাস্থ্য সুবিধা পাবেন। তিনি এও বলেন, এখন আর কারওর ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না। দিল্লির সর্বাধিক সংখ্যক হাসপাতাল এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ঘুঁট-ঘুঁটে অন্ধকার, শনৈ শনৈ ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টির কবলে গুয়াহাটি, ব্যাহত নাগরিকজীবন

গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিলঃ সময় সকাল প্রায় সোয়া সাতটা। মেঘে ঢাকা নিকাষ কালো আকাশ, শনৈ শনৈ ঘূর্ণিঝড়, সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত। ব্যাঘাত ঘটে নাগরিকজীবন। কয়েক মিনিটের প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে নাজেহাল অসমের রাজধানী গুয়াহাটি মহানগর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।জানা গেছে, আজ সোমবার সকালে আচমকা অন্ধকারে ডুবে যায় গুয়াহাটি মহানগর। মহানগরের রাজপথে গাড়ির বাতি জ্বালিয়ে গাড়িঘোড়া চালাতে হয়েছে। পাশাপাশি ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে তুফানের সঙ্গে ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত ও বৃষ্টির ফলে গুয়হাটির বহু প্রান্ত ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ফলে শহরজুড়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়ে কয়েক ঘণ্টা।মুষলধারে বৃষ্টির সাথে তীব্র বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট, তীব্র জলাবদ্ধতা এবং যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক ও সরকারি কর্মচারীরা বিপাকে পড়েছিলেন।প্রসঙ্গত, গতকাল রাতেই আবহাওয়া অধিদফতর আজ এবং আগামী কয়েক ঘন্টা ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে বলেছিল।

৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি শুরু ৭ মে

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ সোমবার প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার প্রাথমিক শুনানি হয় কলকাতা হাই কোর্টে। ঠিক হয়েছে মূল মামলার শুনানি শুরু হবে আগামী ৭ মে। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ মামলাটি শুনবে। প্রথম সওয়াল করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ওই দিনই মামলার সব পক্ষকে কাগজপত্র আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বিচারপতি জানিয়েছেন, একসঙ্গে একাধিক আইনজীবীর বক্তব্য শোনার মতো সময় নেই আদালতের। তাই যে আইনজীবীদের বক্তব্য, বিষয় একই, কোনও এক জনের নেতৃত্বে তাঁদের আদালতে নিজেদের বক্তব্য একসঙ্গে পেশ করতে হবে। এর আগে এই মামলা থেকে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে গিয়েছিলেন বিচারপতি সৌমেন সেন। তার পর হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম মামলাটি পাঠান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে।২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে ২০১৬ সালে নিয়োগ হয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে। সেই নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ২০২৩ সালের মে মাসে কলকাতা হাই কোর্টের তকালীন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছিল রাজ্য। তারই শুনানি হল সোমবার।

হিমাচল প্রদেশের চম্বায় মৃদু ভূমিকম্প

চম্বা, ২৮ এপ্রিল ঃ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, মাত্র ২.৭ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৫.৪১ মিনিট নাগাদ হিমাচল প্রদেশের চম্বায় ২.৭ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩২.৭৯ অক্ষাংশ ও ৭৬.২০ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরতায়। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম থেকে ১৫৯ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে, পঞ্জাবের জলন্ধর থেকে ১৭৩ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি থেকে ১৮৭ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র।

ভারতে কোনও রকম সন্ত্রাস বরদাস্ত করা হবে নাঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আবারও সরব হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, ভারতে কোনও রকম সন্ত্রাস বরদাস্ত করা হবে না।জম্মু ও কাশ্মীরে পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করে সোমবার দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ''এই দেশ গৌতম বুদ্ধ ও মহাত্মা গান্ধীর। ভারত শান্তি ও অহিংসার দেশ, আমরা সর্বদা বিশ্বকে এই বার্তা দিয়ে.এসেছি। আমরা এখানে কোনও সন্ত্রাসবাদ মেনে নেব না। প্রধানমন্ত্রী মোদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত

বিশ্ব হাঁপানি দিবস ২০২৫ হাঁপানি যত্ন এবং সচেতনতার প্রতি বিশ্বব্যাপী প্রতিশ্রুতি হাইলাইট করে

নিজস্ব প্রতিবেদনঃবিশ্ব হাঁপানি দিবস ২০২৫, প্রতি বছর গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর অ্যাজমা (GINA) দ্বারা আয়োজিত হয়। এই বছরের থিম হল - হাঁপানিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন।এই বছর - অ্যালার্জি ও অ্যাজমা চিকিৎসা কেন্দ্র (কক্ষশুক্ত) মৌলালি কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলা জুড়ে স্বাস্থ্য পেশাদার এবং ব্যক্তিদের সাথে হাঁপানিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতাযনে যোগদান করে। কক্ষশুক্ত মৌলালি বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতার স্কুল ও কলেজগুলিতে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা সচেতনতা শিবির আয়োজন করে আসছে। আমরা ব্যক্তিদের ফুসফুসের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য বিনামূল্যে PFT পরীক্ষা পরিচালনা করছি। আমরা সু ন্দরবন থেকে সাগর দ্বীপপুঞ্জ থেকে বোলপুর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে হাঁপানি এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে শিবির আয়োজন করছি।প্রতি বছর অ্যালার্জি ও অ্যাজমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বশেষ উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের দ্বারা একটি সেমিনার ALLERCON আয়োজন করা হচ্ছে। ভারতজুড়ে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এই সেমিনারে যোগদান করেন এবং অ্যালার্জি এবং হাঁপানির ক্ষেত্রে তাদের মতামত এবং নতুন উন্নয়নগুলি ভাগ করে নেন।AATC-এর চেয়ারম্যান ডঃ অরিজি দাস বলেন, আমরা হাঁপানি এবং অ্যালার্জিক রোগের জন্য ব্যক্তিগতকৃত প্রমাণ-ভিত্তিক যত্ন প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং অভিজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের দলের মাধ্যমে শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিই।

গুরু অঙ্গদ দেবজির প্রকাশ পর্বে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ সোমবার শিখ গুরু অঙ্গদ দেবজির প্রকাশ পর্বে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু এক বার্তায় লিখেছেন, তিনি শিখ ধর্মকে সেবা, কর্তব্য, সত্যবাদিতা এবং সাম্যের পথে এগিয়ে নিয়ে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি আরও মজবুত করেছিলেন।গুরু অঙ্গদ দেব জী গুরুমুখী লিপির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। লঙ্গরের ঐতিহ্যকে আরও সুসংগঠিত করেছিলেন, তাঁর চিন্তাভাবনা চিরকাল মানব সমাজের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৫বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ২৯এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৪ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১১বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিস্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

তীব্র দহনজ্বালার মধ্যে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস, রবিবার থেকে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ এপ্রিল এবং উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তার আগে শনিবারও অসহ্য গরম সহ্য করতে হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে। ঘর্মাক্ত গরমে রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার মতো অবস্থা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৬-২৯ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।জোয়ার-সকাল ০৬ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৬টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল১১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৪মনিট। সূর্যঃ উদয় ঃ সকাল ৫টা ১৬মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৬মনিটে।

জয়নগরে জেলার সবচেয়ে বড় ধর্মীয় বেশের মেলা শুরু হলো সোমবার থেকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নগর, ২৮ এপ্রিল : মজিলপুরের বহু প্রাচীন ধন্বন্তরী কালীমায়ের এক পক্ষ কাল ব্যাপী রূপ পরিবর্তনের মেলা শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। ১৫ দিন ধরে না না রূপে ধরা দেন মা কালী।আর সেই রূপ পরিবর্তনকে সামনে রেখে জয়নগর মজিলপুরের বহু প্রাচীন ধন্বন্তরী কালী মায়ের এক পক্ষকাল ব্যাপী রূপ পরিবর্তনের মেলা শুরু হয়েছে। যা দক্ষিন ২৪ পরগনার মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে চলা ও জনপ্রিয় একটি ধর্মীয় মেলা।

যোড়শ সপ্তদশ শতক।সে সময় আদিগঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানগুলি ছিল গভীর জঙ্গলে ভরা এবং নিরিবিলি। তাই তন্ত্রসাধকরা এই স্থানে গড়ে তুলেছিলেন শক্তিসাধনার ক্ষেত্র। লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে গড়ে উঠছিল এই শক্তি সাধনার ক্ষেত্র গুলি। এরকমই একটি ক্ষেত্র হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মজিলপুরের ধন্বন্তরী কালী মন্দির। যাঁর প্রসিদ্ধি এখন সারা বাংলা জুড়ে। রেল লাইনের পূর্বদিকে মজিলপুর গ্রাম। মনে করা হয় আদি গঙ্গার মজে যাওয়া গর্ভে এই স্থানটির সৃষ্টি বলে নাম হয়েছে মজিলপুর। মজিলপুর পদ্মপুকুর নামেও খ্যাত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগেও এই স্থান দিয়ে আদিগঙ্গার প্রবাহ বর্তমান ছিল, তখ ন আদিগঙ্গার পাড়ে পাড়ে বিভিন্ন স্থানে শ্মশান বর্তমান ছিল।ডায়মন্ড হারবারের নেতরা থেকে স্বামী ভৈরবানন্দ নামে এক সাধক নির্জন স্থান দেখে এখানে সাধনায় বসেন ও কিছু দিনের মধ্যে স্বপ্নাদেশে পান, মা ধন্বন্তরি কালী বলেন, পাশের পদ্মপুকুরের গভীর জলে উপেক্ষিতা হয়ে পড়ে আছি।আমাকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা কর, পূজা কর, তোর মঙ্গল হবে।

এর পরে তিনি অনুসন্ধান করে একটি ৩০০ বছরের প্রাচীন কষ্টি পাথরের কালীমূর্তি পান। বিগ্রহটি কে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরই নির্মিত একটি ছোট্ট কুটিরে ইনিই হলেন মা ধন্বন্তরী কালী।সেখানেই তার কুঁড়েঘরে চলে মায়ের পূজা অর্চনা। মজিলপুরের ঠাকুরবাড়ির আদিপুরুষ ছিলেন রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী। পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ কালে ভৈরবানন্দ নামে এক তন্ত্র সাধকের সাহচর্য লাভ ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

সময়টা ছিল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ। সেই সময়েই একদিন রাজেন্দ্রলাল রায়কে স্বপ্নে দেখা দেন দেবী ধন্বন্তরী। পুকুরের কাছে পড়ে থাকা একটি নিম কাঠ থেকে দেবী বিগ্রহ তৈরির আদেশ দেন মা।পাথর বিগ্রহের স্থলে নির্মিত হয় নিম কাঠের বিগ্রহ।এই নিমকাঠের বিগ্রহ পূজিত হয়ে আসছে আজও। পরবর্তী কালে অবশ্য বড় হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণ। সমতল ছাদ বিশিষ্ট কালীমন্দিরটি দক্ষিণমুখী। গর্ভমন্দিরে বেদির উপরে রয়েছে একটি কারুকার্য খচিত কাঠের রথ সিংহাসন। তাতে পদ্মের উপরে শুয়ে আছেন মহাদেব। তাঁরই বক্ষস্থলে দাঁড়িয়ে অপরূপা দীপ্তিময়ী দেবী কালিকা।মহাদেবের মাথাটি দেবীর সামনের দিকে। শ্রীচরণে মল, দু'টি কান কুণ্ডল শোভিত। বসন পরিহিতা দেবীর এলানো কেশ কোমর ছাড়িয়ে। সালঙ্কারা ত্রিনয়নী দক্ষিণাকালী। নিকষ কালো কষ্টি পাথরে নির্মিত বিগ্রহ। চোখ ও মনের তৃপ্তি দেয় এই মাতৃবিগ্রহ। দেবী মূর্তির পাশে দুটি ঘরে রয়েছে দুটি শিবলিঙ্গ।

বর্তমান মন্দিরের সেবায়েত কালিদাস চক্রবর্তী বলেন, মন্দিরটি সাড়ে তিনশো থেকে চারশো বছরের প্রাচীন। মজিলপুর নামের উদ্ভব নিয়ে নদীর মজে যাওয়া তত্ত্বে দ্বিমত নেই তাঁর। রেললাইনের ওপারে মা জয়চন্ডী অধিষ্ঠান করছেন বলে জানান তিনি, এই জয়চন্ডী ধন্বন্তরী মায়ের থেকেও ৪০০-৫০০ বছরের প্রাচীন।

ফের পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধ্বস্তি চাকরিহারাদের

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল: সোমবার হাজরা মোড়ে নতুন করে আন্দোলন শুরু করলেন চাকরিহারারা। গত বৃহস্পতিবার থেকেই তালিকায় নাম না থাকা শিক্ষকরা দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্কুল সার্ভিস কমিশন অফিসের সামনে। এবার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছেই তাঁরা আন্দোলনে সামিল হলেন। গত শনিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে সাক্ষাতের দাবিতে তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হয়েছিলেন চাকরিহারা এই শিক্ষকেরা। কিন্তু ব্রাত্য তখন বাড়িতে ছিলেন না। এর পরেই মন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসে পড়েন তাঁরা। পরে পুলিশ মারফত মন্ত্রীর থেকে সাক্ষাতের আশ্বাস পেলে অবস্থান তুলে নেন তাঁরা। সোমবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে কালীঘাটে তাঁর বাড়ির দিকে মিছিল করে যাচ্ছিলেন চাকরিহারারা। কিন্তু যতীন দাস পার্কের কাছে হাজরা মোড়ে তাদের আটকে দেয় পুলিশ। প্রতিবাদে সেখানেই বসে পড়েন তাঁরা। কেউ কেউ পুলিশের গার্ডরেল ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্থ ধস্তাধস্তিও হয় তাঁদের। এরই মাঝে বেশ কয়েক জন চাকরিহারাকে আটক করে পুলিশের ভ্যানে তোলা হয়। হাজরা মোড়ে চলে ব্যাপক উত্তেজনা। মহিলা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কেউ কেউ পুলিশের গাড়ির সামনে বসে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন দু'জন। ওএমআরে সমস্যা থাকায় যাঁদের 'অযোগ্য' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, এদিন বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরাই। তাঁদের প্রশ্ন, যেখানে আদালতে ওএমআরে কারচুপির বিষয়টি এখন ও প্রমাণিত হয়নি, সেখানে এসএসসি কী করে তাঁদের 'অযোগ্য' বলে দাগিয়ে দিয়ে বেতন বন্ধ করে দিতে পারে? এই নিয়ে হাজরা মোড়ে অবস্থানে বসেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের দাবি, তাঁরা 'অযোগ্য' নন, দুর্নীতির সঙ্গেও যুক্ত নন। তাই যোগ্যদের তালিকায় তাঁদেরও নাম রাখা হোক। এমনই এক চাকরিহারা শিক্ষিকা শতাব্দী সরকারের প্রশ্ন, "তদন্ত সংস্থা সিবিআইও প্রমাণ করতে পারেনি আমরা অযোগ্য। তা হলে স্কুল সার্ভিস কমিশন কিসের ভিত্তিতে আজ আমাদের রাস্তায় বসিয়ে দিল?" আর এক চাকরিহারা শিক্ষক সৌমেন সামন্ত বলেন, "যে কারণ দেখে আমাদের অযোগ্য বলা হচ্ছে, সেই ওএমআরে গলদের বিষয়টি এখনও প্রমাণিত হয়নি। সেই সংখ্যাটা ৫ হাজারেরও বেশি। তার আগেই আমাদের কী ভাবে অযোগ্য বলে দাগিয়ে দিচ্ছে সরকার? 'যোগ্য' তালিকায় কেন আমাদের নাম নেই?" বাকিদের মতোই 'যোগ্য'দের তালিকায় নাম নেই সৌমেনেরও। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে তাঁদের স্কুলে যেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

৮ ঘণ্টা পর রেললাইন থেকে উদ্ধার মৃতদেহ

হাওড়া, ২৮ এপ্রিল:: রাতভোর রেললাইনে পড়ে থাকল মৃতদেহ। সোমবার সকালে প্রায় আট ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হল দেহ। হাওড়ার দাসপাড়ার বালটিকুড়ির ঘটনা। গোটা ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরু থেকে হাওড়া যাচ্ছিল অঙ্গ এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনেই বাড়ি ফিরছিলেন পেশায় রাজমিস্ত্রি পিন্টু কুমার। বন্ধুদের সঙ্গে তিনি জেনারেল কামরার দরজার ধারে বসে ফিরছিলেন। অসতর্ক থাকায় রাত দুটো নাগাদ বালটিকুড়ি হল্ট স্টেশনের কাছে ট্রেন থেকে তিনি পড়ে যান। এমনই দাবি ট্রেনে থাকা অন্যান্যদের। সহযাত্রীরা ও বন্ধুদের চেঁচামেচিতে কিছু দূর গিয়ে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে যায়। ট্রেনের গার্ড ও অন্যান্য যাত্রীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন পিন্টু কুমারের মাথার উপর দিয়ে ট্রেন চলে গিয়েছে। এরপর ট্রেনের গার্ড সেই ঘটনার কথা রেলের কর্মীদের জানান। কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটি গন্তব্যের দিকে রওনা হয়ে যায়।

এদিকে সেই মৃতদেহ তোলা নিয়েই শুরু হয় টানাপোড়েন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছিল দাসনগর থানার পুলিশ। রেলপুলিশও ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু কারা দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাবে? সেই নিয়ে শুরু হয় টানাপোড়েন। রেললাইনের উপর দেহ পাওয়া গিয়েছে। তাই রেলপুলিশ দেহ উদ্ধার করবে। এই কথা জানায় দাসনগর থানার পুলিশ। এদিকে রেলপুলিশ জানায়, ওই এলাকা দাসনগর থানার পুলিশের মধ্যে পড়ে। কাজেই মৃতদেহ তাদেরই নিয়ে যাওয়া উচিত। এই টানাপোড়েনে রাতভর ট্রেন লাইনের উপরেই পড়ে থাকে ওই যুবকের মৃতদেহ। এদিকে দেহের উপর দিয়েই একের পর এক ট্রেন চলে যেতে থাকে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের।

বিচারপতিকে আপত্তিকর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাই কোর্ট

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল: আইনজীবী ও বিচারপতিকে আপত্তিকর মন্তব্য করায় ক্ষুব্ধ কলকাতা হাই কোর্ট। গত শুক্রবার আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের চেম্বারের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন উচ্চ প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। বিকাশবাবুর পাশাপাশি আপত্তিকর মন্তব্য করা হয় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বিরুদ্ধে। যারা এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, "প্রথমত আদালত এবং বিচারপতির বিরুদ্ধে এমন কোনও আচরণ করা যায় না। রায় পছন্দ না হলে উচ্চতর আদালতে আবেদন করুন। এ ভাবে বিক্ষোভ দেখাবেন কেন? স্পষ্ট ভাষায় বলছি, এই কাজ করা যায় না। এঁদের সকলকে চিহ্নিত করতে হবে।"

মামলাকারী আইনজীবীদের বক্তব্য, ওই ঘটনায় আইনজীবীদের অনেকেই আতঙ্কিত। বিচারপতি এবং আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে। ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা ছিল। তার পরেও কী ভাবে এত জমায়েত হল? কেন পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করল না? পুলিশ দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দেখেছে। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে ওই বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। বিচারপতি বসুর ছবি পা দিয়ে মাড়িয়েও দেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ। ওই আইনজীবীদের আবেদন, পুলিশ কমিশনারকে রিপোর্ট দিতে বলা হোক। জানতে চাওয়া হোক, কেন বিচারপতি এবং বিচারব্যবস্থাকে বার বার নিশানা করা হচ্ছে। এর আগে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা সম্পর্কেও অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছিল।

আরজিকর কাণ্ডে মৃত্যুর কয়েক মাস পরও নির্যাতিতার ফোন নম্বর ব্যবহারের অভিযোগ পরিবারের

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল: মৃত্যুর কয়েক মাস পরেও আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের নির্যাতিতার মোবাইল নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। সোমবার আদালতে এমনটাই দাবি করল তার পরিবার। শিয়ালদহ আদালতে মুখবন্ধ খামে এই ঘটনা নিয়ে একটি 'সিনপসিস' জমা করেছে তারা। সেখানেই লিখিত ভাবে এই দাবি করেছে চিকিৎসক-পড়ুয়ার পরিবার। যদিও আদালতে এটার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পরিবার দাবি, মৃত্যুর কয়েক মাস পরে নির্যাতিতার মোবাইল নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। একটি হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপের কার্যকলাপ থেকে এই রকম তথ্য পরিবারের কাছে এসেছে বলে তাদের দাবি। পরিবারের আইনজীবীর দাবি, আরজি কর-কাণ্ডের পরে নির্যাতিতার মোবাইল পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছিল। পরে সিবিআই তদন্তভার হাতে নেয়। তার পর থেকে তাদের হেফাজতে রয়েছে সেই মোবাইল। পরিবারের প্রশ্ন, তা হলে ওই মোবাইল নম্বর দিয়ে কী ভাবে হোয়াট্সঅ্যাপে অ্যাকসেস হল?

নির্যাতিতার পরিবারকে বিচারক জানান, তাঁদের কিছু বলার থাকলে সিবিআইকে জানান। কারণ তারাই এই কাণ্ডের তদন্ত করছে। সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, নির্যাতিতার পরিবারের কিছু জানানোর থাকলে তাঁদের জানাতেন। নির্যাতিতার আইনজীবী সওয়াল করে জানান, অনেক তথ্যই সিবিআইকে দেওয়া হয়েছিল। তার কী ফলাফল হয়েছে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই তিনি বিচারককে সেই অভিযোগ পড়ে দেখার অনুরোধ করেন। যদিও নির্যাতিতার পরিবারের দেওয়া 'সিনপসিস' নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর, আর জি করের ঘটনা এবং তার আগে ও পরে কী হয়েছিল, তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওই 'সিনপসিস'-এ জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবার যে তথ্য পেয়েছে, তার ভিত্তিতেই লিখিত ভাবে আদালতে দাবি জানিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। সেই 'সিনপসিস'-এ ডিএনএ সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে বলেও সূত্রের খবর।

বিপুল পরিমাণে জাল নোট উদ্ধার

মালদহ, ২৮ এপ্রিল: সামশেরগঞ্জে বিপুল পরিমাণ জালনোট উদ্ধার। ধুলিয়ান গঙ্গাঘাট এলাকা থেকে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার জালনোট-সহ গ্রেফতার করা হল দুই যুবককে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই যুবকের নাম আলামিন শেখ (২০) এবং মিস্টার শেখ(২১)। দু'জনেরই বাড়ি মালদহের বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়।

ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার জালনোট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হওয়া জালনোটগুলির প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার নোট। মালদহ থেকে জালনোটগুলি সামশেরগঞ্জের দিকে নিয়ে আসছিল ধৃতরা। তখনই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধুলিয়ান ঘাটে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ জালনোট বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারপরই গ্রেফতার করা হয় দুই যুবককে। এদিন ধৃত দুই যুবককে জঙ্গিপুর আদালতে তোলা হয়। তাদের সাতদিনের হেফাজত চেয়ে আবেদন করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। জালনোটগুলি কোথা থেকে নিয়ে এসে কোথায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ধৃতরা, তা খ তিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি জালনোট কারবারের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

জলে ডুবে মৃত্যু তিন শিশুর

বীরভূম, ২৮ এপ্রিল: পুকুর থেকে মরা মাছ তুলতে যাওয়াই হল কাল। জলে ডুবে মৃত্যু হল তিন শিশুর। সোমবার বীরভূমের নলহাটির ঘটনা। গোটা ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

জানা গিয়েছে, ওই গ্রামের উওর টারহাট পাড়ার দিঘির পাশে থাকা বুঢ়াতলা পুকুরে জলে এদিন সকালে মরা মাছ ভাসতে দেখা গিয়েছিল। এদিন বেলা ১২ নাগাদ ওই পুকুরের ধারে গিয়েছিল চার শিশু। মরা মাছ দেখে সেগুলি ধরার জন্য তিন শিশু পুকুরের কাছে যায়। তিনজনেই পা পিছলে পুকুরে পড়ে যায়। কিন্তু তারা কেউ সাঁতার জানত না। ফলে জলে তারা ডুবে যায়। পাড়ে দাঁড়ানো অন্য শিশু ঘটনাটি দেখেই দ্রুত গ্রামের বড়দের খবর দিতে ছুটে যায়। তার কথায় গ্রামের লোকজন পুকুরের ধারে ছুটে আসে। কিন্তু শিশুদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

তিন শিশুকেই জলের মধ্যে ভাসতে দেখা যায়। তাদের দ্রুত উদ্ধার করে লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদের নাম নাসরিন খ াতুন(৪), নুরানী খাতুন(৫) ও তামিম সেখ(৮)। তামিম মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানার বোখরা গ্রামের বাসিন্দা।

দিন কয়েক আগে ওই গ্রামে দিদার বাড়িতে সে পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল। এদিনের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামে পৌঁছান নলহাটি ২ ব্লকের বিডিও রজতরঞ্জন দাস-সহ প্রশাসনের কর্তারা। নলহাটি থানার লোহাপুর ফাঁড়ির পুলিশও গ্রামে যায় তদন্তের জন্য। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যোগ্যদের তালিকায় ঢুকল আন্দোলনের মুখ চিন্ময় মণ্ডল, মিলবে বেতনও

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল: যোগ্যদের তালিকায় ছিল না নাম। যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। অবশেষে এবার যোগ্য শিক্ষকদের তালিকায় নাম ঢুকল আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডলের। মিলবে বেতনও। সোমবার সোশাল মিডিয়ায় চিন্ময় নিজেই জানালেন সেই কথা।

এদিন ফেসবুকে চিন্ময় লেখেন, 'ইউনাইটেড যেসব শিক্ষক শিক্ষিকাদের নাম ভুলবশত ছিলোনা, তাদের নাম আসতে শুরু করেছে। আমার নাম আছে। স্যালারি সাবমিট হচ্ছে।'

সুপ্রিম কোর্টের এক কলমের আঁচড়ে চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী। 'অযোগ্য' নন এমন ১৭ হাজার ২০৬ জন শিক্ষকের তালিকা তৈরি করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে তা জমা দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেখান থেকে আবার ১ হাজার ৮০৩ জনের নামও বাদ দেওয়া হয়েছিল। পর্ষদের দাবি, ওই ১ হাজার ৮০৩ জনের ওএমআর শিটে নাকি একাধিক সমস্যা রয়েছে। এরপর ১৫ হাজার ৪০৩ জনের একটি তালিকা তৈরি করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ওই তালিকাই ডিআই দপ্তরে পাঠানো হয়। তাতেই বাদ গিয়েছিলেন চিন্ময় মণ্ডল।

এ প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, এসএসসির সার্ভারে গড়বড় ছিল। তাই প্রায় ৫০০ জনের নাম বাদ পড়েছিল। এই ভুল সংশোধন করার পরই তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে।

চিকিৎসার গাফিলতিতে যুবকের মৃত্যু

দুর্গাপুর, ২৮ এপ্রিল: চিকিৎসার গাফিলতিতে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগে ঘিরে তুলকালাম দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতাল। মৃত যুবক নিরঞ্জন দেওয়াসি (৩২) কাঁকসার গাংবিল এলাকার বাসিন্দা। দুর্গাপুরের অঙ্গতপুরে একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় ঠিকাশ্রমিক ছিলেন তিনি। কারখানায় কাজে গিয়ে বুকে ব্যথা হয়। দুর্গাপুরের ইএসআই হাসপাতালে প্রথমে তাকে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা রবিবার রাতে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সোমবার সকালে হাসপাতালে তরফ থেকে পরিবারকে জানানো হয় নিরঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপরেই চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে রোগীর পরিজনরা। হাসপাতালের মূল প্রবেশদ্বার বন্ধ করে চলে তুমুল বিক্ষোভ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও বচসা হয় তাঁদের। পুলিশ এলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তাঁরা। মৃত যুবকের পরিজনদের অভিযোগ রাতে বুকে ব্যথা হওয়ায় কারখানা থেকেই নিরঞ্জনকে ভর্তি করা হয়েছিল ইএসআই হাসপাতালে। সেখান থেকেই স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পরিবারের লোকজনকে নিরঞ্জনকে দেখতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পরে কিছু সময়ের জন্য দেখতে দেওয়া হয়েছিল। পরিবার লোকজন নিরঞ্জনকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল বলে দাবি। অভিযোগ সেই সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, সুস্থ হয়ে যাবে নিরঞ্জন।

সকালে জোর করে পরিবারের কয়েকজন হাসপাতালে নিরঞ্জনকে দেখতে যায়। অভিযোগ, সেই সময় তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত বেরচ্ছিল, আর হাত পা বাঁধা অবস্থায় ছিল। এরপরই নিরঞ্জনকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। এই মৃত্যু চিকিৎসার গাফিলতিতে হয়েছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মর্গে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত বরফের পানীয়ে গলা ভেজাচ্ছে শহর! অভিযানে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল: মর্গে মৃতদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত বরফ দিয়ে তৈরি পানীয়ের রমরমা বেড়েছে গত কয়েক সপ্তাহে! সেই বরফের ব্যবহার নিয়ে কলকাতা পুরসভার কাছে সম্প্রতি কয়েকটি অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা থেকে অপরিস্রুত জল দিয়ে তৈরি বরফের ব্যবহার রুখতে অভিযানে নামল কলকাতা পুরসভা। এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই বাড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রার পারদ। গরমে জেরবার মানুষ যাতে অস্বাস্থ্যকর পানীয় বা খাবার খেয়ে অসুস্থ না হয়ে পড়েন, তা নিশ্চিত করতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। এসপ্ল্যানেড, নিউ মার্কেট, বিধান মার্কেট, কলকাতা প্রেস ক্লাব চত্বর থেকে বরফ উদ্ধার করে তা সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট করে দেন স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকেরা। সতর্ক করে দেওয়া হয় বিক্রেতাদের। কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিকের কথায়, "গ্রীষ্মকালে কলকাতা শহরে প্রবল গরম পড়ে। তাই রাস্তায় বেরিয়ে অনেকেই ঠান্ডার অনুভূতি পেতে আইসক্রিম, বরফগোলা কিংবা শরবত খান। পুরসভার কাছে খবর, ঠান্ডা পানীয়ে ব্যবহৃত বরফের অধিকাংশ পানের অযোগ্য জল দিয়ে তৈরি। তাই পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ হানা দিয়ে সেই সব বরফ উদ্ধার করে নষ্ট করে দিচ্ছে।" অভিযানে নেমে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা বিক্রেতাদের সতর্ক করে জানিয়েছেন, কেবলমাত্র কিউব বরফ ছাড়া আর কোনও ধরনের বরফের ব্যবহার তাঁরা করতে পারবেন না। আগামী দিনে যদি অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রির সঙ্গে তাঁরা যুক্ত থাকেন তবে, শাস্তি পেতে হবে। পুরসভার একটি সূত্র জানাচ্ছে, যে বরফ ওই সব বিক্রেতারা নিজের পানীয়ে ব্যবহার করছেন, তা মর্গে মৃতদেহ স ংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। সেই বরফ কখনওই খাবার উপযুক্ত নয়। তাই অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তায় নেমে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে পুরসভা। গ্রীষ্মকাল জুড়েই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আচমকা এই ধরনের অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ।

ঘূর্ণাবর্তের জেরে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল: ঘূর্ণাবর্তের জেরে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সপ্তাহের শুরুতে বৃষ্টির মাত্রা কিছুটা কম হলেও হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং দমকা ঝড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়ে গেছে। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ফলে পুরো সপ্তাহ জুড়েই দক্ষিণবঙ্গবাসীকে বৃষ্টি-ঝড়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। এছাড়া কিছু এলাকায় শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত যারা খোলা আকাশের নিচে বা খোলা মাঠে থাকেন, তাদের জন্য বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছে হাওয়া অফিস। কৃষকদেরও শস্য রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। গ্রীষ্মের দাবদাহের মাঝে দক্ষিণবঙ্গে ফের কালবৈশাখীর মতো ঝড়ের পূর্বাভাস দিল ভারতের আবহাওয়া দফতর। বিহার এবং উত্তরবঙ্গের ওপর সক্রিয় একটি ঘূর্ণাবর্তের জেরে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

স্থায়ী কর্মীর অভাবে দক্ষিণ দমদমে টিমটিমে আলো বিভাগ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল: পদ আছে। কিন্তু সেই পদে স্থায়ী কর্মী নেই। কয়েক বছর ধরে শিক্ষানবিশদের দিয়েই চলছে কাজ। ফলে কাজ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। দক্ষিণ দমদম পুরসভার আলো বিভাগের দশা এমনই।

পুরসভা সূত্রের খবর, গত কয়েক বছর ধরে এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে স্থায়ী লোক নেই। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে কোনও মতে চলছে কাজ। অবস্থা সামাল দিতে অন্য দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদেরও সহযোগিতা নিতে হচ্ছে।

পুরসভা সূত্রের খবর, এই বিষয়টি রাজ্য প্রশাসনের নির্দিষ্ট দফতরে জানানো হয়েছে। কোনও বড় প্রকল্পের প্রস্তাবিত বাজেট তৈরি করতে এবং বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে রূপরেখা তৈরি করতে সমস্যা হচ্ছে। পুরসভার এক কর্তা জানান, একাধিক বার বিষয়টি জানানো হয়েছে। কেএমডিএ-র প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করতে গিয়ে সময় লেগে যাচ্ছে।

পুরসভার কর্মীদের একাংশের কথায়, সংশ্লিষ্ট দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগিতা ছাড়া আলোর বাজেট তৈরিতেও সমস্যা হচ্ছে। জোড়াতালি দিয়ে দৈনন্দিন পরিষেবা হয়তো সামাল দেওয়া যায়, কিন্তু ভবিষ্যতের স্বার্থে দ্রুত এর মীমাংসা করা প্রয়োজন। এক পুরকর্তা জানান, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যেরা সম্প্রতি দক্ষিণ দমদম পুরসভায় এসেছিলেন। কাজ কী ভাবে পরিচালনা হচ্ছে, কোথায় সমস্যা হচ্ছে, সে সব খোঁজ নিতেই আসা। সেই পর্যালোচনায় পুরসভা জানিয়েছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ওই পুরসভার চেয়ারম্যান পারিষদ (আলো) পার্থ বর্মার দবি, "পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনও বিঘ্ন তো ঘটেনি। কাজ যথাযথ ভাবে চলছে। এটা ঠিক যে কয়েকটি পদে স্থায়ী লোক নেই। তা সংশ্লিষ্ট জায়গায় জানানো হয়েছে।"

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৪৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ বৈশাখ , ১৪৩২

জনতার কাঠগড়ায় কেন্দ্র

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরে জনতার কাঠগড়ায় কেন্দ্র। দেশবাসী যেখানে পাক-সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে মুক্তি চান, সেখানে মোদি সরকার কি করছে নিয় প্রশ্ন উঠছে। এতোবড় হামলার পেছনে কে বা কার যুক্ত নিয়ে মানুষের প্রশ্ন। মাষ তাদের সমূল শেষ চান, সেখানে নরেন্দ্র মোদির সরকার কিছুই করছে না। প্রশ্ন উঠছে, মোদি সরকারের কি গোয়েন্দা বিভাগ নেই। তারা কি হামলা হবে এমন কোনও খবর পায় নি। পহেলগাঁওয়ের হামলায় জড়িত প্রত্যেককে ‘ প্রত্যাঘাত’ করার হুমকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিলেও ইতিমধ্যেই বিরোধীরা নানা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। সংসদে যেসব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি রয়েছে তাঁদের নিয়ে কেন্দ্রের ডাকা বৈঠকটি এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। একই দিনে ভোটমুখী বিহারের মধুবনী থেকে পহেলগাঁও নিয়ে হুঙ্কার ছেড়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীদের বক্তব্য, তাঁদের প্রশ্নের উত্তরগুলো নেই বলে মোদি বৈঠকে উপস্থিত হলেন না? পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা-ব্যর্থতা যে এতগুলি প্রাণ চলে যাওয়ার মূলে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কাশ্মীরের সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখা সাত লক্ষ সেনা ও নিরাপত্তারক্ষী পাহারা দেয়। কাশ্মীরের প্রতিটি রাস্তার বাঁকে ইনসাস রাইফেলধারী নিরাপত্তা-কর্মীদের দেখা যায়। তাঁদের নজর এড়িয়ে জঙ্গিরা এত দূর ঢুকে পড়ল কীভাবে? এখন গরম পড়েছে, তাই সীমান্ত তুষারঢাকা- এই যুক্তিও ধোপে টিকছে না। সীমান্ত বা নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে এসে জঙ্গিরা এত বড় অপারেশন করল, এর আগে তারা ঘটনাস্থলে বারবার রেকি করল, তবুও গোয়েন্দাদের কাছে কেন কোনও খবর থাকল না, তার উত্তর মিললো না কারুর কাছেই। পহেলগাঁওয়ের যে বৈসরন উপত্যকায় হামলা হল, সেখানে প্রতিদিন অন্তত হাজার দুয়েক মানুষের ভিড় করেন। অথচ সেই উপত্যকা কেন পুরোপুরি অরক্ষিত ছিল নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অতীতেও মোদি বড়াই করে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে পারেননি। পুলওয়ামা ও উরির হামলার পর পাকিস্তানে মোদি সরকার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও এয়ার স্ট্রাইক করেছে। আরও একটি জঙ্গি-হামলার পর এই প্রশ্ন উঠছে কি করতে চলেছে মোদি সরকার। তখনও তো মোদি হুমকি দিয়েছিলেন, এমন শিক্ষা জঙ্গিদের দেওয়া হবে যে তারা আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না। উরি হামলার পরে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে সার্জিকাল স্ট্রাইকে বা পুলওয়ামার পর পাকিস্তানের বালাকোটের জঙ্গি ঘাঁটিগুলোতে এয়ার স্ট্রাইকে- জঙ্গিদের কতটা ক্ষতি করা গিয়েছে, তা নিয়ে সবসময় ধোঁয়াশা থেকেছে। সরকার এই প্রত্যাঘাত নিয়ে যতটা রাজনৈতিক প্রচার চালিয়েছে, ততটা লক্ষ্যপূরণে আদৌ সফল ছিল কি না, থেকে গিয়েছে সেই প্রশ্নও। ফলে আর-একটি প্রত্যাঘাতে মোদি পাকিস্তানকে কতখানি ধাক্কা দিতে সক্ষম হবেন তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। দেশবাসী চান, চিরতরে জঙ্গি হামলা বন্ধ হোক। কিন্তু কোথায় তা হচ্ছে।

কাশ্মীরকে অশান্ত করছে পাকিস্তান

ভারতে জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান অন্যতম কারণ। যার ফলে অশান্তি বেড়েছে ইসলামাবাদের। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তান এবং জম্মু-কাশ্মীরের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে। অতীতের তুলনায় উপত্যকায় অনেক বেশি আগ্রাসী ভারতীয় সেনা। এনকাউন্টারে খতম হয়েছে বহু কুখ্যাত জঙ্গি, নিয়ন্ত্রণ রেখায় কড়া নজরদারিতে লস্কর, জইশদের অনুপ্রবেশের ষড়যন্ত্র রোখা গিয়েছে। এই পর্বে পুলওয়ামা হামলার পর নিয়ন্ত্রণ রেখা ডিঙিয়ে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে। এর মধ্যেই ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা দানকারী ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্র। রাজ্যের মর্যাদা হারিয়েছে উপত্যকা। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ- দু’টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়েছে। ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের ফলে ভারতের আর পাঁচটি রাজ্যের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের আর কোনও পার্থক্য নেই। এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইসলামাবাদের প্রচার ‘ সমস্যা’ জোরালো ধাক্কা খেয়েছে। পাকিস্তানের জন্য কফিনে শেষ পেরেকটি ছিল এক দশক পর জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচন। গত বছর অক্টোবরে যে ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ওমর আবদুল্লা। ভোটের আগে অনন্তনাগ-সহ একাধিক ভারত-পাক নিয়ন্ত্রণ রেখায় ধুন্ধুমার সংঘর্ষ হয়েছে জঙ্গি-সেনার। লাগাতার জঙ্গি নিকেশের খবর এসেছে। কর্তব্যরত অবস্থায় শহিদ হয়েছেন ভারতের বীর জওয়ানরাও। এই পর্বে নিরীহ পরিযায়ী শ্রমিকদের হত্যা করে উপত্যকার আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে নড়বড়ে করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তা কার্যসিদ্ধি হয়নি। আসলে পর্যটনের পথ ধরে ক্রমশ ‘ ফিরছিল ভূস্বর্গে। কাশ্মীর মোটের উপর শান্ত থাকায় বছরে বছরে বাড়ছিল পর্যটকের সংখ্যা। একটি হিসাব বলছে, গত বছর জম্মু ও কাশ্মীরে ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার পর্যটক সমাগম হয়েছিল। ২০২৩ সালে যা ছিল ২৭ লক্ষ ১০ হাজার। ২০২২ সালে ২৬ লক্ষ ৭০ হাজার পর্যটক ঘুরে গিয়েছেন কাশ্মীর। পুরনো রেকর্ড ভাঙার দিকেই এগোচ্ছিল চলতি বছর। জানুয়ারি থেকেই দেশ-বিদেশের পর্যটকে উপচে পড়ছিল উপত্যকা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কাশ্মীরের এই ভালো থাকা, পর্যটকদের আনাগোনা, স্থানীয়দের মানুষ হাসিখুশি জীবন কাটানো জনবিচ্ছিন্ন পাক জঙ্গিদের সহ্য হয়নি।

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

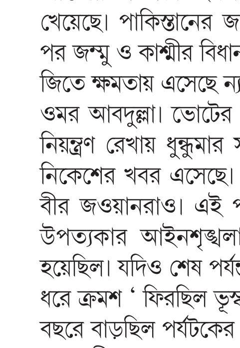

অমৃতময় জল কপটের নিকট তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না। কপটশয়ে মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় কারন, মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফুর্তি হয় না কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয় পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। তাই বলে কোনো স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই। সে তো তোষামোদ। সেক্ষেত্রে মন ও মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন।

ধর্মকে আন্তরকিভাবে গ্রহণ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে

রাজনীতিতে বিজ্ঞান দরকার। সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান দরকার। সমাজ সংস্কার করতে গেলে বিজ্ঞান প্রয়োজন। ধর্মকে আন্তরকিভাবে গ্রহণ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানের। সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁরা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বটে। কিন্তু সব সময়ে তাঁরা বিজ্ঞানকে সঙ্গে রেখে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্তি হন। ভাবতে অবাক লাগে যে তাঁরা কোনও সময় বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য রচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন বাংলায় চলছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা। তবে এর বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বিরুদ্ধ আন্দোলন। যুক্তি বিজ্ঞানের মাপকাঠির ওপরে বিচার করে সব কিছুকে মাপার চেষ্টা চলছিল। যুক্তি বিজ্ঞান দিয়ে সত্যকে খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে গিয়েছে। প্রার্থনার উপযোগী কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল হিন্দু হোস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয় কুমার দত্তকে। অক্ষয় দত্ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কৃষক পরিশ্রম করে কি পায়? তারা এক বাক্যে বলেছিল-শস্য। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পরিশ্রমের সঙ্গে তারা যদি প্রার্থনা করে তাহলে কি পাবে? তারা সমস্বরে বলেছিল-শস্য। তখন তিনি বললেন, প্রার্থনা করার ফলে তারা বাড়তি কিছু পেল কি? ছাত্ররা বলে- না। তখন অক্ষয় দত্ত বলেন, তাহলে প্রার্থনার মূল্য শূন্য। এই দ্বার্থহীন সিদ্ধান্ত শুনে ছাত্ররা একেবারে নিরব হয়ে গেল। তখন অক্ষয় কুমার বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালী দিয়ে প্রার্থনা শক্তি যে কিছু নয় তা তিনি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্রদের। আসলে ঈশ্বরে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর বলে কোনও শক্তি রয়েছে তা ইনারা একপ্রকার অস্বীকার করতেন। ইঁনারা বলতেন মানুষের প্রবল ইচ্ছাই হচ্ছে ঈশ্বর। তার বাইরে আর কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। অক্ষয় কুমার দত্ত-এর জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন-‘ এই ঘটনার দুই দিবস-পরে মেডিকেল কলেজের ডিমনস্ট্রেটর, বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয়বাবুর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইঁহাকে বলিলেন-,‘ আপনি ভালো এক সমীকরণ দিয়ে শহরটা তোলপাড় করে দিয়েছেন।’ অক্ষয়বাবু উত্তর করিলেন,‘বিশুদ্ধবুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধসুলভ, তাহা এদেশীয় লোকেদের নতুন বোধ হইল এটি বড়ো দুঃখের বিষয়।’ অক্ষয় কুমার দত্ত মেডিকেল কলজের ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি অ্যানাটমি, জীববিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হওয়ার নেশা তাঁর ছিল না। ছিল মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখ া। মানব দেশের শরীর সম্পর্কে খ ুটিনাটি জানার আগ্রহতে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। আসতে তাঁর প্রচণ্ড জানার নেশা তাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে নিয়ে গেছে। তিনি কোনও একটি

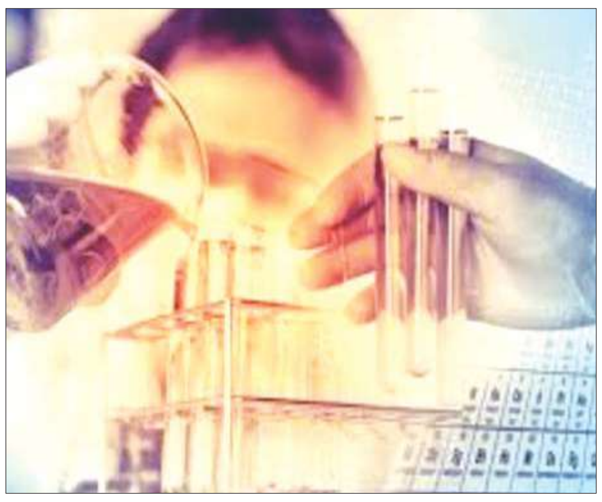

বিষয়ে ওপরে নির্ভর করে কোনও সময়ে থাকতে পারেননি। সব বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গভীর রাতের বেলায় বাড়ির ছাদে বসে একটি খোগল যন্ত্র নিয়ে আকাশের গ্রহণ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। জ্যোর্তিবিজ্ঞান তাঁর প্রাণের বিষয়। সারা রাত জুড়ে মহাজাগতিক বিস্ময়ের যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে সেব সবের সাক্ষী থাকলে গেলে রাত ছাড়া উপায় নেই। খ গোল হল দূরবীন। পারিবারিক ভাষা হল দূরবীক্ষণ। তিনি শুধু ক্ষান্ত থাকেননি জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চায়। তিনি সব বিজ্ঞানের সবক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেছেন। সব বিজ্ঞানের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আসল বিজ্ঞানের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। খুঁজতে চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের আসল সত্যটা কোথার রয়েছে। আসল সত্যের সন্ধানে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি কক্ষে সফর করেছেন। গভীর ভাবে পড়াশুনা করা থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোলের ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিভাষিক শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন- অনুবীক্ষণ, চুম্বক, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, দাহ্য পদার্থ, জড়, তড়িৎ, পরিমিত, ধ্রুবতারা, অঙ্গার, বাষ্প, বজ্র, জোয়ার, রামধনু, সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষন, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, মানমন্দির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি। এগুলি নমুনা মাত্র। তালিকাটি আরও দীর্ঘ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে পথ দেখিয়েছিল এই সব পরিভাষা। এই পরিভাষা প্রকাশিত হতেই বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করার পথটা সুগম করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই সব বিজ্ঞান পরিভাষা প্রস্তুত করে।

অক্ষয় কুমার দত্তের একটি বই এর জন্য স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল কিছু লোক। ঘটনাটি ঢাকার বিক্রমপুরের। ১৮৫১ সাল। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লিখিত একটি বই। নাম-‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার।’ বিক্রমপুরের কালীপাড়ার একদল ছাত্র বইটা পড়ে মুগ্ধ। প্রায় দেড়শো বছর আগে এই বইয়ে অক্ষয় কুমার লিখেছেন,-‘বিবাহের আগে হবু দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য যেন বেশি না থাকে। সংসারে নারী ও পুরুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমান। যদি স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং সমাধানের কোনও পথ খুঁজে না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ কাম্য।’ তোলপাড় হয়ে গেল সর্বত্র। কালীপাড়া স্কুলের কিছু ছাত্র সভা করে প্রতিজ্ঞা করে বসল। তারা একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে লিখ লেন-‘ আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়মসকল অবলম্বন করিব।’ ধর্মান্ধ রক্ষণশীল মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, স্কুল বাড়ীটি পুড়িয়ে দেবেন। তবে এই হুমকিতে ছাত্রদের প্রতিহত করা যায়নি। অনেকেই গৃহত্যাগী হয়েছিলেন সেদিন। অক্ষয় জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় লিখছেন তখ ন-‘উপস্থিত বৃত্তান্তটি সঞ্জীবনী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হাওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে ঐ স্কুলে ছাত্র ছিলেন।’ দ্বারকানাথের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা কুলীন ছিলেন, পরিবারের প্রায় সবাই বংশানুক্রমে চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে বিবাহ করতেন। দ্বারকানাথ পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে জানিয়েছিলেন-‘আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।’ এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল গোটা কুলিন ব্রাহ্মণ সমাজ। তারা তাদের অধিকারকে বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকে পরিহার করে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল। তারা ঈশ্বর বেশি বিশ্বাস করতো না। রক্ষণশীল সমাজের ভাষায় তারা একেবারে নাস্তিক ছিল। যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে চাইতো।

পাশ্চাত্যে স্বামীজি বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন

‘জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ইহারই (বেদান্তের) উপদেশাবলির সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে’

পাশ্চাত্যে তিনি বেদান্তের বাণীগুলি প্রচার করিয়াছিলেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলির সঙ্গে ধর্মের কথাগুলির সামঞ্জস্যবিধান করিতে না পারিয়া বর্তমান যুগের মানুষ উহাতে আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে কিছু মানিয়া লইবার আগে সে দেখিতে চায় উহা বিজ্ঞানসম্মত কি না, যুক্তিযুক্ত কি না। বেদান্তের সত্যগুলির সঙ্গে যুক্তির বা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলির বিরোধ তো হয়ই না, বরং বিজ্ঞানের নব-আবিষ্কৃত সত্যগুলি বেদান্তের তত্ত্ব বুঝিবার সহায়তাই করে। স্বামীজী বলিয়াছেন, জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ইহারই (বেদান্তের) উপদেশাবলির সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। বর্তমান জড়বাদ নিজ সিদ্ধান্তসমূহ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। এইজন্যই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বযুগের সর্ববিধ চিন্তাধারার আঘাত সহিবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী বেদান্তের সর্বজনীন সত্যগুলিই তিনি পাশ্চাত্যে প্রচার করিয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দেখিলেসব ধর্মের কথাগুলিরই সত্যতা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। স্বামীজী বলিয়াছেন, আদর্শ জীবন যাপন কর, উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার। নিজ জীবনে কোনো আদর্শ রূপায়িত করিতে না পারিলে শুধু কথা বলিয়া অপরকে সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবনগঠন করিতে অনুপ্রাণিত করা কঠিন হয়। কেহ যদি উচ্চ আদর্শগুলি নিজ জীবনে রূপায়িত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভাবধারা স্বাভাবিকভাবেই অপরের হৃদয়ে সংক্রমিত হইয়া যায়। তাহার কথায় অপরের হৃদয় স্পর্শ করিবার মতো যথেষ্ট শক্তি আসে। তাই আমেরিকায় তাঁহার ভাবধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি কয়েক জন পাশ্চাত্যবাসী ভক্তের জীবনগঠনে ব্রতী হইলেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে নিউইয়র্ক-এ নিয়মিতভাবে ক্লাস লইতে আরম্ভ করিলেন এবং ঐ বসর গ্রীষ্মকালে ’থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক’ নামক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা একটি বাগানবাড়িতে কয়েক জন অনুরাগীকে সঙ্গে রাখিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। এই স্থানটির কথা মনে জাগিলেই প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের কথা মনে পড়ে, সেখানে লোকালয়ের কোলাহল হইতে বহুদূরে শান্তিময় পরিবেশে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের সঙ্গে বাস করিয়া শিক্ষাশেষে ছাত্রগণ বিমল আনন্দময় ভাবসলিলে জীবনের পাত্র পূর্ণ করিয়া আনিত, নিজ পরিবার ও সমাজে সেই সলিল সিঞ্চন করিত। এইসময় স্বামীজীর অন্তরের অতি গভীর প্রদেশ হইতে কত উচ্চ তত্ত্ব বাহির হইয়া শিষ্যদের হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। এইসময় স্বামীজীর সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন হলেন মিস এস. ই. ওয়াল্ডো। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, আমরা নির্বাক হইয়া বসিয়া পরম আগ্রহভরে তাঁহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ কথামৃত পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্যই পুণ্যনিকেতন ছিল। ... ঐসময় স্বামীজী তাঁহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিতেন। মনে হইত সূক্ষ্মশরীরে তাঁহার গুরুদেবই যেন তাঁহার মুখ দিয়া আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।... আমাদের মধ্যে দুই জন সেখানেই সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ন্যাসের সময় স্বামীজী আমাদের পাঁচ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। এসময় যাঁহারা স্থায়িভাবে তাঁহার ভাবধারা জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন মিস গ্রিনস্টাইডেল (ভগিনী ক্রিস্টিন), মিস এস. ই. ওয়াল্ডো (ভগিনী হরিদাসী), লেগেট দম্পতি, মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রমুখ। ইহারই কাছাকাছি সময়ে স্বামীজী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ ’রাজযোগ’ রচনা করেন। তকালীন যেসকল বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট গ্রন্থটি অতিসমাদৃত হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে আমেরিকার দার্শনিক উইলিয়াম জেমস এবং রাশিয়ার ঋষি টলস্টয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।এইভাবে আমেরিকার কাজ কিছুটা গুছাইয়া ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্রামের জন্য তিনি প্যারিস হইয়া লন্ডনে যান। আমেরিকায় কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি খুবই ক্লান্ত হইয়া প।য়িছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডে পৌঁছাইয়া বিশ্রাম আর হইল না সেখানেও ক্লাস, বক্তৃতা, কথোপকথনাদির মাধ্যমে প্রচারকার্য চলিতে লাগিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ বহু শিক্ষিত ও অভিজাত ব্যক্তির হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিল। ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রগুলি তাঁহাকে বুদ্ধ ও খ্রিস্টের সমপর্যায়ের আচার্য বলিয়া ঘোষণা করিল।১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি আমেরিকায় ফিরিয়া আসেন এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংসদ কর্তৃক আহুত আদর্শগুলি নিজ জীবনে রূপায়িত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভাবধারা স্বাভাবিকভাবেই অপরের হৃদয়ে সংক্রমিত হইয়া যায়। তাহার কথায় অপরের হৃদয় স্পর্শ করিবার মতো যথেষ্ট শক্তি আসে। তাই আমেরিকায় তাঁহার ভাবধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি কয়েক জন পাশ্চাত্যবাসী ভক্তের জীবনগঠনে ব্রতী হইলেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে নিউইয়র্ক-এ নিয়মিতভাবে ক্লাস লইতে আরম্ভ করিলেন এবং ঐ বসর গ্রীষ্মকালে

’থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক’ নামক প্রাকৃতিক সৌঃদর্যে ভরা একটি বাগানবা।তে কয়েক জন অনুরাগীকে সঙ্গে রাখিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। এই স্থানটির কথা মনে জাগিলেই প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের কথা মনে পড়ে, সেখানে লোকালয়ের কোলাহল হইতে বহুদূরে শান্তিময় পরিবেশে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের সঙ্গে বাস করিয়া শিক্ষাশেষে ছাত্রগণ বিমল আনন্দময় ভাবসলিলে জীবনের পাত্র পূর্ণ করিয়া আনিত, নিজ পরিবার ও সমাজে সেই সলিল সিঞ্চন করিত। এইসময় স্বামীজীর অন্তরের অতি গভীর প্রদেশ হইতে কত উচ্চ তত্ত্ব বাহির হইয়া শিষ্যদের হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। এইসময় স্বামীজীর সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন হলেন মিস এস. ই. ওয়াল্ডো। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, আমরা নির্বাক হইয়া বসিয়া পরম আগ্রহভরে তাঁহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ কথামৃত পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্যই পুণ্যনিকেতন ছিল। ... ঐসময় স্বামীজী তাঁহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিতেন। বহুস্থানে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতাদি লিখিয়া রাখিবার জন্য এই সময় মি ূ জে. জে. গুডউইন নামক জনৈক ইংরেজ সাংকেতিক-লেখককে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অল্প কিছুদিন পরেই তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সবসময় তিনি স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। স্বামীজীর কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া ইনি জগতের পরম কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। এই সময় স্বামীজী নিউইয়র্কে ’বেদান্ত সোসাইটি’ স্থাপন করেন এবং কর্মপরিচালনার জন্য মি ূফ্রান্সিস লেগেট-কে উহার সভাপতি করিয়া দেন। এইভাবে আমেরিকায় তাঁহার প্রচারকার্যকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনরায় তিনি ইংল্যান্ডে ফিরিয়া যান। নিউইয়র্ক কেঃদ্রে কাজের ভার গ্রহণের জন্য তাঁহার গুরুভাই স্বামী সারদানঃদকে তিনি আসিতে লিখিয়াছিলেন। ইংল্যান্ডে তাঁহার সহিত সাক্ষা হয়। কাজের কথা বুঝাইয়া স্বামীজী তাঁহাকে জুন মাসে নিউইয়র্ক কেঃদ্রে পাঠাইয়া দেন।ইংল্যান্ডে স্বামীজীর প্রচারকার্য চলিতে লাগিল। মাঝখানে স্বামীজী একবার ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসেন। এইসময় জার্মানির বিখ্যাত দার্শনিক পল ডয়সন-এর আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। পরে হল্যান্ড হইয়া ইংল্যান্ডে ফিরিয়া আসেন।ইংল্যান্ডে থাকাকালীন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাক্সমুলার, সেভিয়ার দম্পতি, মিস মার্গারেট নোবেল (ভগিনী নিবেদিতা), মিস হেনরিয়েটা মুলার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত উহার অন্তরঙ্গতা ঘটে। সেভিয়ার দম্পতি ও নিবেদিতা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতে তাঁহার কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পরে স্বামীজীর নিকট ভারতীয় প্রথায় ব্রহ্মাচর্যব্রতে দীক্ষিতা হইয়া ভগিনী নিবেদিতা সন্ন্যাসজীবনের সব কঠোরতা হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। স্বামীজীর আদেশে ভারতকে নিজের স্বদেশ বলিয়া মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া ভারতের সেবায় তিনি তিলে তিলে জীবনপাত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-ভ্রমণকালে আমেরিকায় স্বামীজী তাঁহাকে গেরুয়াবস্ত্রও দান করেন।সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইনকে সঙ্গে লইয়া ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী ইটালি হইয়া ভারতে ফিরিবার জন্য ইংল্যান্ড হইতে যাত্রা করেন। পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্বামীজীর কথায় যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ স্বামীজী তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তাশীল ও বিচারপরায়ণ মনের গ্রহণোপযোগী ভাষায় ধর্মের মূল কথাগুলি বিবৃত করিয়াছিলেন এবং বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথের, মানবতার যথার্থ প্রগতির পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে একদা পাশ্চাত্যের বিপুলশক্তিময় স্বাধীন চিন্তাগুলি স্বামীজীর মনে প্রশ্নাকারে আলো।ন তুলিয়াছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তিনি সেইগুলির সদুত্তরও খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। তাই নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিসঞ্জাত তাঁহার বিপুলতর শক্তিময় বাণীগুলি জিজ্ঞাসু আধুনিক মনে সহজগ্রাহ্য হইয়া সেখানকার সকল সংশয় নিঃশেষে মুছিয়া দিত।মানবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য একদিকে যেমন শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি জাগতিক বিদ্যালাভের ব্যবস্থার প্রয়োজন অনিবার্য, অপরদিকে তেমনি তাহার মনে যাহাতে সকল মানুষের জন্য যথার্থ ভালোবাসা, যথার্থ কল্যাণেচ্ছা জাগে, যাহাতে সে যথার্থ মানবপ্রেমিক হয়, তাহারও ব্যবস্থার প্রয়োজন। নতুবা অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট উন্নত হইলে বিশ্বমানব-কল্যাণকামী দেবতা না হইয়া সে অমিতশক্তিধর দানবেও পরিণত হইতে পারে। জ।বাদকে, ভোগসর্বস্বতাকে ভিত্তি করিয়া সভ্যতা গ।য়ি উঠিলে মানুষের মনে কালে স্বার্থপরতাই বা।য়িা যায়। ফলে ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থে বিরোধ বাধিয়া একদিন সঙ্ঘর্ষ ও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া প।ে। জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সেইজন্য বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে আধ্যাত্মিকতাকে আমাদের সভ্যতার ভিত্তি করিতেই হইবে। আধ্যাত্মিকতাই বাহিরের বিষয় নিরপেক্ষ অফুরন্ত আনঃদের সন্ধান দিয়া মানুষকে নিঃস্বার্থপর করে। বিচ্ছেদহীন আনন্দ লাভ করাই যে জীবনের উদ্দেশ্য-ইহাতে দ্বিমত নাই কোনো মানুষের জীবনের সব প্রচেষ্টা এই আনঃদলাভের জন্যই। স্বামীজী বলিয়াছেন, ধর্মাচরণ মানে পরজন্মে আনঃদ পাইবার আশায় ইহজন্মে কেবল দু ঃখভোগ করা নহে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার পথে পা বা।ইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন আনঃদ-অভিষিক্ত হইতে শুরু করে। এই পথে চলিবার সামান্য প্রচেষ্টাও প্রচুর সার্থকতা আনে- স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়া। খাওয়া প্রভৃতি দেহজ ভোগ হইতে মানুষ যে আনঃদ পায়, অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে সেই আনঃদ সাধারণ প্রত্যেক দেহধারী প্রাণীই কমবেশি সেই আনঃেদর অধিকারী। মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশই উচ্চতর আনন্দের সন্ধান ও আস্বাদ আনিয়া দিয়া মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর স্তর হইতে অতি উচ্চে টানিয়া আনিয়াছে, মানবতার যথার্থ প্রগতির পথ আবিষ্কার করিয়াছে। দেহ-ইঃদ্রয়জ আনঃদ সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের আনঃদ। তাহার তুলনায় অনেক বেশি উচ্চস্তরের আনন্দ হইল বুদ্ধিজ আনঃদ। জ্ঞান আহরণ করিয়া, জ্ঞানের চর্চা করিয়া মানুষ যে আনঃদ পায়, অন্যান্য প্রাণীর কাছে সেই আনঃেদর দ্বার রুদ্ধ। আধ্যাত্মিক আনঃদ তাহারও উর্ধ্বে ইহাই সর্বোচ্চ আনন্দ-বিরামহীন, বিচ্ছেদহীন, প্রতিক্রিয়াহীন, অফুরন্ত আনঃদ। এই আনন্দলাভের জন্য মানুষকে বাহিরের কোনোকিছুর উপর নির্ভর করিতে হয় না, কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতে বা কাড়িয়া লইতে হয় না, অপরের স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত করিতে হয় না। এই আনঃদের আস্বাদ একবার পাইলে জীবনের আর সব পাওয়া তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় ’আলুনি লাগে’। এই আধ্যাত্মিক আনন্দের আস্বাদ ও তাহা লাভ করিবার প্রচেষ্টাই সর্ববিধ মানসিক দুর্বলতার উর্ধ্বে তুলিয়া মানুষকে ’মানুষ’ করিয়াছে। এই আধ্যাত্মিকতাসঞ্জাত অসীম প্রেমের প্রেরণায় যিশু মানবকল্যাণের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, বুদ্ধদেব মানুষ তো দূরের কথা একটি পশুর জন্যও প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। নিঃস্বার্থপরতাই আধ্যাত্মিকতা। যে মানুষ নিজের জন্য কোনোকিছু, নাম-যশ পর্যন্ত না চাহিয়া, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া অপরের কল্যাণসাধনে ব্রতী হয়, সে অন্য কোনো ধর্মানুষ্ঠান

নবদ্বীপ ঘাট রেলপথ চালুর দাবিতে কলকাতা অভিযানে স্টেশন বাঁচাও কমিটি

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২৮ এপ্রিল ঃ নবদ্বীপ ঘাট রেলপথ নিয়ে অবরোধ ও তীব্র আন্দোলনের পর এবার রেলদপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকের দ্বারস্থ হতে চলেছেন নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন বাঁচাও কমিটি। চলতি সপ্তাহের মধ্যে নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন বাঁচাও কমিটির সদস্যরা চিঠি নিয়ে পৌঁছে যাবেন কলকাতায়। আমঘাটা থেকে নবদ্বীপ ঘাট রেল চালু করার দাবিতে রেলের একাধিক দপ্তরে উচ্চপদস্থ আধিকারিককে চিঠি দেবে স্টেশন বাঁচাও কমিটির সদস্যরা। জানা যায়, কৃষ্ণনগর থেকে আমঘাটা হয়ে নবদ্বীপ ঘাট। সামান্য কয়েক কিলোমিটার রেলপথ যা কিনা রেলের নিজস্ব জমির ওপর দিয়ে যাবে তা পাততে কেন এত গড়িমসি? অচলাবস্থা কাটছে না কেন তা নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ নবদ্বীপের গঙ্গার পূর্বপাড়ের বাসিন্দারা। রেলমন্ত্রী থেকে সাংসদ, জেলাশাসক থেকে রাজ্যের বিভিন্ন দফতর ছুটেও শেষপর্যন্ত হতাশা ছাড়া কিছুই জোটেনি। কেবলই টালবাহানার মুখে পড়তে হয়েছে। এই অবস্থায় কয়েকমাস ধরে স্বরূপগঞ্জে গণ কনভেনশনের ডাক দিয়েছিল নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন বাঁচাও কমিটি। দলমত নির্বিশেষে ওই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন প্রায় সব রাজনৈতিক দলের মানুষ। রেল চালু করার দাবিতে স্বরূপগঞ্জ রেল বাজার মোড় ও মায়াপুর ঘাট দু দফায় অবরোধও করা হয়। স্টেশন বাঁচাও কমিটির সদস্যদের অভিযোগ, স্বরূপগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত রেল লাইন পাতা নিয়ে সবপক্ষই গড়িমসি করছেন। নানা ভাবে নাজেহাল করা হচ্ছে কমিটির সদস্যদের। বিভিন্ন দপ্তরে দেখা করার নাম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হচ্ছে। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ বলেন, আমঘাটা থেকে নবদ্বীপ ঘাটের পুরানো স্টেশনের দূরত্ব মাত্র ৩.৮১ কিলোমিটার। এখন শুনতে পাচ্ছি নবদ্বীপ ধামের সঙ্গে গঙ্গার ওপর দিয়ে নতুন রেললাইনের কাজ না হলে নাকি এই কাজটাও হবে না। যদি এটাই কারণ হয় তাহলে আমাদের আন্দোলন আগামীদিনে অন্য চেহারা নেবে। এতদিন আমরা সহিষ্ণুতার সঙ্গে কর্মসূচী নিয়েছি। কিন্তু একটা কাজের অজুহাতে রেল যদি নিজের জমিতে লাইন পাততে এই ভাবে বিলম্ব করে তাহলে আমাদের অন্য পথ ভাবতে হবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সংসদে রাজ্যের একগুচ্ছ অসম্পূর্ণ রেল প্রকল্পের ভবিষ্য প্রসঙ্গে নিয়ে জানিয়ে ছিলেন নবদ্বীপ ঘাট থেকে নবদ্বীপ ধাম পর্যন্ত নতুন রেলপথের জন্য ১০৬.৭১ হেক্টর জমির দরকার হলেও এখনও পর্যন্ত জমি মেলেনি। জমি জোগাড়ে গোড়া থেকেই প্রশাসনিক অসহযোগিতার অভিযোগ করে আসছে রেল। যদিও এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলেছেন কমিটির সদস্য তথা নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল সভাপতি কল্লোল কর। তার কথায় এই রেললাইন তো আগে ছিল, ন্যারো গেজে। সেটার গেজ বদলে তো জমির দরকার নেই। তাহলে এটা কেন জমি জটে আটকে থাকবে? রেল ঠিক কি ভাবছে সেটা আমরা জানতে চাই। এই পরিস্থিতিতে নবদ্বীপ ঘাট রেলপথ নিয়ে ফের পথে নামতে চলেছে নবদ্বীপ ব্লকের গ্রামীণ এলাকার বিরাট অংশের বাসিন্দা। দলমত নির্বিশেষে গড়া নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন বাঁচাও কমিটিতে বাম, বিজেপি, শাসক তৃণমূল সকলে এক সুরে অসমাপ্ত রেলপথ দ্রুত সম্পূর্ণ করার দাবিতে সরব হয়েছেন সকলেই।

চিকিৎসক না পেয়ে রোগীর পরিবারের বিক্ষোভ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ এপ্রিল ঃ চিকিৎসক না পেয়ে বিক্ষোভ মালদহের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। প্রতিবাদ রোগী ও পরিবারের লোকজনের। মালদার হবিবপুরের ঋষিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘটনা। চিকিৎসক বিহীন হাসপাতালে রোগীদের দেখভালের দায়িত্বে ফার্মাসিস্ট ও নার্সিং স্টাফ। তাঁরাই চালাচ্ছেন প্রাথমিক পরিষেবা। রোগী দেখে দেওয়া হচ্ছে ওষুধপত্র। চিকিৎসক - এর অভাবেই সমস্যা, দাবি মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের। মালদার হবিবপুরের ঋষিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এখানে ঋষিপুর ছাড়াও পাশের শ্রীরামপুর, কলাইবাড়ি প্রভৃতি এলাকা থেকেও নিয়মিত রোগীরা আসেন চিকিৎসার প্রয়োজনে। কিন্তু অভিযোগ, এই হাসপাতালে এলে চিকিৎসক মিলছে না। একদিন, দুইদিন নয় এই ছবি দীর্ঘদিনের। শেষে ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে আজ হাসপাতালে তালা ঝোলালেন স্থানীয়রা। হাসপাতালের গেট আটকে চলে স্লোগান।

নোটিশ

আমি সমীর কুমার বিশ্বাস পিতা- শ্রীপতি বিশ্বাস ২১-১১-২০২৪ হাওড়া এ.ডি.এস. আর অফিসে একটি আমমোক্তার দ্বারা মৌজা - বালি, জে. এল. নং- ১৪, আর. এস দাগ -৫২৬৩ আর.এস খতিয়ান- ৮৮০৮ হাল দাগ- ১৯৫৬৭, হাল খতিয়ান- ৪০৭৯ পরিমান ৪ কাঠা ক্ষমতা প্রাপ্ত হই, আমমোক্তার নং- IV-849/08 তাহার দ্বারা আমি জমিটি বিক্রয় করিতেছি যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে বি.এল এন্ড এল. আর অফিস আমার আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাবেন।

নোটিশ

আমি শ্রীমতী দেবিকা হালদার স্বামী সুরজিত হালদার পুরিহা মৌজায় হাল ৩০৪ দাগে হাল খতিয়ান ১৯১ পরিমান এক কাঠা জমি ইংরাজি ১৩-১২-২০২৪ তারিখে বিক্রি নং-050405314 ডোমজুড় রেজিস্ট্রি অফিসে শ্রী প্রদীপ রক্ষিত মহাশয়ের নিকট ২৯০৩ আমমোক্তার দলিল গ্রহণ করি, যদি কোন ব্যক্তির কোনরূপ আপত্তি থাকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বালি-জলাছা বি.এল এন্ড এল. আর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

eTender Notice

Notice for eTender 173 & 174 /SGP/2024-25 Dated: 25.04.2025 ID:- 2025_ZPHD_839754_1 2025_ZPHD_839782_1 Last Date of Bid Submission as on 05/05/25 upto 7 PM

Sd/
Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

মহিষাদলে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস, জখম কমপক্ষে ২২ জন

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৮ এপ্রিল ঃ যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রীবাহী বাস। জখম হয়েছেন কমপক্ষে ২২ জন। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের গেঁওখালি রোডে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গেঁওখালি থেকে একটি বাস তেরপেখিয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। মাঝপথে গেঁওখালিতেই টালিভাটার কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রীবাহী বাসটি। বাসের স্টিয়ারিং কেটে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি রাস্তার ডানদিকে থাকা একটি সেলুন ও নির্মীয়মাণ দোকানঘরে গিয়ে ধাক্কা মারে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, স্থানীয় নাটশালের প্রধান শিবপ্রসাদ বেরা। স্থানীয়দের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশও। জখমদের মধ্যে ১৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ১০ জনকে মহিষাদল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪ জনের জখম গুরুতর। সেই গুরুতর জখমদের মধ্যে ২ জনকে তমলুক মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৫, তারিখ ঃ ২৫-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম ঃ সিঙ্গাবাদ স্টেশন ছোট সিএসএল লাইনগুলিতে সম্পূর্ণ সিএসএল-এর সম্প্রসারণের জন্য সিগন্যালিং ও টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,২৪,৭৯১.৩৬/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৬৪,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নোটিশ

আমি সুবিদ আলি লস্কর পিতা ফরহাদ আলি লস্কর। এ-বিষয়ে সকলকে জানাইতেছি যে মূল দলিল নং জেলা ও ডিঃ রেজিঃ অফিস হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিঃ অফিস আমতা থানা জগৎবল্লভপুর অধীন মৌজা আড়গোড়া, যাহার আমমোক্তার দলিল নং- IV-25, তারিখ-২১-২-০৩ যাহার হাল দাগ- ৩৯৩, হাল খতিয়ান-২০৭,২২৭, ২৭৩, ৫৫১, ১৩০০, ১৪৫৫, ১৬০৪, ১৬৫৫, ১৮৭৩, ১৯৬২ সাবেক দাগ-৬২৪, উক্ত দাগের মোট জমি বিক্রয় করিতেছি হাওড়া, সাঁকরাইল, বি এল এন্ড এল. আর অফিসে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও আপলোডের তারিখ ঃ ই-টিএনডিই-ডব্লুভিউ-এস-ভিসিএন-২৫-২৫, আইই-২, তারিখ ২৫.০৪.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াগন), ওয়াগন ওয়ার্কশপ, খড়্গপুর রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন যা সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ০৩টার আগে জমা করতে হবে এবং দুপুর ০৩টার পরে খোলা হবে। কাজের নাম ঃ ওয়াগন ওয়ার্কশপ ১৩ নং রোডে ওডিক্যাল স্টেশন সহ ডিজিটাল মেশিন ইত্যাদি সরবরাহ এবং প্রতিস্থাপন। কাজের অনুমানিক ব্যয় ঃ ১৮৭৯ হাজার। ডিপোজিট সহ ৯,৪৩,৭৩৯ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ১৭,৩০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৯.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বিবরণ/ নথিগুলি দেখা যেতে পারে। www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-84)

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
DR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.) INDIA
(A Centran University)
Website: www.dhsgsu.edi.in Tel: +91-7582-265228

Advt. No.: R/A-NT/2025/03 Dated: 26.04.2025

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ডক্টর হরিসিং গৌর বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন অ-শিক্ষক পদে (গ্রুপ ক) সরাসরি / ডেপুটেশন / চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য যোগ্য ভারতীয়নাগরিকদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্ম্যাটে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে-

- অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শুরুর তারিখঃ ২৬.০৪.২০২৫
- অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২৫.০৫.২০২৫
- আবেদনপত্রের হার্ড কপি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০২.০৬.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টার আগে
- অনলাইন লিঙ্ক (https:dhsgsunt.samarth.edu.in) সরাসরি পাওয়া যাবে

যোগ্যতা, যোগ্যতার মান, অন্যান্য বিবরণ এবং আপডেটের জন্য অনুগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.dhsgsu.edu.in দেখুন।
সংশোধনী, যদি থাকে, শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

রেজিস্ট্রার (অফিস)
CBC 21273/12/0003/2526

পুনরায় শুরু ব্রিজ তৈরির কাজ, খুশি এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৮ এপ্রিল ঃ কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর পঞ্চায়েতের তালা গ্রামে গাঙ্গুর নদীর উপরে রয়েছে একটি ব্রিজ, ব্রিজ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন পূর্বে, ৩১ মার্চের মধ্যে সেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও, বিভিন্ন কারণে সেই কাজ থমকে গিয়েছিল, সেই থমকে যাওয়া কাজের কারণে মানুষের সমস্যা হচ্ছিল। সেই খবর সংবাদ মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয় আবার নতুন করে গত দুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে ব্রিজ তৈরীর কাজ। স্থানীয় গ্রামবাসী তিনি জানান, কাজটি বর্ষার আগে শেষ হয়ে গেলে অনেকটাই উপকৃত হবে মানুষজনেরা, বর্ষা শুরু হয়ে গেলে আবার কাজ থমকে যাবে। তবে পুনরায় বন্ধ হয়ে যাওয়া কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী। উল্লেখ্য ভুরকুন্ডু তালা, টোলা, দেবীপুর সহ বিভিন্ন মানুষজনেরা এই ব্রিজ ব্যবহার করেই যাতায়াত করেন, ব্রিজ তৈরি হওয়ার কারণে পাশে একটি বাইপাস রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল তা দিয়েই যাতায়াত করছেন বর্তমানে এলাকাবাসী। নতুন করে এই ব্রিজ সম্পন্ন হলে অনেকটাই উপকৃত হবেন এই সমস্ত গ্রামের মানুষজনেরা।

কোচবিহারে তৃণমূলের পুরোহিত সম্মেলন নিয়ে রাজনৈতিক তরজা

মৌ দত্ত, কোচবিহার, ২৮ এপ্রিল ঃ আগামী ৩০ এপ্রিল দীঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উদ্বোধন এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এই উপলক্ষ্যে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে পুরোহিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই সম্মেলনে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুরোহিতারা এসেছিলেন। উল্লেখ্য দীঘার সমুদ্র সৈকতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই আনন্দঘন মুহূর্তে স্মরণীয় করে রাখতে গোটা রাজ্যের সাথে কোচবিহার জেলাতে পুরোহিতদের সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক বলেন - আগামী ৩০ এপ্রিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিঘাতে জগন্নাথ দেবের মন্দির এবং প্রাণ - প্রতিষ্ঠা করবেন সেই উপলক্ষ্যেই জেলার বিভিন্ন পুরোহিতদের নিয়ে আমাদের এই সম্মেলন। তিনি বলেন সম্মেলনে ভজন এবং ভজন সবই হবে। সারা রাজ্যের পাশাপাশি আমরাও এই পুরোহিতদের সম্মেলন করলাম এবং আমাদের বেশ কিছু কথা তাদের জানালাম। বিজেপি এই নিয়ে কটাক্ষ করে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারাও করছে আমরাও করব। যদিও এই সম্মেলন কে কটাক্ষ করেছে বিরোধী দল বিজেপি। বিজেপি নেতা বিরাজ বোস বলেন - জুতো মেরে গরু দান। আসলে তৃণমূল কংগ্রেস মূলতঃ হিন্দু ভোট পাওয়ার আশাতেই এখন কুমিরের কান্না করছে আর সে কারণেই পুরোহিতদের সম্মান প্রদান করছেন। স্বভাবতই পুরোহিত সম্মেলন নিয়ে চরম রাজনৈতিক তরজা কোচবিহারে।

নতুন চমক নিয়ে এবার বালুরঘাটে হাজির সার্কাস

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ এপ্রিল ঃ রিকশায় মাইক বেঁধে এক ব্যক্তির বিভিন্ন আওয়াজের মাধ্যমে সার্কাসের প্রচার করতে দেখা গেছিল বিগত প্রায় কয়েক দশক আগে। আর এই প্রচার মাইককে ঘিরেই ৮ থেকে ৮০ বয়সের বহু মানুষ ভিড় জমানোর স্মৃতি আজও জ্বলজ্বল করে। দীর্ঘদিন পর বালুরঘাটে সার্কাস আসতেই ছোটবেলার স্মৃতি ফিরে পেতে বহু মানুষ হাজির হয়েছেন বালুরঘাট হাইস্কুলের পুরাতন ময়দানে। প্রায় দু'দশক পর আসতে চলেছে সার্কাস। যাকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা দিয়েছে বালুরঘাট শহরে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এই সার্কাস। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির অনেকটাই বিবর্তন হওয়ার ফলে রিক্সায় মাইক বাঁধা আর নেই। দেওয়া হয় না কোন কাগজের লিফলেট। এখন প্রচারের মাধ্যম হয়েছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া। যার উপর ভর করেই বালুরঘাটের টারজান সার্কাস তাদের প্রচার অভিযান শুরু করেছে। তবে এই প্রথমবার বালুরঘাট শহরে বিভিন্ন পশুর পাশাপাশি পাখি ছাড়াই সার্কাস এসেছে। এবিষয়ে সার্কাসের ম্যানেজার মোল্লা সাদ্দেক রহমান বলেন, বালুরঘাটের মানুষ সার্কাস প্রেমী। আমরা শেষবার ১৯৯৯ সালে এসেছিলাম সার্কাস নিয়ে। মাঝে বন্যপ্রাণী ব্যান হয়ে যাওয়ায় কিছুটা জনপ্রিয়তা কমেছে। আর্টিস্ট জোগাড় করতেও রীতিমত হিমশিম খেতে হয়। অবশেষে আমরা আফ্রিকান আর্টিস্টদের সঙ্গে পেয়েছি। এই প্রথম আমরা আফ্রিকানদের নিয়ে বালুরঘাটে এসেছি। মানুষদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় খেলা রয়েছে। আশা করছি বালুরঘাটের এই সার্কাস আনন্দ দিতে পারবে। সার্কাসে উদ্যোক্তারা জানিয়েছে, বন্য আইন অনুযায়ী সমস্ত সার্কাসগুলিতে পশুপাখি নিষেধাজ্ঞা থাকায় এখন পশুপাখি ছাড়াই সার্কাস চলছে। ফলে জনপ্রিয়তা কিছুটা কমেছে। তাই মানুষের দ্বারাই নানারকমের খেলাধূলা ও আনন্দ প্রদানের মাধ্যমে সার্কাস টিকিয়ে রাখার লড়াই করতে হচ্ছে উদ্যোগক্তাদের।

পহেঁলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর নতুন করে মালদার ভারত - বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ এপ্রিল ঃ বাংলাদেশের হাসিনা সরকার পতনের পর নতুন করে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হওয়াতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তে অনেকটাই প্রভাব পড়েছিল। এরপর কাশ্মীরের পহেঁলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর আবারো নতুন করে মালদার ভারত - বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনার আশঙ্কা করছেন এক্সপোর্টাররা। অনেকটাই আতঙ্কে রয়েছেন তারা। মালদার মহদিপুর এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রসেনজিত ঘোষ জানিয়েছেন, মালদার ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৪০০ থেকে ৪৫০ পণ্যবাহী লরি ওপারে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর সেই সংখ্যাটা কমে ৩০০ থেকে ৩৫০ লরি প্রতিদিন যাতায়াত করে। আর কাশ্মীরের সন্ত্রাসী হামলার পর এখন অনেকেই বাংলাদেশেও পণ্য পাঠাতে তৎপরতা দেখাচ্ছে না। তবে কাশ্মীর ইস্যুতে মালদার ভারত - বাংলাদেশ বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রভাব পড়া সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমরা চাই বৈদেশিক মুদ্রা আমদানির ক্ষেত্রে যাতে সরকারের কোনও ক্ষতি না হয় সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হোক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মূলতঃ মালদার মহদিপুর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পেঁয়াজ, আদা, রসুন, পাথর সহ একাধিক পণ্য সামগ্রী রপ্তানি হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সিরামিক আইটেম বিগত দিনে রপ্তানি হত। মহদিপুরের এক রপ্তানিকারক বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর বিএসএফের বাড়তি নজরদারি তো ছিলই। এবারে কাশ্মীর ইস্যুতে আরও কড়াকড়ি শুরু হয়েছে সীমান্তে। কাশ্মীর ইসুতে বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে এখন থেকে সেই আশঙ্কা করছি। হয়তো এর প্রভাব আগামীতে পড়তে পারে। তাতে সার্বিকভাবে সরকারি রাজস্বের অনেকটাই ক্ষতি হবে। মহদীপুর সিএনএফ এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তাপস কুন্ডু বলেন, কাশ্মীরের ঘটনায় আমরা সকলেই দুঃখ প্রকাশ করেছি। আমরা আশঙ্কা করছি বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির পর কাশ্মীর ইসুতেও ওপার সীমান্তে রপ্তানি বাণিজ্যে প্রভাব পড়তে পারে।

মাত্র কয়েক মিনিটের কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড বাঁকুড়ার একাংশ! ক্ষতিগ্রস্থ বহু মানুষ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ এপ্রিল ঃ রাতের কালবৈশাখীর ঝড়ের দাপটে উড়ল মাটির বাড়ির টিনের চাল। মাথা গোঁজার বাড়ির চাল হারিয়ে পরের বাড়িতে রাত্রিবাস, বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের দিগপারের এক পরিবার। গত কয়েকদিন ধরে তীব্র দাবদাহে পুড়ছিল বাঁকুড়া। ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন মানুষ। আর সেই ভরসা গরমের মধ্যে ঘনিয়ে আছে কালো মেঘ সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়- বৃষ্টি। তীব্র ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে সাময়িক একটু হলেও রেহাই পেলেন জেলার মানুষ। তবে যেমন সুবিধাও রয়েছে, অসুবিধার মধ্যেও পড়েছেন অনেকে। ঠিক যেমন বাঁকুড়া জয়পুর ব্লকের দিকপাড় গ্রামের এক বাসিন্দা। ওঁনার বাড়ির টিনের চাল রাতের কালবৈশাখী ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কোনও রকমে লোকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটায়। খবর দেওয়া হয় জয়পুর ব্লক প্রশাসনকে। খবর পেয়ে এলাকা পরিদর্শনে যান জয়পুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জি। তিনি দেখে সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সেই মতো এদিন, সোমবার সকালে জয়পুর ব্লক অফিসে তুলে দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্যাকেজ-সহ বস্ত্র, ত্রিপল, চাল- সহ একাধিক দৈনন্দিন জিনিসপত্র। এই সমস্ত জিনিসপত্র তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন জয়পুরের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার দেবজ্যোতি পাত্র। উপস্থিত ছিলেন জয়েন বিডিও ও ব্লকের একাধিক আধিকারিক থেকে জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতিও।

পানীয় জলের দাবিতে লিলুয়ার অবরোধ

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৮ এপ্রিল ঃ পানীয় জলের দাবিতে লিলুয়ার পটুয়াপাড়ায় অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের, বালতি হাতে বিক্ষোভ মহিলাদের। শেষে প্রশাসনের আশ্বাসে ওঠে অবরোধ। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় নাজেহাল হাওড়ার লিলুয়ার পটুয়াপাড়া অঞ্চলের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। এর প্রতিবাদে সোমবার এলাকার মহিলারা বালতি হাতে রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেড করে রাস্তা অবরোধ শুরু করেন। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন হয়ে গেল এখানে পানীয় জলের চরম সমস্যা। অথচ তা নিয়ে কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না বালি পৌরসভা। পানীয় জলের দাবি নিয়ে এদিন রাস্তা অবরোধ করা হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে লিলুয়া থানার পুলিশ। প্রায় ঘন্টা দুয়েক পর প্রশাসনের আশ্বাসে এদিন অবরোধ ওঠে। এক অবরোধকারী বলেন, আমরা জলের জন্য রাস্তা অবরোধ করেছি। কারণ আমরা জল পাচ্ছিনা। কেন জল আসছে না তার সদুত্তর কেউ দিতে পারছে না। আগে সারাদিনে একবার দুপুরবেলায় জল দেওয়া হত। এই জল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এত গরমের মধ্যেও জল পাচ্ছিনা আমরা। আমরা জন্তু জানোয়ারের মতো বাস করছি এখানে। আমাদের দাবি জল দেওয়া হোক। কোনও দলই কিছু করছে না। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা অনু দত্ত বলেন, এখানে জলের বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেই। এখানে টিউবওয়েল, পাতকুয়া বা পুকুর কোনওটাই নেই। টাইম কলের জলের উপরেই ভরসা করতে হয় আমাদের। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই পরিস্থিতি। ভোট আসলে ২-১ দিন জল ঠিক দেয়। তারপর যেই সেই। আমাদের দাবি, জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো হবে। আমাদের মত বয়স্ক মানুষের পক্ষে দূর থেকে গিয়ে জল আনতে যাওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয় যে জল দেওয়া হচ্ছে সেই জল নেওয়ার জন্য মারামারি অশান্তি হচ্ছে। আমরা চাইছি বিধায়ক জলের ব্যবস্থা করে দিলে আমরা অবরোধ তুলে নেন। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এখানে দীর্ঘদিন ধরে কোনও কাউন্সিলর নেই। ভোট আসলে সবাই প্রতিশ্রুতি দেয়। আমাদের এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। আমাদের এখানে প্রচন্ড জলের কষ্ট। স্থানীয় পুকুর সংস্কার করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাও করা হয়নি।

হাওড়ায় ২য় জেলা সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ এপ্রিল ঃ হাওড়া গ্রামীণ হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুরে রায় বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি বিজড়িত রায় বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী পর্যটন কেন্দ্র অডিটোরিয়াম হল এ ১ লা মে ঐতিহাসিক 'মে দিবস' - এর দিন সকাল ১১ টা থেকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা কমিটি - র উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ২ জেলা সম্মেলন। এই জেলা সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর প্রাক্তন সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য সমীর পাঁজা। উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চার জন সদস্য কালীপদ মন্ডল, অরুণাভ সেন, সুকান্ত পাল, ডাঃ নির্মল মাজী। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমল বেরা, সাংগঠনিক সম্পাদক মন্টু কুমার মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক অচিন্ত্য কুমার মন্ডল, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি - র হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতি প্রতাপ কুমার পাঁজা সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন বলে জানান পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত কর্মকার। এই ২ য় জেলা সম্মেলনকে সাফল্য মন্ডিত করতে প্রচার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/019/16/2024-2025 Name of the work : **Restoration of IPS, concrete and paver block footpath/passages at Sashi Sur Lane, B.K. Pal Ave., Harodhol Lane, Sovabazar St., Rabindra Sarani etc in WD No.-19**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,04,393.11**. Earnest Money: **Rs. 8,100.00**. Period of Completion: **75 Days**.

2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/010/033/2024-2025 (2nd call) Name of the work : **Development of Aspaltum Road surface after lowering the existing surface at Nabakumar Raha Lane in Ward No.-10 under Br-II**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,615.13**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/005/2025-2026 Name of the work : **Repairing of labour quarter at 132, Raja Dinendra Street in Ward No.-12**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,12,131.21**. Earnest Money: **Rs. 6,300.00**. Period of Completion: **45 Days**.

4. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/020/031/2024-2025 Name of the work : **Misc civil maintenance works at KMCP School in Ward No.-20**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,54,947.72**. Earnest Money: **Rs. 3,100.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **13.05.2025** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 4). Bid will be opened on: **15.05.2025** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **29.04.2025** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer (C)/Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/IX/077/007/2025-2026 Name of work : **Relaying of kerb channel and raising of pit cover, gully pit cover at 94, D.H. Road to 95, D.H. Road, 26, Harisava Street and along Monilal Banerjee Road in Ward No.-77**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,96,647.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

2. NIT No. : KMC/IX/080/005/2025-2026 Name of work : **Maintenance of covered surface drain by desilting from the junction of Dumayne Avenue to Subhas Bhavan (both side) and its adjoining areas along C.G.R. Road in Ward No.-80**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,69,429.00**. Earnest Money: **Rs. 7,400.00**. Period of Completion: **100 Days**.

3. NIT No. : KMC/IX/079/005/2025-2026 Name of work : **Maintenance of open surface drain by desilting along Goragacha Road in Ward No.-79**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,98,716.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **100 Days**.

4. NIT No. : KMC/IX/076/002/2025-2026 (2nd call) Name of work : **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M. H cover, G. P cover, C. P cover & inspection pit cover as and when required within 24 hours in Ward No.-76**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **240 Days**.

5. NIT No. : KMC/IX/080/004/2025-2026 Name of work : **Maintenance of covered road side surface drain by desilting along Garden Reach Road and its adjoining areas in Ward No.-80**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,32,876.00**. Earnest Money: **Rs. 6,700.00**. Period of Completion: **100 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.05.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 5). Tender will be opened on: **13.05.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 5).

6. NIT No. : KMC/IX/071/006/2025-2026/R Name of work : **Maintenance of bus stand along H.M. Road, S.P.M Road, A.T.M Road and D.L. Khan Road in Ward No.-71**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,258.19**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

7. NIT No. : KMC/IX/071/008/2025-2026/R Name of work : **Restoration of road surface and IP footpath at 12, 22B School Row, 24 Dhirendra Nath Ghosh Road and different area in Ward No.-071**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,834.58**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

8. NIT No. : KMC/IX/071/009/2025-2026/R Name of work : **Improvement of community hall by tin shed and UG sewerline and outside beautification in Ward No.-071**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,99,998.48**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

9. NIT No. : KMC/IX/071/007/2025-2026/R Name of work : **Relaying of paver block footpath at front of SSKM Hospital at Harish Mukherjee Road and surrounding areas in Ward No.-071**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,975.77**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **06.05.2025 - 12 noon** (for sl. no. 6 to 9). Tender will be opened on: **08.05.2025 - 12 noon** (for sl. no. 6 to 9). The bid forms and other details are available on and from **29.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1) / **30.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 2 to 5) and **25.04.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 6 to 9). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 9).

133/25-26

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

চুল পড়ে যাচ্ছে, রেহাই পেতে তীব্র গরমে যত্ন নেওয়ার উপায়

পারদ ঊর্ধ্বমুখী। আবার আর্দ্রতাও বেশি। সবমিলিয়ে ঘামে ভিজে নাজেহাল সকলেরই। সেই সঙ্গে হু হু করে পড়ছে চুল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনখারাপ তন্বীর। চিরুনি যেন মাথায় ঠেকাতেই ইচ্ছা করে না। কিন্তু মনখারাপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। পরিবর্তে খুঁজতে হবে প্রতিকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন কয়েকটি সহজ নিয়ম মানলেই চুল পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়।

১. একঢাল চুলের অধিকারী হওয়ার জন্য মাথার ত্বকের যত্ন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই দিনে একবার কিংবা দু'বার চেষ্টা করে স্ক্যাল্প বা মাথার ত্বকে মাসাজ করার। তেল ব্যবহার করতে পারেন চাইলে। আর তেল না চাইলে হালকা হাতে মাথার ত্বকে মাসাজ করুন। তাতে চুলের গোড়া শক্ত হবে। অকারণে ঝরে পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

২. ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রাও চুলের ক্ষতির কারণ। তাই রোদ থেকে যতটা সম্ভব বাঁচান আপনার চুলকে। বাইরে বেরনোর সময় ছাতা ব্যবহার করুন। পারলে নরম কাপড় দিয়ে চুল ঢেকে নিতেও পারেন।

৩. চুল কখনও গরম জলে ধোবেন না। ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে ঠান্ডা জলেই চুল পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন।

৪. চুলের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আঁচড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিনে কমপক্ষে ২-৪ বার আঁচড়ানোর চেষ্টা করুন। তাতে চুলে জট পড়ার সমস্যা কমে। ডগা ভাঙার সমস্যা থেকেও রেহাই পেতে পারেন।

৫. চুলের ডগা ভাঙার সমস্যাও এই সময় দেখা যায়। তার ফলে চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি কমে যায়। এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর চুলের ডগা কেটে ফেলা প্রয়োজন।

৬. শ্যাম্পু করার ফলে চুল রুক্ষ হয়ে যায়। তাই নরম রাখার জন্য অবশ্যই কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে। নইলে চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা আরও বাড়ে।

৭. ঘামে ভিজে চুল পড়ে যাচ্ছে? রেহাই পেতে তীব্র গরমে এভাবেই নিন যত্নচুল পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বালিশের কভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিল্কের বালিশের কভার আপনার চুলের জট পড়ে যাওয়ার সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারে। তবে অবশ্যই খাদ্যাভ্যাসের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। খাদ্যতালিকায় ফল এবং প্রচুর পরিমাণ জল থাকা প্রয়োজন। নইলে চুল পড়ার সমস্যা বেড়ে যেতে পারে।

গরমে শুষ্ক ত্বকের সমস্যা ফেস মাস্কেই হবে দূর

গরমের পারদ যতই চড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ত্বকের সমস্যাও। ঘাম চিটচিটে ত্বকে ব্রণ, র‍্যাশ, ঘামাচি এই সময়ের পরিচিত সমস্যা। তেমনি গরমে অনেকেই আবার শুষ্ক ত্বকের সমস্যাতেও ভোগেন। এক্ষেত্রে গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত তাপ ও আর্দ্রতা সহ্য করতে না পেরে ত্বক শুষ্ক হয়ে ফাটতে শুরু করে। এই সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা ঘরোয়া টোটকায় আস্থা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। সহজ উপায়ে কীভাবে এর মোকাবিলা করা যায়, রইল তারই হদিশ। আগেকার দিনে ঠাকুমা-দিদিমারা ত্বক পরিচর্যায় মুলতানি মাটি, চন্দন- এইসব ঘরোয়া উপাদানের উপরই ভরসা রাখতেন। বর্তমানে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরাও কেমিক্যাল ফেস মাস্কের বদলে আবার সেই পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁদের দাবি, এতেই মিলবে সুফল। কোন ফেস মাস্কের সন্ধান দিচ্ছেন তাঁরা? মুলতানি মাটি ও চন্দনের ফেস মাস্ক- মুলতানি মাটি ও চন্দন বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে এই ফেসমাস্ক ঘরোয়া উপায়ে তৈরি করা যায়। অথবা বাজার চলতি মুলতানি মাটি ও চন্দনের ফেস মাস্কও এক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। এই প্যাকটির প্রলেপ ত্বকে লাগিয়ে শুকনো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শুকনো প্যাক ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই ত্বকে মিলবে ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল আমেজ। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এই প্যাকের উপকারিতা নিয়ে নিজের সোশাল মিডিয়া পেজে কথা বলেছেন।

তাঁর দাবি, ' ত্বকের সমস্যা দূর করতে সেটিং মাস্ক সবচেয়ে ভালো। শুধু শুষ্ক ত্বকের সমস্যা নয়, তৈলাক্ত ত্বক, পোড়া বা ট্যান হওয়া-সহ ত্বকের নানা সমস্যার মোকাবিলায় এই প্যাক খুবই উপকারি। এই প্যাকের ব্যবহারেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা।'

চিন পাকিস্তানের পক্ষ নিতেই 'ভারতের পাশে আমেরিকা', যুদ্ধ আবহে স্পষ্ট বার্তা ট্রাম্পের

২৮ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাস ও ২৬ মৃত্যুর ঘটনায় দ্বিধাবিভক্ত বিশ্বকূটনীতি। এই ইস্যুতে চিন পাকিস্তানের পক্ষ নিতেই ভারতের পাশে দাঁড়াল আমেরিকা।

দায়িত্বশীলভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার বার্তা দিয়ে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের পাশে রয়েছে আমেরিকা।' পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলায় যুদ্ধের দামামা বাজতেই রবিবার পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা দেশ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপকে সর্বদা সমর্থন করে আসছে চিন। বন্ধু দেশ হিসেবে এই কঠিন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ আমরা বেজিং বোঝে। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থরক্ষার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে চিন। একইসঙ্গে ওয়াং জানান, গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। এবং এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি আমরা। দুই দেশের উচিত শান্তি রক্ষার জন্য উদ্যোগ নেওয়া ও সংযম প্রদর্শন করা। পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে চিনের এই বিবৃতি প্রকাশ্যে আসার কয়েক ঘণ্টা পরই বিবৃতি জারি করা হয় আমেরিকার তরফে। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, সন্ত্রাসবাদী হামলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। আমরা গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছি। আমেরিকা উভয়পক্ষকে উৎসাহিত করছে দায়িত্বশীল সমাধানের পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে ভারতের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বিদেশ দপ্তরের তরফে জানানো হয়, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের পাশে রয়েছে আমেরিকা।' তবে শুধু বিদেশ দপ্তর নয়, এর আগেও একই বার্তা দেওয়া হয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের তরফে। তবে যে আমেরিকা ৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল চিনের বার্তার পর সেই আমেরিকা ভারতের পক্ষ নেওয়ার কূটনৈতিক মহলের দাবি, ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন বিদেশনীতি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। বর্তমানে আমেরিকার মূল শত্রু হয়ে উঠেছে চিন। দুই দেশের মধ্যে চলা সাম্প্রতিক শুল্কযুদ্ধে চিনকে শিক্ষা দিতে ভারতকে পাশে চাইছে আমেরিকা। ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় চিনা আধিপত্য কমাতে আমেরিকার একমাত্র অবলম্বন ভারত। পহেলগাঁও কাণ্ডে আমেরিকার ভারতের পক্ষ নেওয়ার নেপথ্যে সেই সমীকরণই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই চিন পাকিস্তানের পক্ষ নিতেই ভারতের পাশে দাঁড়াল ট্রাম্প প্রশাসন।

ক্ষমা চাওয়ার ভাষা আমার কাছে নেই, পহেলগাম হামলা প্রসঙ্গে ওমর আব্দুল্লাহ

জম্মু, ২৮ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। সোমবার জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমি এই মুহূর্তটি রাজ্যের দাবিতে ব্যবহার করব না। পহেলগামের পর, কোন মুখ দিয়ে আমি জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য রাজ্যের মর্যাদার দাবি করতে পারি? মেরি কেয়া এতনি সস্তি সিয়াসত হ্যায়? আমরা অতীতেও রাজ্যের মর্যাদার কথা বলেছি এবং ভবিষ্যতেও তা করব, কিন্তু এখন এটা আমার জন্য লজ্জাজনক হবে, যদি আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলি ২৬ জন মারা গেছেন, এখন আমাকে রাজ্যের মর্যাদা দিন। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমরা কেউই এই আক্রমণকে সমর্থন করি না। এই আক্রমণ আমাদের ফাঁপা করে দিয়েছে। আমরা এর মধ্যে আলোর রশ্মি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, গত ২৬ বছরে, আমি কখনও

মানুষকে এই ধরণের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখিনি। ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, এই ঘটনা পুরো দেশকে প্রভাবিত করেছে। আমরা অতীতে এমন অনেক হামলা দেখেছি... বৈসরনে ২১ বছর পর এত বড় আকারের হামলা চালানো হয়েছে, আমি জানতাম না কিভাবে নিহতদের পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইব, আয়োজক হিসেবে, পর্যটকদের নিরাপদে ফেরত পাঠানো আমার কর্তব্য ছিল। আমি তা করতে পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার ভাষা আমার কাছে নেই। ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, মানুষ যখন আমাদের সমর্থন করবে তখন জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের অবসান হবে। এটিই এর শুরু, আমাদের এমন কিছু বলা বা দেখানো উচিত নয় যা এই উদ্ভূত আন্দোলনের ক্ষতি করে। আমরা বন্দুক ব্যবহার করে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, এটি তখনই শেষ হবে যখন মানুষ আমাদের সমর্থন করবে এবং এখন মনে হচ্ছে মানুষ সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে।

স্পষ্ট পাকিস্তানের সন্ত্রাসযোগ, পাকিস্তানের এই কুকীর্তিতে তাদের দোসর হল চিন

২৮ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় পাকিস্তান যোগের দায় এড়িয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। নিজেদের 'নিরপরাধ বলে দাবি করলেও বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের কর্মকাণ্ড স্পষ্ট করে দিচ্ছে ২২ এপ্রিলের নরসংহারে সরাসরি যোগ রয়েছে তাদের। পহেলগাঁও কাণ্ডের দায় স্বীকার করা লস্করের ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট'-এর হয়ে রাষ্ট্রসংঘে ব্যাট ধরল ইসলামাবাদ। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের এই কুকীর্তিতে তাদের দোসর হল চিন। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে সম্প্রতি নিঃদাপ্রস্তাব প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। তবে সেই প্রস্তাবে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন টিআরএফের নাম উল্লেখ করা হয়নি। জানা গিয়েছে, ওই বিবৃতিতে টিআরএফের নাম উল্লেখ না করার পিছনে রয়েছে পাকিস্তানের হাত। টিআরএফের নাম উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের নিন্দাপ্রস্তাব প্রকাশ নিয়ে প্রবল আপত্তি জানানো হয় অস্থায়ী সদস্য পাকিস্তানের তরফে। তাদের পক্ষ নেয় চিন। আমেরিকার সঙ্গেও এ নিয়ে ব্যাপক বাদানুবাদ হয়। প্রথমে হামলার দায় স্বীকার করলেও পরে সে দায় অস্বীকার করেছিল এই জঙ্গি সংগঠন। সেই ঘটনাকেই হাতিয়ার করে পাকিস্তান যুক্তি দেয়, এই হামলায় যে টিআরএফ যুক্ত, এমন কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। ফলে টিআরএফকে কোনওভাবেই দায়ী করা যায় না। শেষ পর্যন্ত হাফিজ সইদের লস্করের ছায়া টিআরএফকে বাদ দেওয়া হয় ওই নিন্দাপ্রস্তাব থেকে। রাষ্ট্রসংঘে কুখ্যাত এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে বাঁচাতে পাকিস্তানের এই তৎপরতায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তুলছে, কেন টিআরএফকে বাঁচাতে চাইছে ইসলামাবাদ? কূটনৈতিক মহল দাবি করছে, এতদিন কাশ্মীরের মাটিতে সন্ত্রাসবাদ চালাতে পাকিস্তানের অস্ত্র ছিল লস্কর ই তইবা। তবে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার জেরে লস্করকে দিয়ে সন্ত্রাস চালানো পাকিস্তানের জন্য কঠিন। তাই হাফিজের ছায়া সংগঠনকে হাতিয়ার করেছে তারা। রীতিমতো জল-সার দিয়ে কাশ্মীরের মাটিতে টিআরএফ নামক চারাগাছকে মহীরুহ করে তুলতে উঠেপড়ে লেগেছে আইএসআই ও পাক সেনা। তার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিমধ্যেই তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। এই অবস্থায় পাকিস্তান টিআরএফের ঢাল হয়ে দেখা দেওয়ায় ইসলামাবাদের সন্ত্রাসযোগ নিয়ে সন্দেহের আর কোনও অবকাশই থাকছে না। সন্ত্রাসবাদী হামলার পর প্রথমে টিআরএফের তরফে দায় স্বীকার করা ও পরে তা অস্বীকার করার নেপথ্যেও পাকিস্তানের হাত দেখছেন তদন্তকারীরা। এবং পুরোটাই হয়েছে পরিকল্পিত ছকে। হামলার দায় স্বীকারের মাধ্যমে প্রথমে গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া হয় এই হামলার 'দায় টিআরএফের। পরে পাক নির্দেশেই টিআরএফ জানায়, তাদের ওয়েবসাইটে সাইবার হামলা চালিয়ে কেউ বা কারা এই বিবৃতি দিয়েছিল। যাতে তাদের বিরুদ্ধে কোনও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ না হয়।

মোদীর সঙ্গে বৈঠক রাজনাথের, কথা হল প্রায় ৪০ মিনিট

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার দিল্লিতে নিজ বাসভবনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে চলা এই বৈঠকে পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা এবং পরবর্তী পদক্ষেপের প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হয়। পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় গোটা দেশ যখন ক্ষুব্ধ, এই সময়ে মোদী ও রাজনাথের মধ্যে এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর আগে রবিবার চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

হিন্দুত্ব নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা খাড়গের, ঐক্য নিয়েও তুললেন প্রশ্ন

জয়পুর, ২৮ এপ্রিল ঃ হিন্দুত্ব নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। ঐক্য নিয়েও বিঁধলেন বিজেপিকে। সোমবার জয়পুরে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, আমাদের বিরোধী দলনেতা টিকারাম মন্দিরে গিয়েছিলেন এবং মন্দিরটি গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়েছিল। বিজেপি এটাই শেখায়। আপনারা হিন্দুদের কথা বলছেন, তাহলে কেন এমনটা করা হচ্ছে? মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, ২০১৪ সালে যখন তাঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন অমিত শাহ এবং অন্যরা দলিতদের বাড়িতে গিয়ে খাবার খেতেন, যদি দেশের অবস্থা এইরকম থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারব? বাবা সাহেব আম্বেদকর সংবিধান লিখেছিলেন যাতে দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকে। মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, সর্বদলীয় বৈঠকে আমরা বলেছিলাম, এই কঠিন সময়ে আমরা সরকারকে সমর্থন করব। সরকার যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক না কেন, আমরা তা সমর্থন করব, কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে সকল দলের মানুষ এসেছিলেন, কিন্তু মোদীজি সেই সভায় আসেননি। এটা লজ্জার বিষয়। যখন দেশের আত্মসম্মানে আঘাত করা হচ্ছে, তখন আপনি বিহারে নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং দিল্লিতে আসতে পারেন না। দিল্লি কি বিহার থেকে অনেক দূরে? আপনি বলেন, আপনার ৫৬ ইঞ্চি ছাতি আছে... এটাই বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব।

ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবেঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ঃ ডঃ বি আর আম্বেদকরের চিন্তা ভাবনাকে সাকার করার লক্ষ্যে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। সোমবার ভারতরত্ন ও সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ও আলোচনা চক্রে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। সংবিধান প্রণেতা, ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকর এর জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে সোমবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা চক্রের বিষয়বস্তু ছিল ডঃ বি আর আম্বেদকর এবং সামাজিক ন্যায় বিচার। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। এই আলোচনা চক্রে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পিছিয়ে পড়া জনগণের কল্যাণে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনাকে সামনে রেখে কাজ করছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা প্রভৃতি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আম্বেদকরের চিন্তা ভাবনাকে সাকার করতেই তপশিলি জাতির সার্বিক উন্নয়নে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সবাই মিলে রাজ্যকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকের দিনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত। আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, সমাজকে একত্রিত করার প্রয়াস ডঃ বি আর আম্বেদকর করে গেছেন। এর পাশাপাশি সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতাকে দূর করার চিন্তাভাবনা ছিল তাঁর।

মাটির ধসে চাপা পড়ে মৃত ৫ মহিলা

কৌশাম্বী, ২৮ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বী জেলায় টিলার মাটি কাটার সময় মাটি ধসে ৫ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও ৩ জন। তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোকপ্রকাশ করে নিহতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , টিকর ডীহ গ্রাম থেকে মাটি কাটতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে বোমার হুমকি

তিরুবনন্তপুরম, ২৮ এপ্রিল ঃ কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর ও ক্লিফ হাউসে এল বোমার হুমকি। ক্লিফ হাউস হল কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সরকারি বাসভবন, সোমবার সেখানেই বোমার হুমকি এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী দফতর ও ক্লিফ হাউসে পৌঁছেছে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড, চলছে তল্লাশি অভিযান। এর আগে রবিবারই বোমার হুমকি পেয়েছিল কেরল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। পরপর দু'দিন এই হুমকির প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে ইডি-র অভিযান

ভোপাল, ২৮ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, ইংদোর ও মান্দসৌরে ১১টি ঠিকানায় তল্লাশি চালাল ইডি। সূত্রের খবর, ২০১৫-১৮ সালের মধ্যে ট্রেজারি চালান জালিয়াতি এবং কারসাজির কারণে সরকারি রাজস্বের ৪৯ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতির অভিযোগে এফআইআর হয়। তার ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে। ইডির এক আধিকারিক জানান , কেলেঙ্কারির পুরো বিষয়টি তদন্ত করতে ও অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে এই তল্লাশি অভিযান। ইতিমধ্যে বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে।

Name Change

I, MUSARAT JAHAN (OLD NAME) W/O MD JALALUDDIN,RESIDING AT 37A,SHAMSUL HUDA ROAD,FLAT NO.8,PO-JHAWTALA,PS-KARAYA, KOLKATA-700017,WEST BENGAL, INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSARAT JAHAN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/04/2025.MUSARAT JAHAN (OLD NAME) AND MOSARAT JAHAN (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MD AFTABUDDIN KHAN(OLD NAME) S/O MOBARAK KHAN,RESIDING AT VILL-MIRPUR,PO-CHAK ENAYETNAGAR,PS-BISHNUPUR, DIST-24 PARGANAS SOUTH,PIN-743503,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFTABUDDIN KHAN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/04/2025. MD AFTABUDDIN KHAN (OLD NAME) AND AFTABUDDIN KHAN (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ASHOK KUMAR PAN (OLD NAME) S/O KALACHAND PAN,RESIDING AT D/20,BURDGE TOWN,PS-KOTWALI, DIST -WEST MEDINIPUR,PIN-721101,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK PAN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/04/2025.ASHOK KUMAR PAN (OLD NAME) AND ASHOK PAN (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Ashraful Mandal, father - Jaliluddin Mandal resident of Village-Sherpur, Post-Rampur Bhatpara Thana-Gopalnagar, Pin-743249, hereby declare that I have changed my name from Ashraful Mandal (old name) to Asabul Mandal (correct name) and henceforth I shall be known by (new correct name, Affidavit No..4229. (17/04/2025) sworn before a Notary Public in the Court of Bangaon. Both Asabul Mandal and Ashaful Mandal are one and the same person.

Name Change

I SANJOY SUTRADHAR S/O- Bidhu Bhusan Sutradhar, Residing at Village and Post - Jahannagar,P.S- Nadanghat Dist- Purba Bardhaman,pin - 713513,have changed my name and shall henceforth be known as SANJAY SUTRADHAR as declared before the L.d judicial Magistrate 1st Class at Kalna, Dist- Purba Bardhaman,W.B, Vide Affidavit NO -14, Date - 22/04/2025, SANJOY SUTRADHAR and SANJAY SUTRADHAR both are same and identical Person.

Name Change

I, Kousik Panja resident of Bali, P.O.-Balidewanganj, P.S.-Goghat, Dist.-Hooghly, Pin-712616 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name Kousik Panja S/o Biswanath Panja instead of Kausik Panja S/o B N Panja, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Hooghly on 28/04/2025. Kousik Panja S/o Biswanath and Kausik Panja S/o B N Panja both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Inachhan Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Nurhossain Mandal (পুরাতন নাম) ঠিকানা VillP.o - Bagangram, P.s - Bongaon, District- North 24 Parganas, Pin- 743251 West Bengal India Ld. Executive Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 09-04-2025 এর Affidavit no 1595 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Inachhan Mondal (নতুন নাম) পিতা Nurhossain Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Inachhan Mondal (নতুন নাম) পিতা Nurhossain Mondal (নতুন নাম) ও Inachhan Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Nurhossain Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Biplab Kumar Podder (পুরাতন নাম) পিতা Narendra Nath Podder ঠিকানা VillP.o - Palla, P.s - Gopalnagar, District- North 24 Parganas, Pin- 743701 West Bengal India Ld. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 03-04-2025 এর Affidavit no 3735 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Biplab Poddar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Biplab Poddar (নতুন নাম) ও Biplab Kumar Podder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Dipanwita Das (পুরাতন নাম) স্বামী Bijan Das ঠিকানা Purbapara Uttar, Bagula, Vtc+P.o - Bagula, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 28-04-2025 এর Affidavit no 65/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Dipanwita Das Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Dipanwita Das Mandal (নতুন নাম) ও Dipanwita Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,Umar Ali (Old name) S/o- Kader Ali, Resident at, Vill-Raninagar, Po- Radharghat,Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad,742187, I have changed my name to Ummar Ali (New name) I shall be known as Ummar Ali vide affidavit before the Notry at Berhampore on 28/04/2025 Ummar Ali and Umar Ali same and one identical person.

Name Change

I, Bijon Biswas (Old Name) S/O–Brojobasi Biswas resident of Vill-Saradapally, Po-Purba Nawapara, Ps-Dhantala, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741501 do hereby decrale that I have changed my name from Bijon Biswas to Bijan Biswas and hencefort I shall be known as Bijan Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/04/2025 . My name Bijan Biswas & Bijon Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Nasima Bibi (Old Name) W/O–Md Jasimuddin resident of Vill-Kismatgadi, Po-Adikantanagar, Ps-Sagardighi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742227 do hereby decrale that I have changed my name from Nasima Bibi to Nasima Begam and hencefort I shall be known as Nasima Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/04/2025 . My name Nasima Begam & Nasima Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Safatulla & Safatulla Sekh (Old Name) S/O–Alemaddin Sk resident of Vill-Sahajadpur, Po-Sahajadpur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742187 do hereby decrale that I have changed my name from Safatulla & Safatulla Sekh to Safatulla Sk and hencefort I shall be known as Safatulla Sk (new name) in all purpose, vide an Executive magistrate affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/04/2025 . My name Safatulla Sk (new name) & (old name) Safatulla & Safatulla Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Kouser Shaik (Old Name) S/O–Golam Sk resident of Vill-Ranjitpara, Po-Haribhanga, Ps-Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742149 do hereby decrale that I have changed my name from Md Kouser Shaik to Kaosar Sekh and hencefort I shall be known as Kaosar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/04/2025 . My name Kaosar Sekh & Md Kouser Shaik both are same and one identical person.

Name Change

I, SHAIKH ABBAS ALI (Old Name) S/O SHAIKH SUJAI ALI Residing at Ranihati (Purkait Para), P.O - Joynagar, P.S - Panchla, District - Howrah, Pin - 711302, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK ABBAS ALI (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 28-04-2025. SHAIKH ABBAS ALI (Old Name) and SK ABBAS ALI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, PARTHA GHARUI (Old Name) S/O KALIPADA GHORUI Residing at Begampur Mallikpara, Chanditala, District - Hooghly, Pin - 712306, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PARTHA GHORUI (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 28-04-2025. PARTHA GHARUI (Old Name) and PARTHA GHORUI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Anwesha Bhattacharjee (Old Name) D/o Panchanan Bhattacharya Residing at R.N.C Extend, Subhas Gram, Rajpur Sonarpur (M), Subhas Gram, District- South 24 Parganas, Pin - 700147 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Anwesha Bhattacharya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 64/2025 Dated 28-04-2025. Anwesha Bhattacharjee (Old Name) and Anwesha Bhattacharya (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Gautam Das alias Goutam Kr Das (Old Name) S/o Sucharu Ranjan Das Residing at A-10, Brahmapur South, Brahmapur S.O, District- Kolkata, Pin-700096 West Bengal shall henceforth be known as Gautam Kumar Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 70/2025 Dated 28-04-2025.Gautam Das, Goutam Kr Das (Old Name) and Gautam Kumar Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nibedita Kanjilal (Old Name) W/o Mausam Kanjilal Residing at 1st Floor, Flat-1-A, P 45 Jogendra Gardens, Hindol Park, Haltu, District - Kolkata, Pin - 700078 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as Nibedita Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 69/2025 Date 28-04-2025. Nibedita Kanjilal (Old Name) and Nibedita Banerjee (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Hiranmoy Mandal S/o Late Sudarshan Mandal Residing at Bipradaspur Kachhari Para, P.o - Paulpur, P.s - Gosaba, District - South 24 Parganas, Pin- 743611 West Bengal India shall henceforth be known as Hiranmay Mandal. I declare that Hiranmoy Mandal and Hiranmay Mandal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-04-2025.

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বড়ঞায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৮ এপ্রিল ঃ রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বড়ঞায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসীরা। দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল রাস্তা বড়ঞার চৌতপুর থেকে লাভপুর ৮ কিমি রাস্তা ফলে সমস্যায় পড়তে হয়, নিত্য যাত্রী থেকে শিক্ষার্থীদের। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বড়ঞা থানার দুর্গি মোড়ে এই অবরোধ কর্মসূচি পালন করে গ্রামের সাধারণ বাসিন্দারা। মুর্শিদাবাদের বড়ঞার চৌতপুর থেকে লাভপুর ভায়া বোলপুর যাওয়ার রাস্তা অবরোধ হয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদ থেকে বীরভূমের অন্যতম এই সড়ক অবরোধ করার ফলে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে সমস্ত ইমারজেন্সি পরিষেবা বন্ধ রাখা হয় রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত। উল্লেখ্য বিষয়ে বিক্ষোভ কারীদের সঙ্গে এদিন উপস্থিত থাকতে দেখা যায় বড়ঞার কুন্নরন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বুলটি দাস কেও। বক্তব্য বার বার প্রশাসন কে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। অবরোধের কারণে যানবাহনের সঙ্গে সঙ্গে আটকে পড়ে বড়ঞার মান্দ্রা, রাজহাট, চৌতপুর হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শিক্ষক- শিক্ষিকারা। অবরোধ তুলতে এসে, পুলিশের সঙ্গে বচসা সৃষ্টি হয় গ্রামবাসীদের। এই বিষয়ে বড়ঞার মান্দ্রা হাইস্কুলের শিক্ষিকা রুকাইয়া সুলতানা বলেন ছোট গাড়ি বলুন আর বাস প্রতিদিন স্কুল যেতে নাজেহাল হয়ে পড়ি, খুব ভয় লাগে ছেলে মেয়েদের কথা ভেবে। এর রাস্তা মেরামত খুব দরকার। স্থানীয় বাসিন্দা বিক্ষোভকারি সঞ্জয় রায় বলেন, ৩ বছর ধরে রাস্তা খারাপ, ভোট আসে কিছু পট্টি দিয়ে গর্ত বুঝিয়ে দেয় আবার সেই সমস্যা থেকেই যায়। তাই রাস্তা সম্পূর্ণ মেরামতের দাবী নিয়ে সকলেই বিক্ষোভে সামিল হয়েছি, প্রতিশ্রুতি মতো রাস্তার কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে প্রায় দেড় ঘণ্টা পড় বড়ঞা থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারীকের আশ্বাসে অবশেষে অবরোধ তুলে নেয় বড়ঞার গ্রামবাসীরা।

সিফরী ও স্টেট ব্যাঙ্কের উদ্যোগে মৎস্য চাষ প্রকল্প

দুরন্ত বার্তা, ২৮ এপ্রিল ঃ সুন্দরবনে জীবিকার নবদিগন্তঃ আইসিএআর-সিফরিওস্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ উন্নয়নের পথে একগুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, আইসিএআর-কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (সিফরি) কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটি এবং স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা সার্কেলের সহযোগিতায়, কর্পোরেটসামাজিক দায়িত্ব উদ্যোগের আওতায় সুন্দরবনের ১০০ টি পরিবারের জীবিকায়নের জন্য

মাছ চাষ (ব্যাকইয়ার্ডপন্ড কালচার) ভিত্তিক একটি প্রকল্পের সূচনা করেছে। সম্প্রতি, দক্ষিণ২৪পরগনা রবসন্তিব্লকের উত্তর মোকামবেরিযা গ্রাম পঞ্চায়েতের হালদার পাড়ায় এইপ্রকল্পের সূচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটিতে। কর্মসূচিতেঅন্তর্ভুক্ত ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, উপকারভোগীদের সাথেমতবিনিময, প্রকল্পএলাকার উন্মোচন, মাছের খাদ্যবিতরণ এবং নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের পুকুরে মাছের পোনাছাড়া অনুষ্ঠানে উপকারভোগীদের মধ্যে ১০ কেজি মাছেরপোনাএবং ১২০ কেজি মাছের খাদ্যবিতরণ করা হয় এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে মৎস্যচাষ মডেল গড়ে তোলা হবে বলে আশা করাহচ্ছে, যাএলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি এবং খাদ্য নিরাপত্তানিশ্চিতকরবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারবিবেকান্দদসিং (ডিজিএম), সিফরীর পরিচালক ড. বি. কে. দাসএবংঅংশীদারসংগঠনের প্রতিনিধিগণ। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ডিজিএম,ড. বি. কে. দাসের অক্লান্তপরিশ্রম, গবেষণা এবং এইমডেলভিলেজ প্রকল্পকে বাস্তবরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসাকরেন। বক্তব্য রাখতেগিযেড়. দাস প্রতিটি পরিবারকে মৎস্য চাষ থেকে উৎপন্ন আয়ের একটিঅংশসঞ্চয় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যাতে তাদের চিরন্তন উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, যদি একটি মডেল ভিলেজ সফলভাবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও অনেক পরিবারকে স্বনির্ভর করে তোলার পথপ্রশস্তহবে।

বিপর্যস্ত জলপাইগুড়ি, নানা স্থানে ভেঙে পড়ল গাছ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল ঃ কালবৈশাখীর ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেল জলপাইগুড়ি। দমকা হাওয়ায় অনেক স্থানে ভেঙে পড়ে গাছ। কালবৈশাখীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জলপাইগুড়ির বেশ কিছু এলাকা। জলপাইগুড়ির পাহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতকাটা কলোনি এলাকায় বাড়িতে গাছ ভেঙে পড়েছে। পাশাপাশি রাস্তায় বিদ্যুতের তারের উপর গাছ ভেঙে পড়ায় বিপত্তি ঘটেছে। বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। কালবৈশাখীর তাণ্ডবে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের বেশিরভাগ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই। সেইমতো উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। আগামী কিছু দিন এমনই ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

হাওড়ার গোলাবাড়িতে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও ট্যাবলেট উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ এপ্রিল ঃ হাওড়ার গোলাবাড়িতে ওষুধের দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও ট্যাবলেট উদ্ধার করলো পুলিশ, দুই মালিক আটক পুলিশের হাতে। হাওড়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি ওষুধের দোকান থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর নিষিদ্ধ ওষুধ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ গোলাবাড়ি থানার পুলিশ মুখরাম কানোরিয়া রোডের ওই ওষুধের দোকানে হানা দেয় । সেখান থেকে উদ্ধার হয.প্রচুর নিষিদ্ধ কাফ সিরাফ এবং নিষিদ্ধ ট্যাবলেট। বিনা প্রেসক্রিপশনে এই ওষুধ বিক্রি করা হত বলে অভিযোগ। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে দোকানের দুই মালিককে। তাঁরা স্বীকার করেছেন প্রেসক্রিপশন ছাড়াই এই নিষিদ্ধ ওষুধ তাঁরা বিক্রি করতেন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং মহিলাদের জন্য উদ্ধার ও সুরক্ষা প্রচেষ্টা তীব্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর

মালিগাঁও, ২৮ এপ্রিল ঃ অসুরক্ষিত যাত্রীদের সুরক্ষা এবং মানব পাচার রোধ করার দৃঢ় প্রয়াসে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী মোট ৭১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও মেয়ের পাশাপাশি ২ জন মহিলাকে উদ্ধার করেছে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট চাইল্ড লাইন, এনজিও, অভিভাবক এবং স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপদভাবে হস্তান্তর করেছে। অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযানের অংশ হিসাবে, আরপিএফ এই অভিযানের সময.১ জন মানব পাচারকারী এবং ১ জন অপহরণকারীকেও গ্রেপ্তার করেছে উভয়কেই পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জিআরপিপুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে আরপিএফ টিম একজন মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। এই অভিযানে তিন নাবালককে উদ্ধার করা হয়। আটক করা পাচারকারীকে উদ্ধারকৃত অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাথে আইসিজি / আরপিনিউ জলপাইগুড়ির কাছে হস্তান্তর করা হয়, যেখানে শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়। একইভাবে, ৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে, আরপিএফ পোস্ট, কিশানগঞ্জের টিম কিষানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে পলাতক ১০ জন নাবালক ছেলেকে উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত সকল নাবালককে যথাযথ পুনর্বাসন ও পরামর্শের জন্য চাইল্ড লাইন, কিষাণগঞ্জে সুরক্ষিতভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে আরপিএফ পোস্ট, হারমতির টিম উত্তর লখিমপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি পলাতক নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করে। সঠিক যাচাইর পর তাকে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়, ফলে সুরক্ষিতভাবে তার বাড়ি ফেরে আসা নিশ্চিত হয়। অতিরিক্তভাবে, ১০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার জংশন আরপিএফ পোস্টের টিম আলিপুরদুয়ারের এসআইবি টিমের সাথে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনে ২টি মেয়ে সহ ৪ জন পলাতক নাবালককে উদ্ধার করে। এই নাবালকদের পরে নিরাপদ হেফাজতের জন্য চাইল্ড লাইন, আলিপুরদুয়ারে হস্তান্তর করা হয। একা ভ্রমণকারী মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'মেরি সহেলি' পদক্ষেপের অধীনে, আরপিএফ লেডী স্কোযাড় দ্বারা মার্চ ২০২৫-এর সময়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। স্কোয়াড-এর সহায়তায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মোট ১,২২০ জন একা ভ্রমনকারী মহিলা যাত্রীকে তাদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করা হয়। তারাও ১ জন নাবালিকা এবং ১ জন মহিলাকে উদ্ধার করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী সক্রিয় সতর্কতা, সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ এবং ক্রমাগত যাত্রী- বান্ধব প্রচেষ্টার মাধ্যমে যাত্রী সুরক্ষা, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য সুরক্ষা উন্নত করার জন্য সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নাবালিকাকে অপহরণ, সশ্রম সাজা হলো দম্পতির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ এপ্রিল ঃ নাবালিকাকে অপহরণ করে পাচারের ঘটনায় সশ্রম সাজা হলো এক দম্পতির, হাওড়া আদালতে ওই রায়দান হয়। সোমবার হাওড়া জেলার দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক সোমেশ প্রসাদ সিনহা দোষী সোনু প্রসাদ এবং পিঙ্কি প্রসাদকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ১ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। এই মামলায় সরকারি আইনজীবী ছিলেন অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। হাওড়া আদালত সূত্রের খবর, পিঙ্কি প্রসাদ এই অপহরণ কান্ডের মূল পান্ডা। এরা দুজনেই অপহৃত ১৬ বছরের নাবালিকার পূর্ব পরিচিত ছিল। নাবালিকার পাড়াতেই থাকতেন অভিযুক্ত দম্পতি। ঘটনাটি ঘটেছিল গত ২০২৩ সালের ২৮ এপ্রিল। ওইদিন বিকাল ৪টে নাগাদ লিলুয়া থেকে নাবালিকা মেয়েটি তার এক নাবালক বন্ধুর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে আসে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যাবে বলে। হাওড়া স্টেশনে তাদের সাথে দেখা হয় তাদের পূর্ব পরিচিত সোনু ও পিঙ্কি প্রসাদের। তারা মেয়েটিকে কাজ শেখানোর জন্য এবং তার বন্ধুকে চাকরি করে দেবে বলে ভুল বুঝিয়ে ট্রেনে তোলে বলে জানা যায়। মেয়েটির প্রথমে জানা ছিলো না তাকে কোথায়, কি উদ্দ্যেশ্যে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে জানতে পারে তাদের উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নাবালিকা ফোনে সোনু ও পিঙ্কির কথা শুনে বুঝতে পারে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হবে। এদিকে, মেয়েটির পরিবার মেয়ের খোঁজ শুরু করেন। মেয়েকে না পেয়ে সন্ধ্যাতেই লিলুযা থানার নিখোঁজ ডায়েরি করেন তাঁরা। পরে লোক মারফত জানতে পেরে মেয়েটির খোঁজে তার সেই বন্ধুর বাড়িতেও যান। সেখানেও মেয়েকে না পেয়ে তাঁরা লিলুয়া থানায় এসে মেয়েকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন সেই রাতেই। অভিযোগের ভিত্তিতে লিলুয়া থানা মেয়েটির বিবরণ জানিয়ে লুক আউট নোটিশ জারি করে যা ছ।য়িে দেওয়া হয় দেশের সর্বত্র। এদিকে, ২৯ তারিখ বিকালে মেয়েটিকে নিয়ে পিঙ্কি ও সোনু উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া স্টেশনে নামে। নামামাত্রই দেওরিয়া থানার পুলিশ লুক আউট নোটিশের ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করে। অপহৃতদের উদ্ধার করে সেখানকার হোমে নিয়ে যায়। খবর পাঠানো হয় লিলুয়া থানাতেও। খবর পেযে. উত্তরপ্রদেশে পৌঁছান হাওড়া সিটি পুলিশের একটি টিম। ৩মে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করে পিঙ্কি ও সোনুকে হাওড়া নিয়ে আসা হয়। পরে আইন মোতাবেক অপহৃত দুজনকে তুলে দেওয়া হয় তাদের অভিভাবকদের হাতে। বিচার চলাকালীন সরকার পক্ষের তরফে ৬ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। এরপর চলে বিচার পর্ব। হাইকোর্ট থেকে সোনু জামিন পেলেও পিঙ্কিকে জেলে রেখে চলে বিচার। গত শুক্রবার দু'জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। অভিযুক্ত ২ জনকেই ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৩ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সোমবার এই মামলার রায় ঘোষণা করেন বিচারক।

গৌড়ীয় মঠ থেকে ফকিরতলা বেহাল ব্যস্ততম রাস্তা, সমস্যায় যানবাহন থেকে সাধারণ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৮ এপ্রিল ঃ বর্ষার আগেই বেহাল নবদ্বীপ গ্রামীণ এলাকার একটি ব্যস্ততম রাস্তা। পঞ্চায়েত সমিতি থেকে সাধারণ মানুষ, সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বারবার জানিয়েও কোনও রকম শুরাহা মেলেনি। ফলে চরম সমস্যায় বিভিন্ন প্রকার যানবাহন থেকে পথ চলতি সাধারণ মানুষ। সূত্রের খবর নবদ্বীপ ঘাট থেকে কৃষ্ণনগর ৮ নং রুটের ব্যস্ততম রাস্তায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলাচল করে একাধিক বাস, অটোর পাশাপাশি অসংখ্য টোটো। এরকম একটি ব্যস্ততম রাস্তায় গৌড়ীয় মঠ থেকে ফকিরতলা মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। খানা খন্দে ভরে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টি হলেই জায়গায় জায়গায় জল জমে চলাচলে অযোগ্য হয়ে ওঠে। রাস্তা খারাপের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বারবার জানিযেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে দাবি নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি থেকে সাধারণ মানুষের। রাস্তা খারাপের বিষয়ে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তাপস ঘোষ জানান, এই রাস্তাটি আগে ছিল জেলা পরিষদের অধীন। বর্তমানে রয়েছে পূর্ত দপ্তরের অধীনে। তাপস বাবু জানান, আজ প্রায় চার বছর আগে পূর্ণভাবে কাজ হলেও প্রায় এক বছর আগে কোনওরকম জোড়া তাপ্পি দিয়ে রাস্তাটি মেরামত করেছিল পি ডব্লিউডি বা পূর্ত দপ্তর। তাপস বাবু ছাড়াও এলাকার বাসিনন্দাদের অভিযোগ রাস্তাটি খানা খন্দে ভরে যাওয়ায় প্রায় ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই আছে। বর্ষার আগে রাস্তাটি মেরামত না হলে আরও ভয়ংকর রূপ নেবে বলে দাবি টোটো চালক থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্বরুপগঞ্জ ফেরিঘাটের এক টোটো চালক গোবিন্দ দেবনাথ জানান,আমরা রাস্তা মেরামতের ব্যাপারে বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি বেহাল হওয়ায় স্বরূপগঞ্জ ফেরিঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে গৌড়ীয় মঠ বা তার কাছাকাছি পৌঁছাতেই গাড়ি ভেঙে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রতিটি টোটো চালকের। সামনেই বর্ষাকাল। বর্ষাকালে আরও বেহাল হয়ে পড়বে গৌড়ীয় মঠ থেকে ফকিরতলা মোড় পর্যন্ত কৃষ্ণনগরগামী ৮ নম্বর রুটের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি। অপরদিকে স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনেই একটি ছোট্ট দোকান রয়েছে খৌরকার সৌরেশ শীলের। তার অভিযোগ রাস্তা মেরামতের নামে কোনও রকম জোড়া তাপ্পি দিয়ে চলে যায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর। একটু বৃষ্টি হলেই এক হাঁটু জল জমে যায়। ফলে দুর্ভোগে পড়েন পথ চলতি মানুষ থেকে যাত্রী বোঝাই বাস,অটো ও অসংখ্য টোটো। সৌরেশ শীল জানান, এই রাস্তাটি অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। দুটি পঞ্চায়েতের বহু মানুষ জেলা সদর কৃষ্ণনগরে যেতে এই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। এই এলাকায় রয়েছে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, দু'দুটি উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রামীণ হাসপাতাল, বিডিও অফিস এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত ভবন। ফলে রাস্তাটি বেহাল হওয়ায় প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী থেকে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে।

বিধানসভা ভিত্তিক কর্মী সভায় নিজের দলের কর্মীদের রীতিমতো হুমকি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ এপ্রিল ঃ দলে থেকে দলের প্রার্থীকে হারানোর জন্য প্রচার করে দল বিরোধী কাজের সাথে যারা যুক্ত থাকবেন তাদের নিস্তার নেই। রবিবার রাতে দিনহাটা শহরের পাঁচমাথা মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা বিধানসভা ভিত্তিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উদয়ন গুহ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন - যারা দলের মধ্যে থেকে দলের ক্ষতি করতে কোন দ্বিধাবোধ করেন না, যারা মিছিল করেন, মিটিং করেন, দলের সাথে থাকেন, কিন্তু তিনি মনে করেন, দলের প্রার্থী হবেন তার পছন্দমত। তিনি যাকে পছন্দ করেন না, সে প্রার্থী হলে, তাকে হারানোর জন্য তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করে প্রচার করেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ঘটনা ঘটেছিল। এবারও এধরনের কাজ যদি কেউ করেন, তার কোন নিস্তার নেই। এর জন্য উদয়ন গুহকে কোন নির্দেশ দিতে হবে না, দলের ব্লক সভাপতিকে কোন নির্দেশ দিতে হবে না। পার্টির কর্মীরা এমনভাবে তৈরি আছেন, তাদের মানসিকতাটা এমন আছে যে তারা কাউকে রেয়াত করবেন না। দলের নেতারা তাদেরকে কাউকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও, তারা তাকে ছেড়ে দেবেন কিনা, এইব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। উল্লেখ্য গত ১৫ এপ্রিল পহেলা বৈশাখের দিন দিনহাটা শহরে বয়েস রিক্রিয়েশন ক্লাবে সুইমিং পুল নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন - দিনহাটার মানুষের উপর ভরসা পাই না। জানি না দ্বিতীয়বার মন্ত্রী হতে পারব কিনা। স্বাভাবিকভাবেই তার এই মন্তব্যের পর কোচবিহার জেলার রাজনীতিতে যথেষ্ট চাপানউতোর লক্ষ্য করা যায়। এরপর গতকাল রবিবারও আবারো দিনহাটায় স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরবঙ্গ আর এরপরেই আবারো উদয়ন বাবুর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শুরু হলো রাজনৈতিক তরজা। উদয়ন গুহর গতকালের এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে কোচবিহার বিজেপি জেলা সভাপতি অভিজিত বর্মনের। তিনি বলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিজে মুখেই তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের কথা স্বীকার করেছেন। তৃণমূল গোষ্ঠী কোন্দলে ভরা। ভোটার আগেই যদি এমন পরিস্থিতি হয় তাহলে আগামীতে কি হতে পারে দিনহাটার অবস্থা সেই এখন দেখার। পাশাপাশি তিনি বলেন উনি কি গুন্ডা যে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছেন কতজনকে ভয় দেখাবেন। নির্বাচনে সঠিক উত্তর তার দলের লোকেরা তাকে দিয়ে দিবে। এর আগেও তিনি বলেছিলেন তিনি নির্বাচনে দাঁড়ালে জিতবেন কিনা আসলে দিনহাটার মানুষের উপর তার কোন ভরসাই নেই। নির্বাচনের পর দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে। নির্বাচনের এখনো বাকি এক বছর তার আগে আরো একবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর এহেন মন্তব্য ঘিরে রীতিমতো শোরগোল কোচবিহারের রাজনীতিতে।

চব্বিশ ঘন্টা পরে রামপুরহাটে খুনের ঘটনায় ধরা পড়েনি কেউ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৮ এপ্রিল পাথর ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পাথর ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে রয়েছেন। রবিবার দুপুরে রামপুরহাটের নিরিশা পেট্রোল পাম্পের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাঁচটি মোটরবাইকে হানা দেয় জনা দশেক দুষ্কৃতী। তারা কয়েকজন পাথর ব্যবসায়ীর কাছে থেকে টাকা ছিনিয়ে নেয়। সুদীপ বাস্কে নামে এক পাথর ব্যবসায়ী দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে তাকে খুব কাছ থেকে দুটি গুলি ছোঁড়ে। ঘটনাস্থলেই পাথর ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। এরপরেই দুষ্কৃতীরা টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনতাই করে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে যান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ। সোমবার ওই পাথর ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট শালবাদরা পাথর শিল্পাঞ্চলের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়। শালবাদরা স্টোন মাইনস অ্যান্ড ক্রাশার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ সিরাজ বলেন, 'পেট্রোল পাম্পের কাছেই আমাদের সাপ্তাহিক লেনদেন চলে। ওই ঘটনার পরে আতঙ্কে রয়েছি। পুলিশের কাছে নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছি।' সূত্রের খবর, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা খুনের পিছনে ব্যবসায়িক যোগ রয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, এখনও পর্যন্ত কেউ আটক বা গ্রেফতার হয়নি। তদন্ত চলছে।'

NIMO-I GRAM PANCHAYAT
PURBA BARDHAMAN, MEMARI - I, NIMO-I
e-NIT No. 02/Nimo-I/15th FC(Untied)/2025-26 dt-28/04/2025, ID:- 2025_ZPHD_839881_1
E-tender is invited by the Pradhan, Nimo-I Gram Panchayat for "**Construction of PCC road**". Bid Submission End Date **05-May-2025 06:00 PM**. Bid Opening Date **08-May-2025 10:00 AM**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nimo-I Gram Panchayat

E-Tender Notice

Online Bids are invited for the Year 2024-25 from the bonafied contractors for Listed Works under 15 th F.C (Tied) and 15 th F.C (Untied) Fund in respect of NIT **No-72/SUSU/2025, Dated-18.03.2025.** Last Date of Paper submission is on **28.03.2025** for detail information contact to the undersigned.
Sd/- Prodhan
Susunia Gram Panchayet

আমমোক্তারনামা

ফরিদা ইয়াসমিন, স্বামী- আপেল সেখ ওরফে মিনারুল ইসলাম, সাং- খলিফাবাদ, পোঃ- পাহা।পুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৩ সালে Book-IV, 399 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আপেল সেখ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১০২ নং বাইন্ধ্যা মৌজাস্থিত এল. আর. ৪৭৭ / ৬৭৭, ৪৭৭ / ৬৭৮ নং দাগের এল. আর. ৪০০, ৪৫১, ৭৭৪, ৬৪২, ২০৪, ৪৬৮ নং খতিয়ানের মোট ১৮০ শতক সম্পত্তি** হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

SHIBRAMPUR GRAM PANCHAYAT

P.O.-Rajnagar Biswambhar, Block-Namkhana, Dist.-South 24 Pgs., W.B.
NIT NO.-60/SGP/2025, NIT NO. 61/SGP/2025, NIT No. 62/SGP/2025 and NIT No.-63/SGP/2025 Dated-25/04/2025
Last date of Submission on or before **02/05/2025 (up-to 12.30PM),** Date of Opening- **05/05/2025 (From 04.30 P.M)**. (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**)
Sd/-Pradhan
Shibrampur Gram Panchayat

ই-নিলামের মাধ্যমে গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড (তরলীকরণে) এবং ভারত এনআরই কোক লিমিটেড (তরলীকরণে) এর সম্পত্তির যৌথ বিক্রয়

ই-নিলামের গণবিজ্ঞপ্তির সংশোধনী, তারিখ ১০ এপ্রিল, ২০২৫

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যেঃ
● সম্ভাব্য দরদাতাদের দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ-এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্ম (www.baanknet.com) এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
● সম্ভাব্য দরদাতাদের ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম (www.baanknet.com) এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
● এবং যদি দরদাতা অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে তাদের ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে

স্থান- কলকাতা
তারিখ- এপ্রিল ২৯, ২০২৫

সুমীত বিনানী
লিকুইডেটর, জিএনসিএল
sumit_binani@hotmail.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বর
IBBUIPA-001/1P-N00005/2016-17/10025
বর্ষা বাগরি, লিকুইডেটর, বিএনসিএল
varsha_bagri@yahoo.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বর
IBBI/IPA-001/IP-P-01812/2019-2020/12783

ই-নিলামের মাধ্যমে গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেডের (তরলীকরণে) এবং ভারত এনআরই কোক লিমিটেডের (তরলীকরণে) সম্পত্তির যৌথ বিক্রয়

ই-নিলাম জনসাধারণের সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি, তারিখ ২৯ মার্চ, ২০২৫

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে
● সম্ভাব্য দরদাতাদের দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জমা দিতে হবে (www.baanknet.com)
● সম্ভাব্য দরদাতাদের baanknet নিলাম প্ল্যাটফর্মের (www.baanknet.com) মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (EMD) জমা দিতে হবে
● এবং যদি দরদাতা অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে তাদের EMD বাজেয়াপ্ত করা হবে।

স্থান- কলকাতা
তারিখ- এপ্রিল ২৯, ২০২৫

সুমিত বিনানী,
লিকুইডেটর, জিএনসিএল
sumit_binani@hotmail.com
IBBI Registration Number:
IBBUIPA-001/1P-N00005/2016-17/10025
Varsha Bagri, Liquidator, BNCL
varsha_bagri@yahoo.com
IBBI Registration Number:
IBBI/IPA-001/IP-P-01812/2019-2020/12783

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl no.	Tender Reference no	Tender ID	Last Date of Submission	Date of Opening
1	eN.I.T - EO/SNK/15th FC-24- 25/eNIT-03/2025-26, Sl. No.-01	2025_ZPHD_839647_1	05/05/2025	07/05/2025

Intending bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.
Sd/-
EXECUTIVE OFFICER
SANKRAIL PANCHAYAT SAMITY, HOWRAH

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the undersigned, vide this Office Tender No-**01/IGP(2025-26), Memo no-1277/IGP, Dated- 22.04.2025,** Date of submission of bid for above NIT are from **23.04.2025, 18.00 hours to 30.04.2025, 11.00 hours.** Date and time of opening of Technical bid -**02.05.2025 , 12.00 hours.**
And for Tender No- **02/IGP/(2025-26), Memo no-1291/IGP**, Dated- 24.04.2025, **Tender No- 03/IGP/(2025-26),** Memo no-1292/IGP, Dated- 24.04.2025, Last Date of application of bid for above **NIT no- 02/IGP/(2025-26)and 03/IGP/(2025-26) is 06.05.2025,upto 2.00 pm.** Last Date and time of purchase of tender paper is **07.05.2025 upto 2.00 pm.** Date of receiving of tender is **08.05.2025 upto 2.00pm** and opening of tender is **08.05.2025 at 2.30 pm.**
For details of Tender **No-01/IGP(2025-26)** please visit wbtender.gov.in on and from **23.04.2025, 18.00 hours**.
For details of **NIT no- 02/IGP/(2025-26)**and **03/IGP/(2025-26)** please visit GP Office on and from **24.04.2025**.
Soma Halder
Prodhan
Indrani Gram Panchcryte

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৮-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৪.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বরঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৮-২০২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** টিআরডি/বারুইপুর-এর অধিক্ষেত্রে "আদিগঙ্গা খালে জলপথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর সেকশনে বর্তমান ব্রিজ নং ৩ ও ৪ এবং শিয়ালদহ-ডায়মণ্ড হারবার সেকশনে ব্রিজ নং এস/৩৪ সন্নিহিত নতুন আরসিসি বক্স নির্মাণ" সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই ও সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৯৬,৫৬,৪১২.৮০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। বায়নামূল্যঃ** ১,৯৩,১০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২১.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (SDAH-30/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway eastemrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৩৮, তারিখ ঃ ২৫.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/ টেলি/টি/২৭/২৪-২৫/আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** নিশ্চিন্দপুর স্টেশনে নতুন ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম দ্বারা বর্তমান প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেমের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত টেলিকম ওয়ার্ক। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬০,২২,৬২৬.৩০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ১,২০,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ০৯.০৫.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামান ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথিঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** এসডিএইচ ও/বা পিডিএইচ সরঞ্জাম (এসটিএম-১/এসটিএম-৪/এসটিএম-১৬, এমইউএক্স ইত্যাদি) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদন সংক্রান্ত যে কোনো কাজকে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সমগোত্রীয় কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে। (SDAH-31/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

রিয়ালের ব্যর্থ কোচের উপরেই ভরসা ব্রাজিলের

সাও পাওলো, ২৮ এপ্রিলঃ রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চলতি মরসুম ভাল যাচ্ছে না কার্লো আনচেলোত্তির। এখনও পর্যন্ত দলকে কোনও ট্রফি জেতাতে পারেননি তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, স্প্যানিশ সুপার কাপ, কোপা দেল রে হাতছাড়া হয়েছে। লা লিগা জয়ের সম্ভাবনাও কম। যদিও সেই আনচেলোত্তির উপরেই ভরসা রয়েছে ব্রাজিলের। ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে নতুন কোচ নিয়োগ করতে চাইছে ব্রাজিল। আনচেলোত্তিকে দায়িত্ব দিতে চাইছে তারা। ৬৫ বছরের ইটালীয় আনচেলোত্তির সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় পাকা ব্রাজিলের। ২০০২ সালে শেষ বার ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছিল ব্রাজিল। তার পর থেকে খরা চলছে। গত কয়েকটি বিশ্বকাপে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে দলের। এ বার এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তারা। একের পর এক কোচ বদল হলেও কেউই সেলেকাওদের সাফল্য এনে দিতে পারেননি। তাই পোড়খাওয়া আনচেলোত্তির উপরেই ভরসা করছে ব্রাজিল। চলতি মরসুমে ব্যর্থ হলেও ক্লাব ফুটবলে আনচেলোত্তির সাফল্য নজরকাড়া। ইউরোপের পাঁচটি দেশের হয়েই লিগ জিতেছেন তিনি। চেলসিকে ইংল্যান্ডের, রিয়াল মাদ্রিদকে স্পেনের, এসি মিলানকে ইটালির, প্যারিস সঁ জ্যাঁকে ফ্রান্সের ও বায়ার্ন মিউনিখকে জার্মানির লিগে চ্যাম্পিয়ন করেছেন তিনি। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে তিন বার ও এসি মিলানের হয়ে দু'বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন তিনি। ক্লাব ফুটবলে তাঁর এই সাফল্যই হয়তো ব্রাজিলের ফুটবল ফেডারেশনের নজর কেড়েছে।

অধিনায়কত্বের প্রশংসা করলেও পন্থের ব্যাটিংয়ে খুশি নন জাহির

লখনউ, ২৮ এপ্রিলঃ রবিবার লখনউ সুপার জায়ান্টস মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হেরে গিয়েছে ৫৪ রানের বড় ব্যবধানে। যা লখনউয়ের প্লে অফে ওঠার স্বপ্নে বড় ধাক্কা দিয়েছে। এখন পয়েন্ট তালিকার ষষ্ঠ স্থানে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজি। এবার পরবর্তী প্রতিটা ম্যাচই তাদের কাছে 'ডু অর ডাই'। রবিবার মুম্বইয়ের বিপক্ষে ২১৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে লখনউ ২০ ওভারে ১৬১ রানে অলআউট হয়ে যায়। মিডল অর্ডারদের ব্যাটিং ব্যর্থতাই এবার ভোগাচ্ছে লখনউকে। তিন টপ অর্ডার ব্যাটার নিকোলাস পুরান, এইডেন মার্করাম ও মিচেল মার্শ ছাড়া আর কেউই নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন না। ফলে ভাল শুরু করেও বেশ কিছু ম্যাচ হারতে হয়েছে তাদের। এদিকে দলে রয়েছেন আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় ঋষভ পন্থ। কিন্তু তাঁর ব্যাট এখনও নীরব। ধারাবাহিক ভাবে ব্যর্থ হয়ে চলেছেন তিনি। এবার পন্থকে সতর্ক করলেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের পরামর্শদাতা জহির খান। ভারতীয় দলের এই প্রাক্তন পেসার বলেন, ''পন্থের অধিনায়কত্ব ভাল, তবে তাঁকে ব্যাট হাতেও ভাল পারফর্ম করতে হবে।'' জাহিরের মতে, পন্থ একজন অধিনায়ক হিসাবে সমস্ত মানদণ্ড পূরণ করছেন, তবে চলতি আইপিএলে খারাপ স্কোর কাটিয়ে উঠতে তাঁকে ব্যাট হাতে বিশেষ কিছু করতে হবে। এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত ব্যাট হাতে ভাল পারফর্ম করতে পারেননি পন্থ। নিলামে ২৭ কোটি টাকায় বিক্রি হওয়া এই খেলোয়াড় ১০ ম্যাচে মাত্র ১১০ রান করতে পেরেছেন। এর মধ্যে ছয়বার তিনি দুই অঙ্কের গণ্ডি স্পর্শ

করতে পারেননি। চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে তাঁর ৬৩ রানের ইনিংসটি অসাধারণ থাকলেও মুম্বইয়ের বিপক্ষে আউট হয়েছেন পার্টটাইম স্পিনার উইল জ্যাকসের বলে। মুম্বইয়ের বিপক্ষে পরাজয়ের পর জহির বলেন, ''আমি এটাকে কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্ত করব না। ঋষভ একজন নেতা এবং সেই ভূমিকায় ও অসাধারণ ভূমিকা পালন করছেন। এটা এমন কিছু যা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করানোর জন্য, তাঁদের কথা শোনার জন্য এবং আইপিএলে যা কিছু ঘটে তার পরিকল্পনা করার জন্য ঋষভ অসাধারণ কাজ করছে।'' জহির বলেন, ''অধিনায়ক হিসাবে পন্থের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দল আশা করে যে, ২৭ বছর বয়সি এই খেলোয়াড় ব্যাট হাতে তাঁর ফর্ম ফিরে পাবে।'' তিনি বলেন, ''মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসাবে ঋষভের উপর আমরা নির্ভরশীল এবং আমি নিশ্চিত যে আমরা ওর কাছ থেকে যা চাই তা ঠিক পূরণ হবে।'' অন্যদিকে গত মরশুমের আইপিএলে গতির ঝড় তুলে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন মায়াঙ্ক যাদব। কিন্তু চোট তাঁকে ছিটকে দেয় বাইশ গজের দুনিয়া থেকে। লখনউ সুপার জায়েন্টের এই পেসার রবিবার ফের মাঠে ফিরেছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে তিনি রোহিত শর্মা ও হার্দিক পান্ডিয়ার উইকেট নিলেও তাঁর দল জিততে পারেনি। বহুদিন পর মাঠে ফিরেছেন মায়াঙ্ক যাদব। যদিও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁকে আগের গতিতে বল করতে দেখা যায়নি। তবে এলএসজির পরামর্শদাতা জাহির খান ২২ বছরের এই ফাস্ট বোলার সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী। জাহির বলেন, ''মায়াঙ্ক আইপিএলে যত বেশি ম্যাচ খেলবে, ততই গতি আরও বাড়বে।'' চোটের কারণে দীর্ঘদিন বাইরে থাকার পর ফিরে এসেছেন ডানহাতি ফাস্ট বোলার মায়াঙ্ক। গত বছরের অক্টোবরে ভারতের হয়ে ক্রিকেটের সবচেয়ে ছোট ফরম্যাটে অভিষেকের পর তাঁর পিঠ এবং পায়ের আঙুলের সমস্যা দেখা দেয়। রবিবার মায়াঙ্ক এই মরশুমে তাঁর প্রথম ম্যাচ খেলে ৪০ রান দিয়ে দু'টি উইকেট নিয়েছেন। তিনি রোহিত শর্মা (১২) এবং হার্দিক পান্ডিয়াকে (০৫) আউট করেন। তবে এই ম্যাচে তাঁর বলের গতি ছিল ১৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। যেখানে তিনি ১৫০-১৫৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে বল করার জন্য পরিচিত। জহির বলেন, ''মায়াঙ্কের অপেক্ষাটা দীর্ঘ ছিল (সাত মাস) এবং এত মাস পর খেলায় ফিরে আসা যে কারও পক্ষে সবসময়ই কঠিন। মায়াঙ্ক যেভাবে বোলিং করেছে তাতে আমি খুশি।'' তবে রান খরচ করলেও মায়াঙ্কের কামব্যাকে কিছুটা হলেও ধার বাড়ল লখনৌয়ের পেস আক্রমণের। এখন দেখার পরবর্তী ম্যাচগুলিতে মায়াঙ্কের গতি বিপক্ষ ব্যাটারদের পরাস্ত করে লখনউয়ের প্লে অফের জায়গা প্রশস্ত করে কি না।

পয়লা নম্বরে আরসিবি, সাতে কেকেআর

কোন কোন দল এগিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

যত দিন গড়াচ্ছে আইপিএলে প্লে-অফের ছবিটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। একদিকে গুজরাত টাইটানস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর যোগ্যতা অর্জন আরও জোরাল হচ্ছে। অন্যদিকে রাজস্থান রয়্যালস এবং চেন্নাই সুপার কিংসের ভাগ্যাকাশে আশঙ্কার কালো মেঘ

ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে। গতকাল দিনের প্রথম খেলায় মুখোমুখি হয় মুম্বই ইন্ডিয়ানস ও লখনউ সুপার জায়ান্টস। গত বছর লখনউ ফাইনালে উঠেছিল। আর মুম্বই ছিল করেছিল সর্বশেষ স্থানে। এ বছর ছবিটা পুরোপুরি উল্টে গিয়েছে। একদিকে নিজামদের ফর্ম ক্রমশ তলানিতে। অন্যদিকে মুম্বই একের পর এক হার দিয়ে মরশুম শুরু করলেও ক্রমশ ছন্দ ফিরে পাচ্ছে। টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলে উপরের দিকে উঠে এসেছেন জসপ্রীত বুমরাহরা। দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নেমেছিল আরসিবি ও দিল্লি ক্যাপিটালস। চিন্নাস্বামীতে গিয়ে বিরাটদের হারিয়ে আসেন অক্ষর প্যাটেলরা। কাল ফিরতি ম্যাচে জয় তুলে মধুর প্রতিশোধ নিল বেঙ্গালুরু। রবিবাসরীয় দ্বৈরথের আগে আইপিএলের টেবিল দেখে কোন কোন দল পরের পর্বে যাওয়ার ছাড়পত্র জোগাড় করতে পারে এবং কারা বাদ পড়তে চলেছে, তার আন্দাজ মিলতে শুরু করছে।

১। **আরসিবি**-দিল্লির বিরুদ্ধে জয়ের পর বেঙ্গালুরু ১৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে। খেলেছে ১০ টি ম্যাচ। বাকি চারটি ম্যাচের দুটিতে জিতলেই প্লে-অফের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবেন কোহলি, পাটিদাররা।

২। **গুজরাত টাইটানস**-৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট গুজরাতের। শুভমানরা আর তিনটি ম্যাচ জিতলেই নক আউটের ছাড়পত্র পাবেন।

৩। **মুম্বই ইন্ডিয়ানস**-টেবিলে মুম্বই রয়েছে তিনে। পাঁচ ম্যাচ টানা জিতে প্লে-অফের লড়াইয়ে ফিরে এসেছেন জসপ্রীত বুমরাহরা। চার ম্যাচের তিনটিতে জিতলে গুজরাতের মতো তারাও প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত করবে।

৪। **দিল্লি ক্যাপিটালস**-দুর্দান্ত শুরু করেছিল দিল্লি। তারপর ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলেছেন অক্ষর প্যাটেলের টিম। ৯ ম্যাচে পকেটে ১২ পয়েন্ট। বাকি ৫ ম্যাচের ৪টিতে জয়লাভ করলেই প্লে-অফে জায়গা করে নেবে দিল্লি।

৫। **পাঞ্জাব কিংস**-চলতি আইপিএলে পাঞ্জাব জিতেছে পাঁচটিতে। একটি ম্যাচ, কলকাতার বিরুদ্ধে, বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। হাতে পাঁচটি ম্যাচ। প্লে-অফ নিশ্চিত করতে ৪টিতে জেতা জরুরি।

৬। **লখনউ সুপার জায়ান্টস**-১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় ছয় নম্বরে লখনউ। বাকি চারটির মধ্যে তিনটি ম্যাচ জিতলেই নক আউটে উঠে যাবেন প্যাট কামিন্সরা।

৭। **কলকাতা নাইট রাইডার্স**-গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর। এবার ল্যাজেগোবরে। অনেক সহজ ম্যাচ হেলায় হেরেছেন রাহানেরা। যার জেরে টেবিলে সাত নম্বরে ধুঁকতে হচ্ছে। হাতে পাঁচটি ম্যাচ। প্রতিটি জিতলে নক আউটের টিকিট পাকা করতে পারবে কেকেআর।

৮। **সানরাইজার্স হায়দরাবাদ**-কলকাতার মতো একই সমীকরণ হায়দরাবাদের। পাঁচটির মধ্যে পাঁচটিই জিততে হবে।

৯। **রাজস্থান রয়্যালস**-ন'টির মধ্যে সাতটিতে হেরে রেস থেকে কার্যত বিদায় নিয়েছে রাজস্থান। বাকি পাঁচটি ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিতলে প্লে-অফের আশা তবু কিছুটা বেঁচে থাকবে। কিন্তু সেটা অঙ্কের হিসেবে। বাস্তবে করে দেখানো এক অর্থে অসম্ভব।

১০। **চেন্নাই সুপার কিংস**-পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন। রাজস্থানের মতোই খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে। বিদায় একপ্রকার নিশ্চিত।

ভারত ছাড়তে পারেন তারকা ডিফেন্ডার মিলোস ড্রিনসিচ, কেন?

কোচি, ২৮ এপ্রিলঃ এই ফুটবল মরসুমটা খুব একটা ভালো থাকল না কেরালা ব্লাস্টার্সের। বহু প্রত্যাশা নিয়ে এই বছর নতুন কোচ নিয়োগ করেছিল দক্ষিণের এই ফুটবল দল। ইভান ভুকোমানোভিচের পরিবর্তে মিকেল স্ট্যাহরের হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। পরবর্তীতে তাঁর নির্দেশ মতোই একের পর এক ফুটবলার চূড়ান্ত করেছিল ম্যানেজমেন্ট। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ হোক কিংবা দেশের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল লিগ তথা আইএসএল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তথৈবচ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল কেরালার। যা কিছুতেই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি দলের সমর্থকরা। স্বাভাবিকভাবেই

স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ক্ষোভ উগড়ে দিতে শুরু করেছিলেন সমর্থকরা। সবদিক খতিয়ে দেখেই পরবর্তীতে এই সুইডিশ কোচ সহ সকল সাপোর্টিং স্টাফেদের ছাঁটাই করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এই ফুটবল ক্লাব। তখন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে টমাস টচর্জ এবং থেক্কাথারা পুরুষোথামণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের দৌলতেই জয়ের সরণিতে ফিরেছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। কিন্তু কলিঙ্গ সুপার কাপের আগেই নয়া কোচ নিয়োগে তৎপর ছিল এই ক্লাব। দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল স্প্যানিশ কোচ ডেভিড কাতলার হাতে। মনে করা হচ্ছিল এই নতুন কোচের হাত ধরেই হয়তো প্রথম সাফল্যের মুখ দেখবে কেরালা। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি ২৪ বছর বয়সী মন্টেনিগ্রোর সেন্টার-ব্যাক মিলোস ড্রিনিচকে আসন্ন হিরো আইএসএল ২০২৩-২৪ মরসুমের জন্য এক বছরের চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ করেছে। সুপার কাপের প্রথম দিনে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে দুর্বল ইমামি ইস্টবেঙ্গল দলকে হারানো সম্ভব হলেও এবার আটকে যেতে হয়েছে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে। বলতে গেলে তাঁদের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের কাছেই কার্যত নাস্তানাবুদ রয়েছে আদ্রিয়ান লুনাদের ফুটবল ক্লাব। দলের এমন পারফরম্যান্স নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ সকলে। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, এবারের এই ফুটবল সিজনের শেষেই দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব ছাড়তে চলেছেন মিলোস ড্রিনসিচ। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ক্লাবের। কিন্তু দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবে খুব একটা খুশি নন এই তারকা ফুটবলার। স্বাভাবিকভাবেই এবার দল ছাড়তে চাইছেন তিনি। মনে করা হচ্ছে এক্ষেত্রে ভারত ছেড়ে হয়তো ইউরোপের এক ফুটবল ক্লাবে যোগদান করতে পারেন এই সেন্টার ব্যাক। যদিও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি বিষয়টি।

সেমিফাইনালে বাগানের প্রতিপক্ষ গোয়া, মুম্বইয়ের বিপক্ষে জামশেদপুর

ভুবনেশ্বর, ২৮ এপ্রিলঃ নিশ্চিতভাবেই ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য এক উত্তেজনায় ভরপুর সময়। কলিঙ্গ সুপার কাপ ২০২৫ সেমিফাইনাল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে চারটি শক্তিশালী দল। সেই তালিকায় রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, এফসি গোয়া, খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল, তবুও সাহাল, আশিক, সুহেল এবং সালাউদ্দিনের মতো তরুণদের দাপটেই ম্যাচ জিতে নেয় তারা। একই দিনে এফসি গোয়া ২-১ গোলে পরাজিত করে পাঞ্জাব এফসিকে। ফলে সেমিফাইনালে

মুম্বই সিটি এফসি এবং জামশেদপুর এফসি। ৩০ এপ্রিল, বুধবার, ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দুইটি সেমিফাইনাল, যার প্রতিটি ম্যাচেই থাকবে রুদ্ধশ্বাস টানটান উত্তেজনা। উল্লেখ্য রবিবারই শেষ হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালের সবকটি ম্যাচ। প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শনিবার কেরালা ব্লাস্টার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেমিফাইনালে পা রাখে তারা। যদিও সুপার কাপের শুরুতে প্রথম দলের তারকা মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ হিসেবে উঠে আসে গোয়ার নাম। অন্যদিকে, রবিবার প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি ১-০ গোলে হারায় ইন্টার কাশীকে, আর দ্বিতীয় ম্যাচে জামশেদপুর এফসি পেনাল্টি শুটআউটে ৫-৪ গোলে জয় পায় নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে দুইটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে বিকেল ৪.৩০টায় মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও এফসি গোয়া। একই স্টেডিয়ামে রাত ৮টায় শুরু হবে মুম্বই সিটি এফসি বনাম জামশেদপুর এফসির লড়াই।

মোহনবাগানের নির্বাচনের ঠিক আগেই সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে কী ইঙ্গিত দিলেন টুটু বসু?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাবে সুখের দিন চলছে। আইএসএল ও লিগ শিল্ড জেতা হয়ে গিয়েছে চলতি মরশুমে। দ্বিতীয় সারির দল পাঠিয়েও সুপার কাপ ২০২৫-এর সেমিফাইনালে উঠেছে দল। এর মধ্যেই ক্লাবে শোনা গেল বিষাদের সুর। ক্লাব সচিব ও কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দকে চিঠি পাঠিয়ে মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন স্বপ্নসাধন বসু (টুটু বোস)। এদিকে সামনেই রয়েছে মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়ের নেতৃত্বে নির্বাচনী বোর্ড ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। তার আগেই এল এই চিঠি। চিঠিতে মেরিনার্সের ভরসার অন্যতম মুখ টুটু বসু লিখেছেন, 'সভাপতির চেয়ার থেকে কোনও এক পক্ষের প্রচার করা উচিত নয়। চেয়ার কিংবা পদের অপব্যবহার কখনও কিছু আমি করিনি, এবারও করব না।' ধীরেন বসুদের জমানা শেষ হওয়ার পর থেকেই সেই গত শতাব্দীর নয়ের দশক থেকে বাগান জনতার নয়ণের মণি টুটু বসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রয়াত অঞ্জন মিত্র। নতুন মরশুমে দল গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর দিকেই তাকিয়ে থাকত বাগান জনতা। তাঁর আমলেই মোহনবাগানে বিদেশি ফুটবলার আনার প্রচলন শুরু হয় ওকেরি চিমার হাত ধরে। দীর্ঘদিন ধরে এই শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত টুটু বসু। সোমবার দুপুরে এক বিবৃতিতে হঠাৎই ক্লাবের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফার কথা ঘোষণা করেন টুটু বসু। ইস্তফাপত্রে তিনি লিখেছেন, 'আমরা সবাই জানি যে, মোহনবাগান ক্লাবে নির্বাচন আসন্ন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রানার নেতৃত্বে নির্বাচনী বোর্ড ইতিমধ্যে গঠন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আসন্ন নির্বাচনের আগে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাই। আর সেই কারণেই আপনাদের উদ্দেশে আমার এই চিঠি লেখা। বহু বছর ধরে আমি মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে। মোহনবাগান ক্লাব আমার কাছে মাতৃসম। মোহনবাগান চিরকাল আমার হৃদয়ের বাঁদিকে ছিল, আছে, থাকবে। আমি এত দিন একনিষ্ঠ সেবায়েতের মতো ক্লাবের নিত্যপুজো করেছি। নিজের সাধ্যমতো, মোহনবাগানের সেবা-যত্ন করার চেষ্টা করেছি। কতটা করতে পেরেছি, সবচেয়ে ভাল জানেন আমার প্রিয় সদস্য-সমর্থকরা। যাঁদের কাছে আমি টুটুদা কিংবা শুধুই টুটু।'

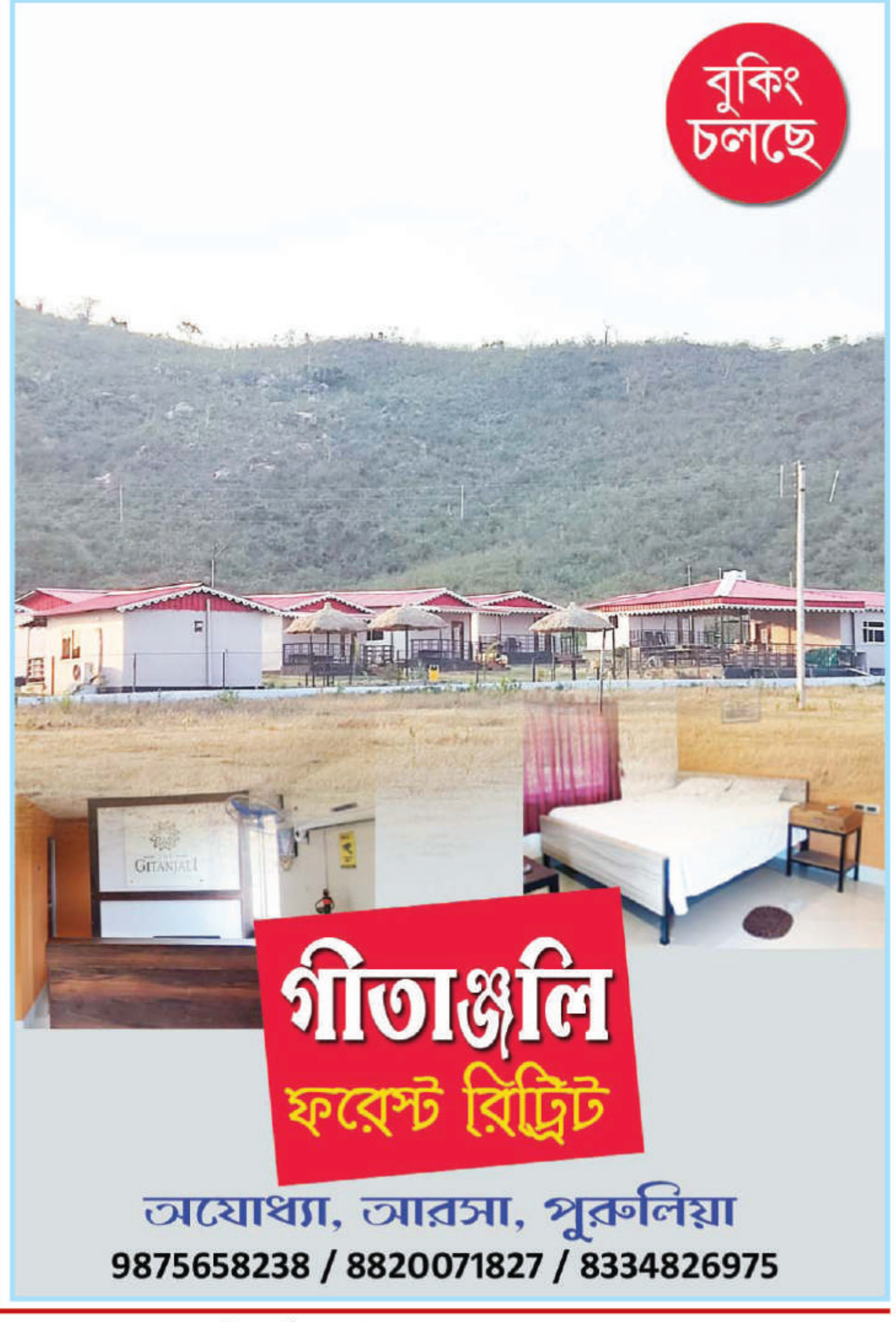

লাল সমুদ্রে গোল উৎসবে চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল

মাঠে বল গড়ানোর অনেক আগে অ্যানফিল্ডের বাইরে ভিড় করলেন হাজারো 'অল রেড' সমর্থক। শিরোপার হাতছানিতে সে কী উচ্ছ্বাস সবার চোখেমুখে। ম্যাচ শুরু হতেই অবশ্য সেই উল্লাসে কিছুটা ভাটা পড়ল। তবে এই লিভারপুল দলটি তো ভিন্ন ধাঁচে গড়া, যাদের আটকানোর সাধ্য হয়নি টটেনহ্যাম হটস্পারের। দাপুটে ফুটবলে ঘুরে দাঁড়িয়ে, পুরোটা সময় আধিপত্য করেই উৎসব শুরু করে চ্যাম্পিয়ন হলো লিভারপুল।

লিভারপুল ৫ - ১ টটেনহাম

লিভারপুল, ২৮ এপ্রিলঃ মহম্মদ সালাহ গোল করলেন। ছুটে গেলেন গ্যালারির কাছে। এক দর্শকের হাত থেকে মুঠোফোন নিয়ে নিজেই তুলে ফেললেন সেলফি। যে সেলফির ক্যাপশনে লেখা হতে পারে একটিই শব্দ-লাল! শুধুই লাল! সব ধ্বনি, সব রং মুছে গিয়ে লিভারপুলে আজ রাজত্ব ছিল তো শুধুই লালের। সেটিই তো হওয়ার কথা! লিভারপুলের জন্য যে আজ দিনটি ছিল উৎসবে মাতোয়ারা হওয়ার, লিগ জয়ের উৎসবে মাতার। পাঁচ বছর আগে যে উৎসব করা যায়নি করোনা নামের এক মহামারিতে পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায়। প্রিয় দল ৩০ বছর পর লিগ চ্যাম্পিয়ন হলেও সে বছর তাই উৎসব করতে পারেননি লিভারপুলের সমর্থকেরা। ইয়ুর্গেন ক্লপ নামের এক জাদুকরের তাই তিন দশক পরে লিভারপুলকে লিগ জিতিয়েও একটু অপূর্ণতা না থেকে পারে না। জার্মান কোচের উত্তরসূরি আর্নে স্লটকে ওই বিবেচনায় ভাগ্যবানই বলতে হবে। লিভারপুল ফুটবল ক্লাব রেকর্ড ছোঁয়া ২০তম লিগ শিরোপাটা যে আজ নিশ্চিত করল দর্শকঠাসা অ্যানফিল্ডে। চার ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে ছুঁয়ে ফেলল ইংল্যান্ডের শীর্ষ ফুটবল লিগ জয়ের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের রেকর্ড। লিভারপুলের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম মরসুমেই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ডাচ কোচ নিশ্চিত করেই থাকবেন কোপাইটদের ভিক্টরি প্যারেডে। লিভারপুলের সমর্থকেরা যে প্যারেড সর্বশেষ করেছেন ১৯৯০ সালে ১৮তম লিগ শিরোপা জিতে। লিগ জয়ে তখন লিভারপুলই ছিল সবার ওপরে। ৩৫ বছর পর আজ অ্যানফিল্ড স্টেডিয়ামে লিভারপুল আবারও

শীর্ষে উঠল টটেনহামকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে। একটি পয়েন্ট পেলেই চ্যাম্পিয়ন, এমন সমীকরণের ম্যাচে লন্ডন থেকে যাওয়া অতিথিদের ৫-১ গোলে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয় নিশ্চিত করেছে লিভারপুল। ৩৪ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৮২, সমান ম্যাচে দুইয়ে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ৬৭। অথচ ম্যাচটি লিভারপুল শুরু করেছিল যতটা সম্ভব বাজেভাবেই। ১২ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল দলটি। কর্নার থেকে আসা বলে খুব সহজেই এক হেড করে টটেনহামকে এগিয়ে দেন ডমিনিক সোলাঙ্কি। সেই সোলাঙ্কি, একটা সময়ে যাঁর গায়ে উঠেছিল লিভারপুলের লাল জার্সি। শিরোপা উৎসব করতে অ্যানফিল্ডে যাওয়া লিভারপুল সমর্থকেরা তখন কী ভেবেছিলেন কে জানে! তবে সালাহ-দিয়াজ-গাকপো-ম্যাক অ্যালিস্টার-সোবোসলাইয়েরা যে তেতে উঠেছেন, ওই গোলে সেটি নিশ্চিত। এরপর যা হলো, সেটিকে কী বলা যায়? লিভারপুল তো এরপর ধ্বংস করল টটেনহামকে। সোলাঙ্কির গোলের চার মিনিট পরেই সমতা। মহম্মদ সালাহর দারুণ এক থ্রু ধরে দমিনিক সবোসলাই বাড়ালেন লুইজ দিয়াজের দিকে। বাঁ প্রান্ত থেকে উঠে আসা কলম্বিয়ান উইঙ্গার ভুল করেননি গোল করতে। সবোসলাই অফসাইড ছিলেন না, ভিএআরে এটি নিশ্চিত করতেই উৎসবে মাতে অ্যানফিল্ড। আরও চার মিনিট পর আরেকবার টটেনহামের জালে বল পাঠিয়েও অফসাইডের কারণে উদযাপন করতে পারেননি কোডি গাকপো। লিভারপুল এগিয়ে যেতে অবশ্য এরপর সময় নিয়েছে আর চার মিনিটই। পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে দারুণ শটে গোল পেয়ে যান আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতা অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। ২৪ মিনিটের সেই গোলের ১০ মিনিট পর টটেনহাম রক্ষণের ভিড়ের মধ্য থেকে গোল আদায় করে নেন গাকপো। ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করা লিভারপুলকে ৬৩ মিনিটে ট্রেডমার্ক শটে চতুর্থ গোলটি এনে দেন সালাহ। এরপর সালাহর সেলফি তোলা শেষ হওয়ার ছয় মিনিট পর ডেসটিনি উদোগির আত্মঘাতী গোল ৫-১ বানিয়ে দেয় স্কোরলাইনটাকে। এরপর লিভারপুল অপেক্ষা করেছে শুধু রেফারির শেষ বাঁশি বাজার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com